Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-04-2026 04:37 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ১৯ চৈত্র ।। ১৪৩২।। শুক্রবার । ৩ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৪৬ সংখ্যা।। ১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

বিচারক নিগ্রহ ঃ তদন্তে নামছে এনআইএ

সুপ্রিম শোকজ রাজ্যের ডিজি-মুখ্যসচিবকে

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ‘এটি বিচারকদের ভয় দেখানোর একটা স্পষ্ট চেষ্টাই শুধু নয়, এটি আদালতকেও চ্যালেঞ্জ করা। এটি কোনও সাধারণ ঘটনা নয়।

বরং মনে হচ্ছে এটি পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ, যার লক্ষ্য ছিল বিচারকদের মনোবল ভেঙে দেওয়া এবং বাকি থাকা মামলাগুলিতে আপত্তি নিষ্পত্তির গোটা প্রক্রিয়াই বন্ধ করে দেওয়া।’ মালদহের কালিয়াচকে বিচারকদের আটকে রেখে ‘তাণ্ডব’ চালানোর ঘটনায় এ ভাবেই বৃহস্পতিবার রাজ্য প্রশাসনকে তুলোধোনা করল দেশের শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চের এই কড়া বার্তার পরেই নড়েচড়ে বসেছে নির্বাচন কমিশন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের রেশ ধরে মালদহ কাণ্ডে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। একই সঙ্গে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং মালদহের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে শো-কজ করেছে সর্বোচ্চ আদালত। আগামী সোমবার, ৬ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। ওই দিন ভার্চুয়াল মাধ্যমে রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকদের হাজির থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার প্রতিবাদে বুধবার রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল মালদহের মোথাবাড়ি এবং সুজাপুর চত্বর। বিশেষ করে কালিয়াচক-২ নম্বর ব্লকের অফিসে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট বা এসআইআর-এর কাজে নিযুক্ত সাত জন বিচারককে কয়েক ঘণ্টা আটকে রাখার ঘটনায় রাজ্যজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। পরিস্থিতি বিচার করে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল বিষয়টি সরাসরি সুপ্রিম কোর্টকে জানান। বৃহস্পতিবার সকালে মামলার গুরুত্ব বুঝে তড়িঘড়ি শুনানির ব্যবস্থা করে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ। শুনানিতে রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যর্থতা নিয়ে নজিরবিহীন ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।বিচারকদের নিরাপত্তা দিতে না পারায় রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে রীতিমতো খড়্গহস্ত হয় শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘আমরা আগেই বলেছিলাম, এসআইআর-এ বিবেচনাধীন নামের নিষ্পত্তি করার কাজে নিযুক্ত বিচারকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।’ জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি জানান, পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেলেও জেলা স্তরের এই দুই শীর্ষ আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌঁছোননি। এমনকি হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিজে ফোন করার পরেও রাজ্যের ডিজি বা স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। মুখ্যসচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি এবং হোয়াটসঅ্যাপেও তাঁর নম্বর পাওয়া যায়নি বলে ক্ষোভ উগরে দেয় আদালত।প্রশাসনিক এই স্থবিরতায় বিস্ময় প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি কান্ত বলেন, ‘এই ঘটনা রাজ্য প্রশাসনের সম্পূর্ণ ব্যর্থতাকে প্রকাশ করে। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, পুলিশের ডিজি এবং এসপি-র আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। বিষয়টি জানানো সত্ত্বেও তাঁরা কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে কেন ব্যর্থ হয়েছেন, তা তাঁদের ব্যাখ্যা করতে হবে।’ আদালতের পর্যবেক্ষণ, প্রশাসনের এই

উদাসীনতা আসলে বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়ার ওপর এক চরম আঘাত। এর পরেই সিবিআই বা এনআইএ-র মতো কোনও স্বাধীন সংস্থাকে দিয়ে তদন্তের পথ প্রশস্ত করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট।সুপ্রিম কোর্টের এই কড়া অবস্থানের পরেই দিল্লিতে রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালার সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সেখানেও ক্ষোভের মুখে পড়েন রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্ত এবং মালদহের এসপি অনুপম সিংহ। কমিশন সূত্রে খবর, ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে কেন দেরি হল, তা নিয়ে এসপি-কে তীব্র ভর্ৎসনা করেন জ্ঞানেশ কুমার। এসপি-র বদলে কেন এএসপি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন, সেই প্রশ্নে সরব হয় কমিশন। এমনকি ডিজির মতো অভিজ্ঞ অফিসারের নেতৃত্বাধীন পুলিশ বাহিনী কেন শুরুতেই গণ্ডগোল রুখতে পারল না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, এই ঘটনা কোনও ভাবেই লঘু করে দেখার সুযোগ নেই। তদন্তের স্বার্থে সিবিআই বা এনআইএ-র মতো ‘স্বাধীন’ সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়ার যে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছিল, তা পালন করতে কালক্ষেপ করেনি নির্বাচন কমিশন। মালদহ কাণ্ডের তদন্তভার তুলে দেওয়া হয়েছে এনআইএ-র হাতে। পাশাপাশি, বিচারকদের নিরাপত্তা নিয়েও একগুচ্ছ কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে আদালত। এখন থেকে এসআইআর সংক্রান্ত কাজ যেখানে হবে, সেখানে এক সঙ্গে তিন থেকে পাঁচ জনের বেশি প্রবেশ করতে পারবেন না। বিচারকদের বাসভবন এবং তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনকে বলা হয়েছে, নিরাপত্তাগত ঝুঁকি পর্যালোচনা করে বিচারকদের জন্য অভেদ্য নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে হবে। রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া উত্তেজনা নিয়েও বৃহস্পতিবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কমিশন। কলকাতার ভবানীপুরে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন পেশকে কেন্দ্র করে অশান্তি এবং সিইও দফতরের সামনে বিক্ষোভ নিয়ে কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দের কাজেও অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। কমিশনারকে লক্ষ্য করে তিনি প্রশ্ন করেন, ‘একজন আইপিএস অফিসার হয়ে কলকাতা সামলাতে পারছেন না! আপনাকে কি প্রশিক্ষণ দিতে হবে?’ এই মন্তব্যে কার্যত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, রাজ্যের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে।অন্যদিকে মালদহের ঘটনায় পুলিশি তৎপরতাও শুরু হয়েছে। ব্লক অফিসে হামলার অভিযোগে মোথাবাড়ির আইএসএফ প্রার্থী মৌলানা শাহজাহান আলিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের দাবি, তিনি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার এবং ঘটনার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। শাহজাহান ছাড়াও এই ঘটনায় আরও ১৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার মালদহ জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। গ্রেফতারি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হলেও পুলিশ জানিয়েছে, ভিডিও ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হচ্ছে।সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, মালদহের এই ঘটনা নিছক কোনও জনরোষ নয়, বরং এটি একটি ‘ফৌজদারি অপরাধ’।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত সাফ জানিয়েছেন, ‘আমরা কাউকেই আইন নিজের হাতে তুলে নিতে বা বিচারকদের মনে ভয় তৈরি করার মাধ্যমে কাজে বাধা দিতে দেব না।’ বিচারকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনে আরও কঠোর পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত।

বিশেষ করে স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের গতিবিধি এবং তাঁদের আবাসনকে কড়া নজরদারিতে রাখার কথা বলা হয়েছে।সোমবারের শুনানির গুরুত্ব এখন অপরিসীম। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এসআইআর-এর কাজ কোনও অবস্থাতেই থমকে যাবে না। বরং আরও কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা এই গণ-বিক্ষোভ সামাল দিতে কেন ব্যর্থ হলেন, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট চেয়েছে আদালত। হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির পাঠানো চিঠিতে যে সব বিস্ফোরক অভিযোগ রয়েছে, তার ভিত্তিতে কেন এই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সেই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সবমিলিয়ে, আগামী সোমবারের শুনানিতে রাজ্য প্রশাসনের হলফনামা এবং তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টের দিকেই এখন নজর ওয়াকিবহাল মহলের।

শুভেন্দুর মনোনয়নে অশান্তি, রিপোর্ট তলব করল কমিশন

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভবানীপুরের হাইভোল্টেজ লড়াইয়ে এবার কমিশনের কড়া নজর। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মিছিলে অশান্তির ঘটনায় দক্ষিণ কলকাতার জেলা নির্বাচনী আধিকারিক বা ডিইও-র কাছে রিপোর্ট তলব করল নির্বাচন কমিশন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাসতালুক ভবানীপুরে এ দিন মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামলাতে না পারায় পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে কমিশন। এ দিন দুপুরে হাজরা মোড় থেকে রোড শো শুরু করেন শুভেন্দু ও শাহ। মিছিল কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির গলির কাছাকাছি পৌঁছোতেই পরিবেশ অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা মাথায় কালো কাপড় বেঁধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। দুই পক্ষের মধ্যে চলে প্রবল বাগবিতণ্ডা। নিরাপত্তার কারণে

অমিত শাহকে ওই গলির সামনে দিয়ে ট্রাকে যেতে দেয়নি সুরক্ষা সংস্থা। তিনি গাড়িতে করে সার্ভে বিল্ডিংয়ের দিকে রওনা দেন। অভিযোগ, শাহের গাড়ি চলে যেতেই দুপক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশেরও খণ্ডযুদ্ধ চলে। সার্ভে বিল্ডিংয়ের কাছে তৃণমূলের আচমকা হামলায় এক বিজেপি কর্মী জখম হয়েছেন বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের। এই ঘটনার রেশ পৌঁছেছে কমিশনের সদর দফতরেও। রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে রীতিমতো মেজাজ হারান আধিকারিকরা। কেন একাধিক জায়গায় জমায়েত করতে দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দকে কার্যত ভর্ৎসনা করে জ্ঞানেশ বলেন, ‘আইপিএস অফিসার হয়ে কলকাতা সামলাতে পারছেন না! আপনাকে কি প্রশিক্ষণ দিতে হবে?’ এই পরিস্থিতিতে এলাকায় উত্তেজনা প্রশমনে কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছে কমিশন। সব মিলিয়ে, ভোটের আগেই ভবানীপুরের পারদ এখন তুঙ্গে। ছবি সংগৃহিত ।

একটিকেও ছাড়া হবে না’ মালদহ কাণ্ডে ক্ষুব্ধ মমতা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ মালদহের এসআইআর ইস্যুতে বিচারকদের হেনস্থার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি ও সুতির জনসভা থেকে তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, এই অশান্তি বাংলার সংস্কৃতি নয়। জনরোষের নেপথ্যে কংগ্রেস ও বিজেপির অশুভ আঁতাত কাজ করছে বলে তাঁর অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, এই একটি ঘটনার জেরে গোটা রাজ্যের বদনাম হয়েছে। একইসঙ্গে তাঁর কড়া হুঁশিয়ারি, ‘যারা করেছে, তাদের একটাকেও যেন ছাড়া না হয়। সে যেই হোক।’ তিনি এই এদিন নিয়ে সরাসরি কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, ‘কংগ্রেসের অত্যাচারে এ সব গন্ডগোল হল।’নির্বাচনের মুখে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা এখন তাঁর নিয়ন্ত্রণে নেই বলে ফের মনে করিয়ে দিয়েছেন মমতা। তাঁর নিশানায় সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আইন-শৃঙ্খলা আমার হাতে নেই। ওটা কমিশন নিয়ে নিয়েছে। অমিত শাহ নিয়ে নিয়েছে।’ সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণকে সমর্থন জানিয়ে মমতা জানান, মালদহের

ঘটনায় প্রশাসনের কেউ তাঁকে আগে খবর দেয়নি। তবে বিচারকদের ওপর আক্রমণ কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। তাঁর কথায়, ‘বিচারকদের আক্রমণ করবেন না। কড়া ভাবে বলছি। আজ আপনাদের জন্য বাংলার বদনাম হবে!’ ভোটের মুখে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মমতা। তাঁর অভিযোগ, এটি বিজেপির এক গভীর চক্রান্ত। শুধু মালদহ নয়, নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরেও ৪০ হাজার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এসআইআর নিয়ে ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। অনেকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। সেটা বিজেপির পরিকল্পনা।’ যাদের নাম কাটা গিয়েছে, তাঁদের পুনরায় আবেদন করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, বেছে বেছে সংখ্যালঘু ও হিন্দু মা-বোনেদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, ‘অমিত শাহ-মোদীর দল গণতন্ত্রকে শেষ করে দেবে।’ কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতিসক্রিয়তা এবং সিবিআই-এনআইএ তদন্ত নিয়েও তোপ দাগেন তিনি। তাঁর দাবি, ভোট এলেই ইডি রেড শুরু হয়। বিজেপি ধর্মের ভিত্তিতে ভাগাভাগি করছে অভিযোগ করে তাঁর মন্তব্য, ‘বিজেপি টাকা দিচ্ছে। কিছু চক্রান্ত তাদের কথায়। এটা ভাবতে কষ্ট হয়।’

আগে ‘কেউটে’ তাড়ান, পরে ঝগড়া কাঁথিতে অভিষেকের তোপে বিজেপি

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ শুভেন্দু অধিকারীর খাসতালুক কাঁথিতে দাঁড়িয়ে দলের অন্দরে থাকা ‘গদ্দার’ ও ‘বিভীষণ’দের বিরুদ্ধে রণহুঙ্কার দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার দলের অভ্যন্তরীণ বৈঠকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাফ জানিয়ে দিলেন, এখন নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ের সময় নয়। আগে বিজেপি-র ঢুকিয়ে দেওয়া ‘বিষধর সাপ’ তাড়াতে হবে। দলের নেতাদের উদ্দেশে তাঁর কড়া বার্তা, কাজ করলে মিলবে পুরস্কার, নয়তো সোজা ছাঁটাই। সূত্রের খবর, সংগঠনের খোলনলচে বদলে ফেলে এবার মেদিনীপুরের মাটি দখলে নিতে মরিয়া ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। কাঁথিতে পা রেখেই মেদিনীপুরের রাজনীতির নাড়ি নক্ষত্র বুঝে নিতে চেয়েছিলেন অভিষেক। বৈঠক শুরুর আগে তিনি একান্তে কথা বলেন কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরি, দক্ষিণ কাঁথির প্রার্থী তরুণকুমার জানা এবং পটাশপুরের পীযূষকান্তি পণ্ডার সঙ্গে। লোকসভা নির্বাচনে কেন ফল খারাপ হলো, কেন অধিকারী পরিবারের বাড়ির আঙিনায় ঘাসফুল ফোটানো গেল না, তা নিয়ে কাঁটাছেড়া করেন তিনি। রামনগর-সহ জেলার বেশ কয়েকটি

স্পর্শকাতর আসনের পরিস্থিতি নিয়ে এই নেতাদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। তৃণমূল সূত্রের খবর, বৈঠকে অভিষেক অত্যন্ত আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন। কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘বিজেপি বারান্দায় কেউটে সাপ ছেড়ে দিয়েছে’। এই অলঙ্কার প্রয়োগ করে তিনি আদতে শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ বা তলে তলে যোগাযোগ রাখা নেতাদের দিকেই আঙুল তুলেছেন। তাঁর স্পষ্ট দাওয়াই, ‘ঝগড়া করবেন পরে, আগে সাপ তাড়ান’। অভিষেকের মতে, যুদ্ধে যারা বেইমানি করে, তারা আর যাই করুক দলকে নিজের ‘মা’ বলতে পারে না। পূর্ব মেদিনীপুরে তৃণমূলের সাংগঠনিক দুর্বলতা যে রয়েছে, তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। তবে সেই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার পথও বাতলে দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশ, কোন ওয়ার্ড বা বুথে দলের রক্তক্ষরণ হচ্ছে, তা খুঁজে বার করে বিশ্লেষণ করতে হবে। দলীয় সূত্রের দাবি, অভিষেক স্পষ্ট করেছেন যে ‘পারফরম্যান্স’-ই হবে টিকে থাকার একমাত্র মাপকাঠি। যারা কাজ করবেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে যে কড়া পদক্ষেপ করা হবে, তা-ও জানিয়ে দেন তিনি। এবার শুধু অঞ্চল সভাপতি নয়, প্রয়োজনে প্রধান বা উপ-প্রধানকেও সরিয়ে দিতে পিছপা হবে না দল। নন্দীগ্রামের হার বা কাঁথি দক্ষিণের পরাজয় যে দলের অন্তর্ঘাতের ফল, তা বারবার উঠে এসেছে তাঁর বক্তৃতায়। তিনি কর্মীদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, বিহারের মতো কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করে কারচুপি করার চেষ্টা করবে বিজেপি। তাই এজেন্টদের বুথ কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। ভোট শেষ হওয়ার আগে বুথ ছেড়ে বেরোনো চলবে না। ২০২১-এর বিধানসভায় কাঁথি দক্ষিণ হাতছাড়া হয়েছিল। ২০২৪-এ সৌমেন্দু অধিকারীর জয়ের পর এবার সেই গড় পুনরুদ্ধারে মরিয়া তৃণমূল। সূত্রের খবর, অভিষেক নির্দেশ দিয়েছেন ‘সর্বশক্তি’ দিয়ে কর্মীদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কাজের ভিত্তিতেই মিলবে পুরস্কার, নয়তো জুটবে তিরস্কার। অধিকারীদের গড়ে দাঁড়িয়েই দলের পুরনো ক্ষতে প্রলেপ দিয়ে নতুন করে যুদ্ধের নীলকশা এঁকে দিলেন অভিষেক।

এখন দেখার, তাঁর এই ‘কেউটে’ তাড়ানোর দাওয়াই মেদিনীপুরের বিধানসভা কেন্দ্রগুলোতে কতটা কাজ দেয়। আগামী কয়েক দিন কর্মীদের কড়া নজরে রাখা হবে বলেও তৃণমূল সূত্রে জানানো হয়েছে।

অষ্টম তালিকা প্রকাশ, জটমুক্ত ৫২ লক্ষ নাম

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ নির্বাচন কমিশনের তৎপরতায় কাটল ভোটার তালিকার বড় জট। বাংলায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় আটকে থাকা প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের মধ্যে ইতিমধ্যে ৫২ লক্ষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত অষ্টম অতিরিক্ত তালিকায় দেখা যাচ্ছে, কয়েক দিনের ব্যবধানেই প্রায় তিন লক্ষ নামের নতুন করে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। হাতে থাকা সময় কম হলেও কমিশন নিশ্চিত যে প্রথম দফার মনোনয়নের আগেই গোটা প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হবে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে খবর, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যখন চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়, তখন ‘বিবেচনাধীন’ ভোটারের সংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ৭০৫ জন বিচারক এই বিপুল তথ্য খতিয়ে দেখার কাজ করছেন।

গত ২৩ মার্চ রাত থেকে দফায় দফায় অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ শুরু হয়েছে। বর্তমানে প্রায় আট লক্ষ ভোটারের নাম এখনও ঝুলে রয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, আগামী ৬ এপ্রিল প্রথম দফার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। তার আগেই এই অবশিষ্ট নামের ফয়সালা হয়ে যাবে।

তবে এই প্রশাসনিক তৎপরতার সমান্তরালে চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। ‘বিবেচনাধীন’ তালিকায় কতজনের নাম বাদ পড়ল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা বজায় থাকায় ক্ষুব্ধ রাজনৈতিক মহল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত বুধবারই সরব হয়েছিলেন এই ইস্যু নিয়ে। মধ্যরাতে ওয়েবসাইটের গোলযোগ এবং নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেছিলেন, ‘বিবেচনাধীন’ ভোটারদের একাংশের নাম ইচ্ছাকৃত ভাবে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। মালদহের কালিয়াচকে বিচারকদের আটকে রাখার ঘটনায় বৃহস্পতিবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে খোদ সুপ্রিম কোর্ট।

উত্তপ্ত এই আবহে বিচারকদের দেওয়া তথ্য প্রসেস করতে ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা সময় নিচ্ছে কমিশন। নজর এখন বাকি আট লক্ষ ভোটারের ভবিষ্যতের দিকে। ফাইল ফটো।

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

খেলার মাঠে বর্ণ-বিষ

এখন দুনিয়া জুড়েই অভিবাসন একটি বিপজ্জনক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুনিয়া প্রায় ভুলতে বসেছে যে অভিবাসন কোনও সমাজের কত গভীরে চারিত হয়ে তাকে সমৃদ্ধ করে থাকে। একদম অন্য এক ক্ষেত্র থেকে উদাহরণ দেওয়া যাক; খেলার মাঠ।সম্প্রতি নামিবিয়া ও জি্ম্বাবোয়েতে অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপে ক্রিকেটপ্রেমীদের মনোযোগের কেন্দ্র ছিল চোদ্দো বছরের বিস্ময়-ব্যাটার বৈভব সূর্যবংশী। তা নিয়ে অসুবিধে নেই, তবে এই ক্রীড়ামোদী মানুষদেরও একটা জরুরি বিষয়ে বড় একটা নজর পড়েনি। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে যে অন্তত ২৪০ জন ক্রিকেটার খেললেন, তাঁদের মধ্যে ৯২ জনই হয় দক্ষিণ এশীয়, বা তাঁদের পূর্বপুরুষরা দক্ষিণ এশীয়। এই খেলোয়াড়দের অনেকেই দলকে নির্ভরতা জুগিয়েছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসীদের যতই অপছন্দ করুন, তাঁর দেশেরই অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় ক্রিকেট দলে সকলেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার! আবার নিউ জি্ল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যান্ডের মতো দলগুলিতেও ভারতীয়, পাকিস্তানি, এমনকি সিংহলি বংশোদ্ভূত খেলোয়াড়রা নিজেদের পারফরম্যান্স দিয়ে দলকে গৌরবান্বিত করেছেন।যাঁরা ভাবছেন শুধু যুব দলেই বুঝি এই অ-শ্বেতাঙ্গ ক্রিকেটাররা সুযোগ পাচ্ছেন, তাঁরা আমেরিকার সিনিয়র ক্রিকেট দলের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারেন; সৌরভ নেত্রভালকর, মোনাঙ্ক পটেল, সায়ান জাহাঙ্গির, আলি খান, সেহান জয়সূর্যের মতো খেলোয়াড়রা ইতিমধ্যেই নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ঠিক যেমন আদিল রশিদ, মইন খানের মতো ক্রিকেটাররা দীর্ঘদিন ধরেই ইংল্যান্ড জাতীয় দলকে সমৃদ্ধ করেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সদ্য অবসর নেওয়া, পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করা উসমান খোয়াজার ব্যাট অস্ট্রেলিয়ার হয়ে বার বার ঝলসে উঠেছে।খেলোয়াড়দের 'গায়ের রং' নিয়ে কথা উঠলে, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসঙ্গ উঠবেই। একটা সময় ছিল যখন কৃষ্ণাঙ্গ বা অ-শ্বেতাঙ্গরা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও দেশের হয়ে খেলতে পারতেন না। শ্বেতাঙ্গ প্রশাসকদের কারণে বহু অ-শ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড়ের কেরিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছিল। অথচ সাদা চামড়ার খেলোয়াড়রা যা করতে পারেননি, কৃষ্ণাঙ্গ অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা তা করে দেখিয়েছেন, তাঁর নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকা গত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করেছে। এই 'রেনবো নেশন'-এর ক্রিকেটাররা ভারতের মাটিতেই ভারতকে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করেছে। এই দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোলার কাগিসো রাবাডা এক জন কৃষ্ণাঙ্গ, স্পিন বিভাগে অপরিহার্য সদস্য ভারতীয় বংশোদ্ভূত কেশব মহারাজ।২০১৬-র নভেম্বরে পারথে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ম্যাচেই কেশব মহারাজের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আগমন, ওই টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার এক নম্বর ফাস্ট বোলার ডেল স্টেন মাত্র একটা উইকেট নিয়েই মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন চোটের কারণে। বিশেষজ্ঞরা যখন ভেবেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা এ বার অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ করবে, তখনই অ-শ্বেতাঙ্গ কেশব রুখে দাঁড়ান, ডুমিনি-বাভুমারা জ্বলে ওঠেন, ম্যাচের সেরা হন রাবাডা।

ওই ম্যাচে ২০টা উইকেটের মধ্যে ১৯টাই নিয়েছিলেন অ-শ্বেতাঙ্গ বোলাররা; সেই দেশের হয়ে, তার পঁচিশ বছর আগে পর্যন্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কালো ও বাদামি রঙের খেলোয়াড়দের যে মাটিতে খেলার সুযোগই তেমন ছিল না। কেশবের বাবা আত্মানন্দ মহারাজ ছিলেন এক জন দক্ষ উইকেটকিপার, কিন্তু বর্ণবৈষম্যের বিষে তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্নের মৃত্যু হয়েছিল।বর্তমানে শুধু ক্রিকেট নয়, ফুটবল থেকে শুরু করে অন্যান্য খেলাতেও অ-শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের দাপট ক্রমশ বাড়ছে। নিজ যোগ্যতার দৌলতেই তাঁরা স্ব-নির্বাচিত দেশের হয়ে সাফল্যের নতুন অধ্যায় লিখছেন। মার্কাস রাশফোর্ড, জুড বেলিংহ্যাম, বুকায়ো সাকা-র মতো অ-শ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড়রা ইংল্যান্ডের জাতীয় ফুটবল দলে নজরকাড়া ফুটবল খেলছেন। আর বর্তমানে বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা শক্তি ফ্রান্সের তো বরাবরই কৃষ্ণাঙ্গ, অ-শ্বেতাঙ্গ, অভিবাসী খেলোয়াড়রা প্রধান চালিকাশক্তি। ফ্রান্সের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার জি্নেদিন জি্দান আলজেরীয় শরণার্থীর সন্তান। ১৯৯৮-এর বিশ্বকাপ এবং ২০০০-এর ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ফরাসিদের জয়ে জি্দানের বিরাট অবদান ছিল। আবার এই সময়ের শ্রেষ্ঠ বলে খ্যাত, ফরাসি ফুটবলার কিলিয়ান এমবাপে স্বদেশকে ২০১৮-র বিশ্বকাপ জিততে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এমনকি গত বিশ্বকাপের ফাইনালেও দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক করে আর একটু হলেই আর্জেন্টিনা তথা মেসির হাত থেকে বিশ্বকাপ কেড়ে নিচ্ছিলেন বলা চলে। গোটা বিশ্বকাপেই দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছেন।বিভিন্ন খেলায় অভিবাসীদের অবদান এতটাই, লিখতে গেলেও বুঝি ফুরোবে না। তার পরেও কিন্তু আমেরিকার পাশাপাশি ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও এখন অভিবাসন প্রক্রিয়াকে রীতিমতো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কার্যত গর্তে ফেলে দেওয়া হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল কেন ইরানে হামলা করল

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের রাজধানী তেহরানসহ দেশটির বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একে 'বড় ধরনের সামরিক অভিযান' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।ইরানের পারমাণবিক ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি নিয়ে দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা আলোচনার মধ্যে এই হামলা চালানো হলো। কয়েক সপ্তাহ ধরে ট্রাম্পের হুমকি এবং আট মাস আগের ১২ দিনের যুদ্ধের পর ইরানে আবার বড় ধরনে হামলার শিকার হলো।জবাবে ইরানও ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চল এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলায় ইরানে দুই শতাধিক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। অপর দিকে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবু ধাবিতে একজন নিহত এবং দেশটির আরেক শহর দুবাইতে চারজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।ইরানের ফার্স নিউজ এজেন্সির খবর অনুযায়ী, শনিবার সকাল ৯টা ২৭ মিনিটে রাজধানী তেহরানে ধারাবাহিকভাবে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তেহরানে দায়িত্বরত আল-জাজিরার প্রতিনিধি দুটি বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে শহরের বিভিন্ন অংশ থেকে ধোঁয়া উড়তে দেখা গেছে।ইসরায়েল প্রথম জানায় তারা ইরানের ভেতরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করেছে। একজন মার্কিন কর্মকর্তা আল-জাজিরাকে বলেন, ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের একটি যৌথ সামরিক অভিযানের অংশ হিসেবে এই হামলা হয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহে এই অঞ্চলে বড় আকারে যুদ্ধবিমান ও যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করে ওয়াশিংটন। ইরাক যুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যে এটিই যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সামরিক উপস্থিতি।প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এ অভিযানকে 'বিশাল ও চলমান' বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী সময়ে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, এই যৌথ অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন এপিক ফিউরি'।তেহরানের ইউনিভার্সিটি স্ট্রিট ও জমহুরি এলাকায় বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। সংবাদ সংস্থা ফার্স জানিয়েছে, ইরানের ইসলামিক রেভোল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) সদর দপ্তরের কাছেও হামলা হয়েছে।রাজধানী তেহরানে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির দপ্তর ও বাসভবনের চত্বরেও হামলা হয়েছে। তাসনিম নিউজ এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী, তেহরানের উত্তরের সৈয়দ খন্দান এলাকায়ও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, তেহরানের বাইরে কেরমানশাহ, কোম, তাবরিজ, ইস্পাহান, ইলাম ও কারাজ শহরেও বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। এ ছাড়া লোরেস্তান প্রদেশেও হামলা হয়েছে।'বড় ধরনের সামরিক অভিযান' ঘোষণার সময় ট্রাম্প বলেন, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করা এবং তাদের ক্ষেপণাস্ত্র শিল্প মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া এই অভিযানের লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, 'আমরা তাদের নৌবাহিনী নির্মূল করতে যাচ্ছি।'ট্রাম্পের বক্তব্যের মূল কথা;যুক্তরাষ্ট্র ইরানে বড় ধরনের সামরিক অভিযান শুরু করেছে, যা 'বিশাল ও চলমান'। ওয়াশিংটনের দাবি, ইরান সরকারের দিক থেকে আসা 'আসন্ন হুমকি' মোকাবিলাই মূল লক্ষ্য।ট্রাম্প এই অভিযানের সামরিক উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন এভাবে; ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা ধ্বংস করা। ইরানের নৌবাহিনীকে নিশানা করা। এ অঞ্চলে ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে ছত্রভঙ্গ করা। ইরান যেন কোনোভাবে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে না পারে, তা নিশ্চিত করা।ট্রাম্প ইরানের সামরিক বাহিনীর সদস্যদের জন্য একই সঙ্গে সতর্কতা ও প্রস্তাব দিয়েছেন। ট্রাম্প বলেন, তাঁরা অস্ত্র সমর্পণ করলে দায়মুক্তি পাবেন। কিন্তু তা না করলে তাঁদের 'নিশ্চিত মৃত্যু'র মুখোমুখি হতে হবে।

মার্কিন বাহিনীতেও হতাহত হতে পারে বলে স্বীকার করেছেন তিনি।রয়টার্স একজন মার্কিন কর্মকর্তার বরাতে জানিয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসন এই অভিযান কয়েক দিন চালানোর পরিকল্পনা করছে। ওয়াশিংটন থেকে আল-জাজিরার সাংবাদিক অ্যালান ফিশার জানিয়েছেন, ট্রাম্পের মন্তব্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে তিনি ইরানে একটি 'অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র' তৈরি করতে চাইছেন। ঠিক ৭৩ বছর আগে দেশটিতে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোসাদ্দেককে যেভাবে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ)।অ্যালান ফিশার বলেন, 'তারা (যুক্তরাষ্ট্র) এটি আগেও করেছে। এবার তারা সিআইএর মাধ্যমে গোপনে না করে সরাসরি অস্ত্র ও বোমা ব্যবহার করে এটা করছে। এটি স্পষ্ট যে এটা একটি দীর্ঘমেয়াদি সামরিক অভিযান হতে যাচ্ছে, যেখানে ট্রাম্প প্রাণহানির ঝুঁকিও মেনে নিয়েছেন।'ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ও আঞ্চলিক প্রভাব নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধের জেরে এই হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। এই দুই মিত্রদেশ দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে যে ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ও ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা তাদের জন্য হুমকি। কিন্তু তেহরান বারবার বলে আসছে, তাদের পারমাণবিক বোমা তৈরির কোনো ইচ্ছা নেই। উল্লেখ্য, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে কেবল ইসরায়েলের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।গত বছরের জুনেও ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক ও সামরিক স্থাপনায় হামলা চালিয়েছিল। সে সময় ইরানের বেশ কয়েকজন শীর্ষ কমান্ডারকে হত্যা করা হয়।জুনের হামলার পর ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে ওয়াশিংটনের সঙ্গে তেহরানের পরোক্ষ আলোচনা শুরু হয়। আলোচনায় মধ্যস্থতা করছিল ওমান। দুই দিন আগে ওমানের মধ্যস্থতাকারীরা জেনেভা আলোচনায় অগ্রগতির কথা জানানোর পরপরই ইরানে বর্তমান হামলা শুরু হয়।জানা গেছে, জেনেভায় সর্বশেষ আলোচনায় ইরান ইউরেনিয়াম মজুত না করা এবং আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) পূর্ণ তদারকিতে রাজি হয়েছিল।হামলার পেছনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের আরেকটি যুক্তি, তাদের হামলা ইরানিদের জন্য সরকারের 'নিয়ন্ত্রণ' নেওয়ার একটি সুযোগ। ট্রাম্প বলেন, 'আমাদের কাজ শেষ হলে আপনারা সরকারের দায়িত্ব নিন। এবার আপনাদের পালা। সম্ভবত আগামী কয়েক প্রজন্মের মধ্যে এটাই আপনাদের একমাত্র সুযোগ।ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর বাহরাইনের মানামা শহরে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম নৌ বাহিনীর সার্ভিস সেন্টার থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ছবি রয়টার্সইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, ইরান প্রথমে ইসরায়েলের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে হামলার জবাব দিয়েছে। দেশটির বেশ কিছু অংশে সাইরেন বেজে ওঠে এবং উত্তর ইসরায়েলে বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে।ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'জনসাধারণকে হোম ফ্রন্ট কমান্ডের নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ করা হচ্ছে।

এই মুহূর্তে ইসরায়েলি বিমানবাহিনী হুমকি মোকাবিলায় বাধা প্রদান ও সেগুলোতে আঘাতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।'প্রাথমিক জবাবের পরপরই ইরানি বাহিনী পুরো অঞ্চলজুড়ে মার্কিন সামরিক অভিযানের সঙ্গে যুক্ত বেশ কিছু অবস্থানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। এর আগে ইরানের পার্লামেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা কমিশনের প্রধান ইব্রাহিম আজিজি 'চরম' জবাব দেওয়ার হুমকি দেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি লেখেন, 'আমরা আপনাদের সতর্ক করেছিলাম! এখন আপনারা এমন এক পথ বেছে নিয়েছেন, যার পরিণতি আর আপনাদের নিয়ন্ত্রণে নেই।'এক বিবৃতিতে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, সামরিক অভিযান 'যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ চলবে'। তিনি জানান, ইসরায়েলের এ অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে 'লায়ন্স রোর' বা 'সিংহের গর্জন'। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির বয়স ৮৬ বছর। তিনি এখন কোথায় আছেন, সেটা স্পষ্ট নয়। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উত্তেজনা বাড়ার পর গত কয়েক দিন ধরে তাঁকে জনসমক্ষে দেখা যায়নি।রাজধানী তেহরানে বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত খামেনির দপ্তরের দিকে যাওয়ার রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেয়। এদিকে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনা প্রেসিডেন্ট দপ্তরের একটি সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান অক্ষত আছেন।ওমানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর আলবুসাঈদি বলেন, তাঁর দেশের মধ্যস্থতায় ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান সক্রিয় ও গুরুতর আলোচনা এ উত্তেজনার কারণে 'আবারও বাধাগ্রস্ত' হয়েছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে তীব্র সংঘাতে জড়িয়ে না পড়ার আহ্বান জানান।ইরানের হামলাকে নিজেদের 'জাতীয় সার্বভৌমত্বের চরম লঙ্ঘন' উল্লেখ করে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে কাতার। দেশটি বলেছে, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী হামলার জবাব দেওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে।ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) পাকিস্তানের একজন নাগরিক নিহত হয়েছেন। দেশটি এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। সার্বভৌমত্বের এ ধরনের লঙ্ঘন অব্যাহত থাকলে 'ভয়াবহ পরিণতি' হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে দেশটি।ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক প্রধান কায়া কালাস পরিস্থিতিকে 'বিপজ্জনক' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলাকে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে আহ্বান জানিয়েছেন।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ সতর্ক করে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও ইরানের এ সংঘাত 'আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ভয়াবহ পরিণতি' বয়ে আনবে। তিনি আরও বলেন, 'বর্তমান উত্তেজনা সবার জন্যই বিপজ্জনক। এটি অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।'রাশিয়ার নিরাপত্তা পরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান ও দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ ট্রাম্পের সমালোচনা করে বলেন, ওয়াশিংটন ইরানের সঙ্গে চলা আলোচনাকে একটি 'ছদ্মবেশী অভিযান' (কভার অপারেশন) হিসেবে ব্যবহার করেছে। দীর্ঘমেয়াদে এ সংঘাত কোন দিকে মোড় নিতে পারে, তা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন।যুক্তরাজ্য বলেছে, ইরানকে কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে দেওয়া যাবে না। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি বলেছেন, ইরান যেন পারমাণবিক অস্ত্র হাতে না পায় এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে না দাঁড়ায়, সেই বিষয়ে মার্কিন প্রচেষ্টাকে তাঁর দেশ সমর্থন করে। সৌ ঃ প্রথম আলো।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-04-2026 04:38 Page 3

মহানগর
নয়া জামানা

ভবানীপুরের কঠিন কেন্দ্রে লিড
বাড়াতে জাভেদে ভরসা মমতার

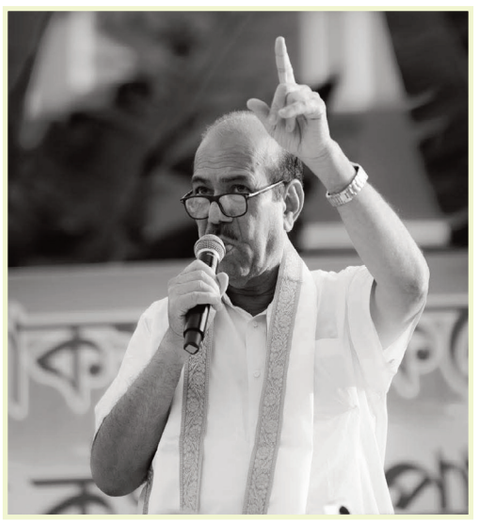

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরে জয়ের ব্যবধান বাড়াতে নতুন রণকৌশল নিল তৃণমূল কংগ্রেস। লোকসভা ভোটের ক্ষত সারাতে এ বার ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হল কসবার বিধায়ক তথা মন্ত্রী জাভেদ খানকে। মূলত বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই ওয়ার্ডে ঘাসফুলের জমি পুনরুদ্ধার করাই এখন জাভেদের প্রধান লক্ষ্য। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে ওই ওয়ার্ডের ভোট পরিচালনার যাবতীয় দেখভাল করবেন তিনি। তৃণমূল সূত্রে খবর, ভবানীপুর বিধানসভার আটটি ওয়ার্ডের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল দুই হেভিওয়েট নেতা সুব্রত বক্সী ও ফিরহাদ হাকিমকে। ৬৩, ৭০, ৭১, ৭২ এবং ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের দায়িত্বে ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। অন্য দিকে ৭৪, ৭৭ এবং ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের দেখভালের ভার দেওয়া হয়েছিল কলকাতার মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। কিন্তু ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির ক্রমবর্ধমান দাপট রুখতে শেষ মুহূর্তে সেখানে জাভেদ খানকে নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কালীঘাট। লক্ষ্য একটাই, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রীর জয়ের ব্যবধানকে রেকর্ড স্তরে নিয়ে যাওয়া। বিগত কয়েক বছরের নির্বাচনের পরিসংখ্যান তৃণমূলের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে এই ভবানীপুর কেন্দ্রেই সুব্রত বক্সীকে ১৭৬ ভোটে পিছনে ফেলে দিয়েছিলেন বিজেপির তথাগত রায়। ২০১৯ এবং ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটেও দেখা গিয়েছে, গোটা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল এগিয়ে থাকলেও ৫-৬টি ওয়ার্ডে পদ্ম শিবিরের দাপট অটুট। এর মধ্যে ২০১০ সাল থেকে সুস্মিতা ভট্টাচার্য তৃণমূলের কাউন্সিলর হওয়া সত্ত্বেও ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে বার বার পিছিয়ে পড়েছে শাসকদল। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনেও এই ওয়ার্ডে বিজেপি ১,৪৬৮ ভোটে এগিয়ে ছিল। বিধানসভা ভোটে সেই হারের পুনরাবৃত্তি রুখতেই জাভেদকে ময়দানে নামানো হয়েছে। যদিও 'দায়িত্ব' পাওয়ার কথা সরাসরি মানতে চাননি জাভেদ খান। তাঁর কথায় বিনম্রতার সুর। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'আমায় দল ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডের দেখভাল করার দায়িত্ব দিয়েছে। ভবানীপুরের বিধায়ক হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী অনেক কাজ করেছেন। সেই কাজগুলি ওই ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি মানুষের জানা উচিত। আমি ওই ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়ে বিধায়ক এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতাদি ভবানীপুরে কী কী কাজ করেছেন, সে কথা ভোটারদের কাছে পৌঁছে দেব।' রাজনৈতিক মহলের মতে, সুব্রত বক্সীর মতো প্রবীণ নেতার দায়িত্বে থাকা ওয়ার্ডে জাভেদকে নামানোটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। দলের অন্দরের গুঞ্জন, রাজ্য সভাপতিকে বিড়ম্বনায় না ফেলতেই জাভেদ একে 'দেখভাল' বলছেন। আদতে লক্ষ্য সেই লিড বৃদ্ধি। যেমন ভাবে ফিরহাদ হাকিম নিজের কেন্দ্র কলকাতা বন্দরের চেয়েও বেশি সময় দিচ্ছেন ভবানীপুরের বাড়ি বাড়ি প্রচারে, জাভেদকেও ঠিক সেই মেজাজেই ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটের ঘুঁটি সাজানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন দেখার, কসবার মন্ত্রীর হাত ধরে এই প্রতিকূল ওয়ার্ডে তৃণমূলের 'ভোট-ভাগ্য' কতটা ফেরে। দিনরাত এক করে জনসম্পর্ক বাড়িয়ে ব্যবধান ঘোচানোই এখন শাসক শিবিরের পাখির চোখ।

দেউলী হাটে তৃণমূল প্রার্থী নদেবাসী জানার সমর্থনে আয়োজিত সভায় বাবুল সুপ্রিয় আসতেই জনসমুদ্র। বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে দলীয় প্রার্থীর প্রচার মাতালেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ তথা সংগীতশিল্পী। ছবি ও তথ্য; সন্দীপ মজুমদার,নয়া জামানা, হাওড়া ।

হাওড়ায় সব আসনেই
জয়ের লক্ষ্য তৃণমূলের

সন্দীপ মজুমদার,নয়া জামানা, হাওড়া ঃ একুশের বিধানসভা নির্বাচনের সেই দাপুটে স্মৃতিই কি ফিরবে ছাব্বিশে? হাওড়া জেলার ১৬টি আসনেই ফের জোড়াফুল ফোটানোর হুঙ্কার দিল ঘাসফুল শিবির। গতবার এই জেলাকে 'বিরোধী শূন্য' করেছিল রাজ্যের শাসক দল। এবারও সেই ধারা বজায় রাখতে আত্মবিশ্বাসী তারা। তৃণমূলের সাফ দাবি, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে সকল বিরোধী পক্ষকে উড়িয়ে দিয়ে হাওড়া জেলাকে বিরোধী শূন্য করে ১৬ টি আসনেই বিজয়ী হয়েছিল এবারেও তার অন্যথা হবে না। এদিকে ভোট ঘিরে চড়ছে উত্তেজনার পারদ। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন করতে জেলায় পা রেখেছেন নির্বাচন কমিশনের জেনারেল অবজারভার প্রভীণ কুণ্ডুলিক পুরী। বৃহস্পতিবার তিনি ১৮০ বাগনান বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথ পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন বিডিও মানস কুমার গিরি। কমিশনের মূল লক্ষ্য সাধারণ ভোটারের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য। প্রচণ্ড গরমে ভোটারদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে সব বুথে পানীয় জল ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও ভোটার অসুস্থ হলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক দেখানোর বন্দোবস্ত করতে হবে। স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের নজরদারি শুরু হয়েছে। যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি রুখতে তৎপর প্রশাসন। রাজনৈতিক উত্তাপের মাঝেই এখন সাধারণ মানুষের রায় কোন দিকে যায়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল।

ভবানীপুরে অমিত শাহের রোড শো ঘিরে ধুন্ধুমার

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ হাইভোল্টেজ ভবানীপুরে ধুন্ধুমার কাণ্ড। বৃহস্পতিবার দুপুরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের রোড শো ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল কালীঘাট চত্বর। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়া, অন্যদিকে বিজেপির হাইপ্রোফাইল মিছিল। দুই পক্ষের মুখোমুখি সংঘাত আর স্লোগান-পালটা স্লোগানে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। উত্তেজনার মধ্যেই এদিন সার্ভে বিল্ডিংয়ে গিয়ে নিজের মনোনয়ন পত্র দাখিল করলেন ভবানীপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন রোড শো কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সংলগ্ন গলির কাছে আসতেই বাধে বিপত্তি। ঘাসফুল শিবিরের কর্মী-সমর্থকরা কালো পতাকা হাতে 'জয় বাংলা' এবং 'চোর-চোর' স্লোগান দিতে শুরু করেন। পালটা হুঙ্কার দেন বিজেপি কর্মীরাও। পরিস্থিতি এতটাই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে যে নিরাপত্তার খাতিরে হুডখোলা গাড়ি থেকে নেমে কনভয়ের অন্য গাড়িতে উঠে পড়তে হয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। পুলিশের তৎপরতায় বড়সড় রক্তারক্তি এড়ানো গেলেও দুই পক্ষের হাতাহাতিতে এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিক্ষোভের আঁচ গায়ে না মেখে হাজরা থেকে 'সোনার বাংলা' গড়ার ডাক দিয়েছেন অমিত শাহ। শুভেন্দু অধিকারীকে পাশে নিয়ে তিনি ঘোষণা করেন, 'তৃণমূলকে এবার ক্ষমতা থেকে সরাবে বাংলার মানুষ।

সরকার গঠনের পর বিজেপি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সোনার বাংলা গঠন করবে।' শাহের স্পষ্ট দাবি, '২৬ এর নির্বাচনে বাংলায় পরিবর্তন অনিবার্য।' ভোটের দিন যত এগোচ্ছে, ভবানীপুরের পারদ ততই চড়ছে। একদিকে ঘরের মেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যদিকে দাপুটে শুভেন্দু অধিকারী; এই সম্মুখ সমরে আজ উত্তপ্ত রাজপথ দেখেছে তিলোত্তমা। পালটা স্লোগান আর বিক্ষোভের এই আবহেই কার্যত শক্তি প্রদর্শন করল গেরুয়া শিবির। দিনের শেষে মনোনয়নের লড়াই ছাপিয়ে ভবানীপুরে শাসক-বিরোধী সংঘাতই এখন রাজনীতির অলিন্দে প্রধান চর্চার বিষয়।

মৃত কর্মীদের ডিএ জট কাটল,
জারি নবান্নের নয়া নির্দেশিকা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ মৃত সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) মেটাতে একগুচ্ছ নতুন নিয়ম ঘোষণা করল নবান্ন। বকেয়া ডিএ বা ডিআর (মহার্ঘ ত্রাণ) নিয়ে দীর্ঘদিনের আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতা কাটাতে অর্থ দফতরের পেনশন শাখা এক বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে। এই পদক্ষেপের ফলে ২০০৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের বকেয়া টাকা পাওয়ার পথ প্রশস্ত হল প্রয়াত কর্মীদের উত্তরাধিকারীদের জন্য। প্রশাসনের পর্যবেক্ষণ ছিল, বকেয়া মেটানোর প্রক্রিয়া চলাকালীন বহু প্রাপকেরই মৃত্যু হয়েছে। এর ফলে তাঁদের প্রাপ্য টাকা বিলি করতে আইনি জট তৈরি হচ্ছিল। সেই জট খুলতেই এবার সুনির্দিষ্ট 'মেকানিজম' বা পদ্ধতি বাতলে দিল রাজ্য। নির্দেশিকা অনুযায়ী, আগামী ১৮০ দিনের মধ্যে মনোনীত ব্যক্তি বা আইনগত উত্তরাধিকারীদের প্রয়োজনীয় নথি ও ব্যাঙ্ক ডিটেইলস জমা দিতে হবে। ডিএ বকেয়ার ক্ষেত্রে আবেদন করতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্মীর শেষ কর্মস্থলে। অন্যদিকে ডিআর বকেয়ার জন্য যোগাযোগ করতে হবে পেনশন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। নবান্ন স্পষ্ট জানিয়েছে, যদি মনোনীত ব্যক্তি ও বর্তমান ফ্যামিলি পেনশনভোগী একই ব্যক্তি হন, তবে সরাসরি তাঁর অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাবে। তবে মনোনীত ব্যক্তির নাম নথিভুক্ত না থাকলে উত্তরাধিকারীদের আইনি প্রমাণপত্র জমা দিয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। ডিএ গণনার ক্ষেত্রেও আধুনিক ও সরল পদ্ধতি বেছে নেওয়া হয়েছে। ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে দফতর ই-সার্ভিস বুক আপডেট করে 'হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (এইচআরএমএস)-এর মাধ্যমে হিসাব কষবে। আর ২০১৫ সালের পরবর্তী সময়ে মৃতদের ক্ষেত্রে যদি এইচআরএমএস আইডি থাকে, তবে অনলাইনেই দ্রুত নিষ্পত্তি হবে।

আইডি না থাকলে পুরনো পদ্ধতিতেই কাজ এগোবে। সহায়তার জন্য নবান্ন একটি বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর '০৩৩-২২৫৩৫৪১৭' এবং ইমেল আইডি ifmswb@gov.in চালু করেছে। সরকারি মহলের আশা, এই নতুন গাইডলাইন কার্যকর হলে হাজার হাজার শোকসন্তপ্ত পরিবার তাঁদের দীর্ঘদিনের ন্যায্য পাওনা দ্রুত হাতে পাবেন।

প্রশাসনিক এই তৎপরতায় সরকারি কর্মীদের একাংশের ক্ষোভ কিছুটা হলেও প্রশমিত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে বকেয়া মেটানোর এই মেগা পরিকল্পনা এখন বাস্তবায়নের অপেক্ষায়।

নিয়োগে আর নেই বাধা
ভোটের ডিউটি থেকে এসএসসি কর্মীদের অব্যাহতি দিল কমিশন

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ শিক্ষক নিয়োগের জট কাটাতে বড় স্বস্তি পেল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)।

ভোটের ডিউটি থেকে কমিশনের ২৪ জন আধিকারিককে অব্যাহতি দিল নির্বাচন কমিশন। এর ফলে সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার পথে আর কোনও আইনি বা প্রশাসনিক বাধা রইল না।

বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে কমিশন এই সিদ্ধান্তের কথা জানায়। নির্বাচন কমিশনের এই ভূমিকার প্রশংসা করেছেন বিচারপতি। মূলত, সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশে আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যে নবম-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী মিলিয়ে প্রায় ২৬ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে এসএসসি-কে। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সামলাতে কমিশনের হাতে মাত্র ৩৫ জন কর্মী রয়েছেন। তার মধ্যে গত ১ মার্চ ২৪ জনকে পোলিং অফিসারের কাজে নিয়োগের চিঠি দেওয়া হয়। এর ফলে মাত্র ১১ জন কর্মী নিয়ে ইন্টারভিউ ও নিয়োগের কাজ চালানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সময়মতো কাজ শেষ না হলে আদালতের অবমাননার আশঙ্কাও ছিল। এই সংকট কাটাতে ২৫ মার্চ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় এসএসসি। তাদের যুক্তি ছিল, এসএসসি একটি স্বশাসিত সংস্থা। তাই তাদের কর্মীদের ভোটের কাজে নেওয়া যায় না। এদিন আদালতে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট (এলআর) জানান, ১ এপ্রিল ওই ২৪ জন আধিকারিককে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

বিচারপতি রাও এদিন মামলার নিষ্পত্তি করে বলেন, 'এর ফলে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনও বাধা সৃষ্টি হবে না।' ২০২৫ সালের এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল করেছিল। একইসঙ্গে স্বচ্ছভাবে নতুন নিয়োগের নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। প্রথমে এই কাজ শেষের সময়সীমা গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকলেও, পরে এসএসসির আবেদনের ভিত্তিতে তা বাড়িয়ে ২০২৬ সালের ৩১ আগস্ট করা হয়।

বর্তমানে স্কুলে শিক্ষক ও অশিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউ চলছে। ভোটের কাজ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ায় এখন পূর্ণ শক্তিতে নিয়োগের কাজ শেষ করতে পারবে কমিশন। আদালতের এই পর্যবেক্ষণে চাকরিপ্রার্থীদের মনেও আশার আলো দেখা দিয়েছে।

চিংড়িঘাটায় কাটল 'সুপ্রিম' জট,
১৫ মে থেকে শুরু মেট্রোর কাজ

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ সুপ্রিম কোর্টের কড়া ধমক কাজে এল। মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই সুরবদল করল রাজ্য। চিংড়িঘাটা মোড়ে মেট্রোর থমকে থাকা কাজ শুরুর সবুজ সংকেত দিল কলকাতা পুলিশ। দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে ইএম বাইপাসের গুরুত্বপূর্ণ এই মোড়ে ট্র্যাফিক ব্লকের অনুমতি মিলল। সব ঠিক থাকলে আগামী ১৫ মে থেকেই শুরু হচ্ছে অরেঞ্জ লাইনের নির্মাণ। নিউ গড়িয়া থেকে বিমানবন্দরগামী মেট্রো প্রকল্পের সবথেকে বড় কাঁটা ছিল চিংড়িঘাটার মাত্র ৩১৬ বর্গমিটার জমি। এই সামান্য অংশে লাইন জোড়ার কাজ থমকে থাকায় থমকে ছিল গোটা প্রকল্প। আরভিএনএল সূত্রে খবর, ১৫ মে থেকে ট্র্যাফিক ব্লক করে কাজ শুরু হবে। বর্ষা আসার আগেই ৩৬৬ মিটার লাইন জুড়ে কাজ শেষ করতে মরিয়া মেট্রো কর্তৃপক্ষ। ধাপে ধাপে পুলিশের কাছ থেকে তিন-চার দিনের ব্লকের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। বিবাদের কেন্দ্রে ছিল ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ। রাজ্য পুলিশের দাবি ছিল, বাইপাসের এই ব্যস্ত মোড়ে যান চলাচল বন্ধ করলে শহর স্তব্ধ হবে। যদিও কলকাতা হাই কোর্ট অনেক আগেই এই জট কাটাতে এনওসি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। শেষমেশ গত ২৩ মার্চ মামলাটি পৌঁছায় সুপ্রিম কোর্টে। সেখানেই বিচারপতিদের নজিরবিহীন ভর্ৎসনার মুখে পড়ে রাজ্য সরকার। বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি বিপুল মনুভাই পাঞ্চোলির বেঞ্চ সাফ জানায়, হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল থাকবে। রাজ্যের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'সব কিছু রাজনীতির মধ্যে টেনে আনবেন না। এটা উন্নয়নের বিষয়।' আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়, চিংড়িঘাটা মেট্রোর কাজ নিয়ে রাজ্য সরকার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করেছে। মামলা প্রত্যাহার না করলে তা খারিজের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়। শীর্ষ আদালতের এই কড়া বার্তার পরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। গত ২৬ মার্চ বিজ্ঞপ্তি জারি করে কলকাতা পুলিশ মেট্রোকে কাজ শুরুর প্রস্তাব পাঠায়। আপাতত ১৫ মে-র পরবর্তী দিনগুলিতে আলোচনার মাধ্যমে কাজের চূড়ান্ত সূচি তৈরি হবে। এর ফলে কয়েক বছরের প্রতীক্ষা শেষে এবার গতির মুখ দেখতে চলেছে অরেঞ্জ লাইন। বিমানবন্দরগামী যাত্রীদের জন্য যা এক বিরাট স্বস্তির খবর। ফাইল ফটো।

কমিশনের দপ্তরে বিক্ষোভ, জামিন
অযোগ্য বিদ্ধ দুই তৃণমূল কাউন্সিলর

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ নির্বাচন কমিশনের দফতরের সামনে গত মঙ্গলবারের উত্তপ্ত পরিস্থিতির জেরে এবার কড়া পদক্ষেপ করল পুলিশ। কলকাতা পুরসভার দুই তৃণমূল কাউন্সিলরসহ মোট ছ'জনের বিরুদ্ধে হেয়ার স্ট্রিট থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শান্তিরঞ্জন কুণ্ডু এবং ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শচীন সিংহের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। অভিযুক্তের তালিকায় রয়েছেন মহম্মদ ওয়াসিম, মইদুল, চন্দ্রকান্ত সিংহ এবং মহম্মদ রিজওয়ান আলির নামও।

পুলিশ সূত্রের খবর, গত ৩১ মার্চ ও ১ এপ্রিলের মধ্যবর্তী রাতে স্ট্র্যান্ড রোড ও হেয়ার স্ট্রিট ক্রসিংয়ে সিইও দফতরের সামনে বেআইনি জমায়েত করার অভিযোগ উঠেছে তাঁদের বিরুদ্ধে। বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও বিক্ষোভকারীরা এলাকা ছাড়েননি বলে দাবি করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা দান এবং রাস্তা অবরোধের মতো গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। এফআইআর-এ বলা হয়েছে, অভিযুক্তেরা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়ালের বিরুদ্ধে 'উস্কানিমূলক স্লোগান' দিচ্ছিলেন। এর জেরে রাস্তায় ব্যাপক যানজট হয় এবং সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েন। ঘটনার সূত্রপাত ভোটার তালিকায় নাম তোলা সংক্রান্ত 'ফর্ম ৬' ঘিরে। তৃণমূলের অভিযোগ ছিল, বাইরে রাজ্য থেকে লোক এনে ভোটার তালিকায় নাম তোলার চেষ্টা চলছে। মঙ্গলবার দুপুরে ব্যাগভর্তি ফর্ম নিয়ে কিছু লোক সিইও দফতরে ঢুকছেন দেখে প্রতিবাদ শুরু করেন তৃণমূলপন্থী বিএলও-রা। সেই সময় বিজেপি কর্মীরাও সেখানে পৌঁছলে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। উত্তেজনা সামাল দিতে নামানো হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী, দেওয়া হয় ব্যারিকেড। বুধবার সিইও মনোজকুমার আগরওয়াল দফতরে পৌঁছলে তাঁকে দেখে ফের স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা। এরপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৬৩ ধারার পরিধি বাড়িয়ে দেয় পুলিশ। এবার সেই গোলমালের ঘটনায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগে কাউন্সিলরদের নাম জড়িয়ে পুলিশি তদন্ত শুরু হওয়ায় রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছে পুলিশ।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-04-2026 04:38 Page 4

উত্তরবঙ্গ
নয়া জামানা

মনোনয়নের দিনে জনজোয়ার উত্তরবঙ্গে

শাসক-বিরোধী শক্তি প্রদর্শন একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রে

নয়া জামানা ।। উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

বিধানসভা নির্বাচনের মনোনয়ন পর্ব ঘিরে বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গজুড়ে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে পৌঁছাল। একের পর এক জেলায় শাসক ও বিরোধী দলের প্রার্থীদের মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক জনসমাগম, মিছিল ও শক্তি প্রদর্শনের ছবি সামনে আসে। কার্যত উৎসবের আবহে পরিণত হয় বিভিন্ন মহকুমা ও জেলা প্রশাসনিক দপ্তর চত্বর। শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেবের মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই ভিড় জমতে শুরু করে। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে গোটা এলাকা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর গৌতম দেব জানান, এই স্বতঃস্ফূর্ত জনসমাগম তাঁকে নতুন দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করেছে। শিলিগুড়ির সার্বিক উন্নয়নই তাঁর মূল লক্ষ্য বলেও তিনি দাবি করেন। কোচবিহার জেলার ৯ নম্বর তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী শিব শংকর পাল মহকুমা শাসকের দপ্তরে মনোনয়ন জমা দেন। কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। তিনি জানান, সাধারণ মানুষের সমর্থন নিয়েই উন্নয়নের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। অন্যদিকে ধূপগুড়িতে শক্তি প্রদর্শনে কোনও অংশে কমতি রাখেনি ভারতীয় জনতা পার্টি। কয়েক হাজার সমর্থকের উপস্থিতিতে বিজেপি প্রার্থী নরেশ রায় মনোনয়ন জমা দেন। বৈরাতিগুড়ি থেকে বিশাল র‍্যালি শহর পরিক্রমা করে মহকুমা শাসকের দপ্তরে পৌঁছয়। গেরুয়া আবির, ঢাক-ঢোল ও স্লোগানে মুখরিত এই মিছিল রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট বার্তা দিয়েছে বলেই মত পর্যবেক্ষকদের। দিনহাটায় একই দিনে তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহ এবং বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়;দু'জনেই মনোনয়ন জমা দেওয়ায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দুই শিবিরের বিপুল সমর্থকদের উপস্থিতিতে প্রশাসনকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের তৎপরতায়

শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবেই মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এছাড়াও কোচবিহার সদর মহকুমায় বিজেপির উত্তর ও দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীরা, জলপাইগুড়িতে ময়নাগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী রামমোহন রায় এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীরা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে মনোনয়ন জমা দেন। সর্বত্রই ছিল ঢাক-ঢোল, মিছিল ও জনসমুদ্রের ছবি। সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গে মনোনয়নের প্রথম দফাই স্পষ্ট করে দিল-এবারের বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে লড়াই হতে চলেছে তীব্র, আর শক্তি প্রদর্শনের ময়দানে কেউই কাউকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ।

কে এই প্রার্থী ?

নয়া জামানা ।। কালিম্পং

প্রার্থীর পরিচয়

নাম ঃ রুদ্রেন সাডা লেপচা
দল ঃ ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা
কেন্দ্র ঃ কালিম্পং বিধানসভা কেন্দ্র

ব্যক্তিগত তথ্য

বয়স ঃ ৫৬ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্নাতক
পেশা ঃ ব্যবসায়ী
বৈবাহিক অবস্থা ঃ বিবাহিত
শখ ঃ সমাজসেবা, পাহাড়ি সংস্কৃতি চর্চা, বই পড়া ও মানুষের পাশে দাঁড়ানো

আজকের প্রচার

আজ কালিম্পং বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন পাহাড়ি গ্রাম ও বাজার এলাকায় জনসংযোগ করেন প্রার্থী রুদ্রেন সাডা লেপচা। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে গোর্খা জনজাতিদের সমস্যা ও দাবিদাওয়া শোনেন এবং উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন।

জনতার মুড

এলাকায় প্রার্থীর প্রতি ইতিবাচক সাড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে গোর্খা ও লেপচা সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। পাহাড়ি মানুষের স্বার্থের কথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরায় একাংশ ভোটার আশাবাদী।

এলাকার প্রধান সমস্যা

পাহাড়ি এলাকায় বেহাল রাস্তাঘাট, কর্মসংস্থানের অভাব, স্বাস্থ্য পরিষেবার সীমাবদ্ধতা, শিক্ষার পরিকাঠামোর ঘাটতি এবং গোর্খা জনজাতিদের সাংবিধানিক অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি দীর্ঘদিনের সমস্যা হিসেবে উঠে আসছে।

মূল ইস্যু এবং প্রতিশ্রুতি

গোর্খা জনজাতিদের অধিকার ও পরিচয়ের সুরক্ষা, পাহাড়ি এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়ন, যুবকদের কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা জোরদার করাই প্রার্থীর মূল নির্বাচনী ইস্যু। জয়ী হলে পাহাড়ের মানুষের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

প্রার্থীর মন্তব্য

পাহাড়ের মানুষের অধিকার, সংস্কৃতি ও সম্মান রক্ষাই আমার লড়াই। গোর্খা জনজাতিদের বাস্তব সমস্যাগুলিকে সামনে রেখে উন্নয়নের পথে কালিম্পংকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমার লক্ষ্য।

ধূপগুড়িতে ২০ বছর পর কংগ্রেস প্রার্থী

অশোক মিত্র, নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃ দীর্ঘ ২০ বছর পর জাতীয় কংগ্রেস ধূপগুড়িতে প্রার্থী ঘোষণা করল। বারঘরিয়া থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হরিশচন্দ্র রায় 'মায়ের স্থান'-এ পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন। পরে তিনি ধূপগুড়ি বাজারে জনসংযোগ ও সোনাখালি মাজারে চাদর চড়ান। কংগ্রেস নেতৃত্বের উপস্থিতিতে কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ চোখে পড়ে।

বক্সিরহাট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর

নয়া জামানা, বক্সিরহাট ঃ বক্সিরহাট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৭৫তম বর্ষ উদযাপন শুরু হয়েছে। দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে র‍্যালি, শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলার বিদায়ী বিদ্যালয় পরিদর্শক সমর চন্দ্র মণ্ডল। দ্বিতীয় দিনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নাটক ও শিল্পী বন্দনা দত্তের সংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

খড়িবাড়িতে নবনীতা তির্কির তীব্র আক্রমণ

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ খড়িবাড়িতে কংগ্রেস প্রার্থী নবনীতা তির্কি বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মুর বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানান। বিধায়কের অনুপস্থিতি ও তহবিলের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। সভায় প্রায় ২০ জন যুবক ছাত্র পরিষদে যোগ দেন। কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে শান্তি ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন নবনীতা।

কোচবিহারে পুলিশি ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক

প্রদীপ কুণ্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ কোচবিহারে পুলিশি ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস-এর জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে পুলিশের অতিরিক্ত সক্রিয়তার অভিযোগ তোলেন। নির্বাচনের আগে বিরোধীদের চাপে রাখতেই এই পদক্ষেপ বলে দাবি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

কে এই প্রার্থী ?

উত্তম সিংহ ।। নয়া জামানা ।। খড়িবাড়ি

প্রার্থীর পরিচয়

নাম ঃ নবনীতা তীর্কি
দল ঃ জাতীয় কংগ্রেস
কেন্দ্র ঃ ফাঁসিদেওয়া-খড়িবাড়ি বিধানসভা

ব্যক্তিগত তথ্য

বয়স ঃ ৪৪ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট
পেশা ঃ হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজার
বৈবাহিক অবস্থা বিবাহিত
শখ ঃ সমাজসেবা ও নারী ক্ষমতায়নমূলক কাজে যুক্ত থাকা

আজকের প্রচার

খড়িবাড়ি পার্টি অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান সেরে প্রার্থী নবনীতা তীর্কি খড়িবাড়ির একাধিক এলাকায় জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাঁদের অভাব-অভিযোগ শোনেন তিনি।

জনতার মুড

এলাকায় জনতার মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেলেও, নতুন ও শিক্ষিত মুখ হিসেবে নবনীতা তীর্কিকে ঘিরে আশার সঞ্চার হয়েছে। বিশেষ করে যুবসমাজ ও মহিলা ভোটারদের মধ্যে আগ্রহ চোখে পড়ছে।

এলাকার প্রধান সমস্যা

চা বাগান শ্রমিকদের স্থায়ী জমির অভাব

বেকারত্ব ও কর্মসংস্থানের সংকট

রাস্তা ও সামগ্রিক পরিকাঠামোর দুরবস্থা

পানীয় জলের তীব্র সংকট

মূল ইস্যু ও প্রতিশ্রুতি

পঞ্চায়েত ও সরকারি ফান্ডের স্বচ্ছ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, চা বাগান শ্রমিকদের জমির অধিকার প্রতিষ্ঠা, এবং যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করাই তাঁর প্রধান অগ্রাধিকার।

প্রার্থীর মন্তব্য

আমি মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে চাই। চা বাগান শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নই আমার লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য।

ময়নাগুড়িতে বিজেপির প্রার্থী নিয়ে বিভ্রান্তি

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি বিধানসভায় ভারতীয় জনতা পার্টি-র প্রার্থী নির্বাচন ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে। প্রথমে কৌশিক রায়ের নাম ঘোষণা হলেও পরে ডালিম রায়কে প্রার্থী করা হয়।

তবে কৌশিক রায় নিজেকে বৈধ প্রার্থী দাবি করায় বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। জেলা সভাপতি জানিয়েছেন,
দলের আনুষ্ঠানিক প্রার্থী ডালিম রায়ই।

নকশালবাড়িতে এক রাতেই উদ্ধার খোয়া সামগ্রী

নয়া জামানা, নকশালবাড়ি ঃ নকশালবাড়ি থানার পুলিশের তৎপরতায় এক রাতেই উদ্ধার হলো খোয়া যাওয়া মোবাইল ও ২৫ হাজার টাকা। টোটোয় যাতায়াতের সময় প্রিয়াসা থাপা সামগ্রী হারান। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে টোটো চালককে চিহ্নিত করে পুলিশ উদ্ধার করে। পুলিশের দ্রুততায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন ওই মহিলা।

ভোটার তালিকা বিতর্কে একাধিক সড়ক অবরোধ উত্তরবঙ্গে

নয়া জামানা, উত্তরবঙ্গ ব্যুরো ঃ ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) ঘিরে উত্তরবঙ্গের একাধিক এলাকায় উত্তেজনা ছড়াল। ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ি এলাকায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার অভিযোগে ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের আব্দুল মোড় ও হুসলুডাঙা মোড়ে পথ অবরোধে শামিল হন দোমোহনি ও সাপ্টিবাড়ির বাসিন্দারা।

একইভাবে ফালাকাটার দুলাল বাজার এলাকায়ও দলমত নির্বিশেষে সড়ক অবরোধ হয়।

অবরোধে যান চলাচল ব্যাহত হয়।

পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। অন্যদিকে, তুফানগঞ্জ মহকুমা প্রশাসন আতঙ্কিত না হয়ে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় আপিল করার পরামর্শ দেয় এবং সহায়তা কেন্দ্রের কথা জানায়। প্রশাসনের আশ্বাসে পরে অবরোধ ওঠে।

৩ এপ্রিল ২০২৬

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

মামা-ভাগ্নে জুটির দাপট, চাঁচলে মনোনয়ন জমা সমর-রহিমের

নয়া জামানা ।। মালদা

মালদায় মামা-ভাগ্নের জুটি যুগ যুগ অক্ষুন্ন থাকবে। মালদা রাজনীতির জনপ্রিয় মামা-ভাগ্নে জুটির রসায়ন যে এখনো অটুট এবং এবারও নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর শেষ হাসি হাসবেন মামা-ভাগ্নেই,তার প্রমাণ মিলল বৃহস্পতিবার মামা তথা রতুয়ার তৃণমূল প্রার্থী সমর মুখার্জি এবং ভাগ্নে তথা মালতীপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী আব্দুর রহিম বক্সীর মনোনয়ন দাখিলের সময়। বৃহস্পতিবার দুজনে মিলে চাঁচল মহকুমা শাসকের দপ্তরে নমিনেশন দাখিল করতে এসে এমনটাই বললেন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে। এদিন চাঁচলে এই দুই তৃণমূল প্রার্থী তাদের নমিনেশন দাখিল করেন। উল্লেখ্য, তারা সম্পর্কে মামা-ভাগ্নে। তাই এই মামা-ভাগ্নে জুটি একসঙ্গে মিলেই এদিন চাঁচল মহকুমা শাসকের দপ্তরে তাদের নমিনেশন পেশ করতে যান। রতুয়ার তৃণমূল প্রার্থী সমর মুখার্জি রতুয়ার তৃণমূল নেতাকর্মীদের বিশাল মিছিল নিয়ে, নিজে হুডখোলা গাড়িতে চেপে চাঁচলে আসেন। অন্যদিকে মালতীপুরের তৃণমূল প্রার্থী আব্দুর রহিম বক্সী বিশাল মিছিল নিয়ে পায়ে হেঁটেই নমিনেশন দাখিল করতে যান। দুজনেই একসঙ্গে মিছিল করে গিয়ে চাঁচল মহকুমা শাসকের কাছে তাদের নমিনেশন পেশ করেন।

পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, মালদায় মামা-ভাগ্নের জুটি যুগ যুগ অক্ষুন্ন থাকবে। এবারও নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর তারাই শেষ হাসি হাসবেন। কেননা সাধারণ মানুষের দোয়া এবং উৎসাহ তাঁদের সাথে রয়েছে। অন্যদিকে সমর মুখোপাধ্যায় জানান, রতুয়ায় গত কয়েক বছরে যে বিপুল উন্নয়ন হয়েছে,

তার উপর ভিত্তি করে মানুষ তাকে আবারও জয়ী করবেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের মুখে এই দুই প্রার্থীর যৌথ শক্তির প্রদর্শন মালদা তৃণমূল শিবিরের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দিল।

কে এই প্রার্থী ?

।। নয়া জামানা ।।

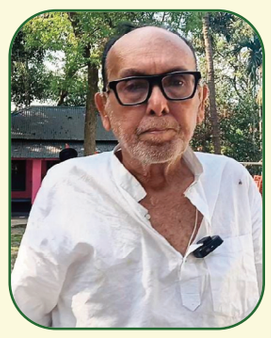

প্রার্থীর পরিচয়

নাম-সমর মুখার্জি ।
দল- সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ।
কেন্দ্র- রতুয়া (মালদহ) ।

ব্যক্তিগত তথ্য

বয়স-৮৪ বছর ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক ।
পেশা-সমাজসেবা ।
শখ- ভ্রমণ ও বই পড়া।
প্রিয় খাবার-ডাল, ভাত ও মাছ ।

আজকের প্রচার- ষষ্ঠবারের জন্য নির্বাচনী লড়াইয়ে নামা অভিজ্ঞ এই প্রার্থী আজ রতুয়ার বিভিন্ন গ্রামে জনসংযোগ সারেন এবং মানুষের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

জনতার মুড- দীর্ঘদিনের পরিচিত মুখ হওয়ায় এলাকার প্রবীণ ও নবীন ভোটারদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে ইতিবাচক উৎসাহ লক্ষ করা যাচ্ছে।

এলাকার প্রধান সমস্যা- হাসপাতাল ও স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং সাধারণ মানুষের সরকারি পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু প্রশাসনিক জটিলতা।

মূল ইস্যু ও প্রতিশ্রুতি- সরকারি পরিষেবা সরাসরি মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া। হাসপাতালের পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন। স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির মানোন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিশ্চিত করা।

প্রার্থীর মন্তব্য- ' আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং তাঁর জনমুখী প্রকল্পগুলোর হাত ধরেই রতুয়ার উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। দিদির সুযোগ্য নেতৃত্বে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে স্বাস্থ্যসাথী;সবই আজ মানুষের ঘরের দরজায়। আমার লক্ষ্য হলো মমতাময়ীর এই উন্নয়নের ধারাকে বজায় রেখে রতুয়াকে একটি আদর্শ কেন্দ্রে পরিণত করা এবং সরকারি পরিষেবা মানুষের কাছে আরও সহজলভ্য করে তোলা।'

বুনিয়াদপুরে মনোনয়ন জমা ঘিরে তৃণমূল-বিজেপি সম্মুখ সমরে

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ বিধানসভা কেন্দ্রের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার বুনিয়াদপুর শহর জনজোয়ারে ভাসলো।এদিন হরিরামপুর বিধানসভা কেন্দ্র এবং কুশমন্ডি বিধানসভা কেন্দ্রের যুযুধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বি বিজেপি এবং তৃণমূলের প্রার্থীরা উৎসাহী কর্মী সমর্থকদের ভিড়ে একরকম ভাসতে ভাসতে মহকুমা শাসকের দপ্তরে তাদের মনোনয়ন পত্র জমা দেন।এদিন দুপুরে হরিরামপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে আসা হাজার হাজার কর্মী সমর্থকদের বিশাল এক বর্ণাঢ্য মিছিল সরাইহাট থেকে শহরে প্রবেশ করলে গোটা বুনিয়াদপুর শহর প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে যায়।অন্যদিকে, কুশমন্ডি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থীকে নিয়ে নাতিদীর্ঘ এক মিছিলও বুনিয়াদপুরে উপস্থিত হয়।তবে,পুলিশ আগাম প্রশাসনিক নির্দেশ অনুযায়ী মিছিলটি ট্রাফিক মোড়েই আটকে দেয়।এদিন বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে আগাগোড়া হাজির ছিলেন স্থানীয় সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।পরবর্তীতে হরিরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবব্রত মজুমদার এবং কুশমন্ডি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তাপস চন্দ্র রায় হাতে গোনা দুই তিনজন দলীয় কর্মীকে নিয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে তাদের মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন অন্যদিকে,কিছুক্ষন পরেই হরিরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র দলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল এবং দুইভাইকে পাশে নিতে য়ে এবং এক হুডখোলা গাড়িতে চেপে কর্মী সমর্থকদের বিশাল মিছিলের সাথে মহকুমা শাসকের দপ্তরের দিকে অগ্রসর হন।অন্যদিকে, কুশমন্ডি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রেখা রায়ও দলীয় বিশাল এক মিছিল নিয়ে মহকুমা শাসকের দপ্তরের দিকে অগ্রসর হন।তবে,নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী মিছিল দুইটিকে ট্রাফিক মোড়েই আটকে দেওয়া গয়।পরবর্তীতে দুই বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দুই একজন দলীয় কর্মীকে সাথে নিয়ে মহকুমা শাসকের দপ্তরে প্রবেশ করেন এবং তাদের মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন।এদিন,মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে যাতে কোন প্রকার ঝামেলা না হয়,তার জন্য প্রচুর পরিমান পুলিশ ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী বুনিয়াদপুরে মোতায়েন করা হয়েছিল।এদিন মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই যুযুধান দল তৃণমূল ও বিজেপির বিশাল মিছিলে অংশগ্রহনকারী কর্মী সমর্থকদের যে উচ্ছাস ও উদ্দীপনা দেখা যায়,তাতে একটা কথাই বলতে হয়, প্রত্যেক দলই যেন বলতে চাইছে, হম কিসিসে কম নেহি!

মালদহে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের মনোনয়ন পেশ

নয়া জামানা, মালদা ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন যেন পাখির চোখ । কোনো দলই তাঁদের একটুকুও জায়গা ছাড়তে রাজি নয়। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরেই শাসক থেকে বিরোধী, সব দলের প্রার্থীরাই শুরু করেছেন নিজ নিজ কেন্দ্রে প্রচারকার্য। এইবার ধুমধাম ও জাকজমকপূর্ণভাবে মনোনয়ন পত্র জমা করলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা।এদিন চাঁচল মহকুমা কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা করেন মালতীপুর বিধানসভার প্রার্থী পাতা মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আবদুর রহিম বক্সী, মনোনয়ন পত্র জমা করেন রতুয়া বিধানসভার প্রার্থী সমর মুখার্জি। হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল প্রার্থী মতিবুর রহমান এদিন মনোনয়নপত্র জমা দেন।পাশাপাশি এদিন মালদহ জেলা প্রশাসনিক ভবনে মনোনয়নপত্র জমা দেন হবিবপুর বিধানসভার প্রার্থী অমল কিস্কু।ইংরেজবাজার বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী আশীষ কুন্ডুও মনোনয়ন জমা দেন।অপরদিকে গাজোল বিধানসভার প্রার্থী প্রসেনজিৎ দাস এদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।এমনকি সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিন মনোনয়নপত্র জমা দেন।মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর্বে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের উচ্ছাস উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। ঢাক-ঢোল, কাসর ও সবুজ বেলুন মালদহের রাজপথ সবুজে সবুজময় হয়ে ওঠে।

মনোনয়ন জমা দিয়েই 'জয় নিশ্চিত' প্রচার রেখা রায়ের !

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ জেলার ৩৭ নম্বর কুশমন্ডি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রেখা রায় বৃহস্পতিবার উৎসবমুখর পরিবেশে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন।গঙ্গারামপুর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে দলীয় নেতা-কর্মী ও বিপুল সংখ্যক সমর্থকদের উপস্থিতিতে আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় এই গুরুত্বপূর্ণ পর্ব।এদিন সকাল থেকেই গঙ্গারামপুর শহরে দেখা যায় নির্বাচনী আবহ। দলীয় পতাকা, ব্যানার এবং স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে চারপাশ। প্রার্থীর নেতৃত্বে সুসংগঠিত মিছিল মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে পৌঁছায়, যেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন রেখা রায়। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর তিনি জানান, সাধারণ মানুষের ভালোবাসা ও আশীর্বাদই তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি। গত কয়েক বছরে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুফল গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র পৌঁছে গিয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। সেই উন্নয়নের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।রেখা রায় আরও বলেন, মানুষের আস্থা ও সমর্থন আমাদের সঙ্গে রয়েছে। তাই আসন্ন নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী।

কে এই প্রার্থী ?

উমার ফারুক ।। নয়া জামানা ।। চাঁচল

প্রার্থীর পরিচয়

নাম-ঝন্টু কুমার রবি দাস ।
দল- এস ইউ সি আই (সি) ।
কেন্দ্র- ৪৫, চাঁচল বিধানসভা ।

ব্যক্তিগত তথ্য

বয়স-৫২ বৎসর ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা- এম. এ (ইংরেজি) , বি.এড ।
পেশা-শিক্ষকতা, চণ্ডীপুর উচ্চ বিদ্যালয় ।
বৈবাহিক অবস্থা-বিবাহিত ।
শখ- তবলা বাদন, শিশুদের নিয়ে শরীর চর্চা ।

আজকের প্রচার - ছোট ছোট পাড়া বৈঠক। মানুষের মাঝে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা। সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষকে ভোট প্রদান করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

জনতার মুড-জনতা এসইউসিআই এর অন্যধারার রাজনীতির কথা শুনে মুগ্ধ । মানুষ চাই রাজনীতি হোক সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতি মুক্ত । রাজনীতিতে আসুক স্বচ্ছ ভাবধারার মানুষজন ঊ মন্দির - মসজিদের রাজনীতি ছেড়ে রাজনীতি হোক মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, চাকুরি, প্রভৃতির দাবি নিয়ে ঊ

এলাকার প্রধান সমস্যা- চাঁচলকে পৌরসভায় উন্নীত করতে সরকারি উদাসীনতা, মহকুমা সদরের কেন্দ্রে ছোট বাস টার্মিনাস , সংকীর্ণ রাঙ্খ স্তা-ঘাট, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আইসিইউ , ডায়ালিসিস ইউনিট , সিটি স্ক্যান, এমআরআই সহ রোগ নির্ণয় যন্ত্রপাতি না থাকা , চিকিৎসা পরিকাঠামোর অভাব , মহিলা কলেজের অভাব।

মূল ইস্যু, প্রতিশ্রুতি-চাঁচলে পৌরসভা নির্মাণ, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সঠিক চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তোলা , মালদা টাউন থেকে এনজেপি ও কাটিহারের সঙ্গে যোগাযোগকারী লোকাল ট্রেন বৃদ্ধি করা, চাঁচল সদর লাগোয়া বড় বাস টার্মিনাস তৈরি করা। চাঁচলে মহিলা কলেজ সহ চাঁচল কলেজে আর্টস ও সাইন্সের বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স চালু, ড্রাগ ও নেশার কবল থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করা। পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে কর্মসংস্থানের জন্য জেলায় কল-কারখানা স্থাপনে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

প্রার্থীর মন্তব্য- ' এসআইআর এর নামে বৈধ নাগরিকদের হয়রানি করা চলবে না ঊ নির্বাচন হোক অবাধ সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ ।সাম্প্রদায়িক ও দুর্নীতি মুক্ত সরকার গঠিত হোক। সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ সমাজে শান্তি ও সহাবস্থানে বাস করুক।'

কে এই প্রার্থী ?

দিলীপ কুমার তালুকদার ।। নয়া জামানা ।। হরিরামপুর

প্রার্থী পরিচয়

নাম-ওহিদুর রহমান ।
দল-জনতা উন্নয়ন পার্টি ।
কেন্দ্র-৪২ নম্বর হরিরামপুর বিধানসভা।

ব্যক্তিগত তথ্য

বয়স-৫২ বছর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা-উচ্চ মাধ্যমিক।
পেশা-ব্যবসা ।
বৈবাহিক অবস্থা-বিবাহিত ।
শখ-বই পড়া।

আজকের প্রচার-হরিরামপুর থানা এলাকার শিরশি এলাকায়।

জনতার মুড-এলাকার উন্নয়নে বর্তমান বিধায়ক বাসিন্দাদের মৌলিক চাহিদা পুরনে ব্যর্থ।সেজন্য বিধানসভায় অন্য দলের নতুন মুখ বিধায়ক হিসাবে চাইছেন।এককথায় পরিবর্তন চাইছেন।

এলাকার প্রধান সমস্যা-এলাকার রাস্তা, প্রতি বাড়িতে পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল।এছাড়া একাধিক এলাকায় বিশেষত আদিবাসি এলাকায় আলোর সমস্যা এবং আবাস যোজনা প্রকল্পে প্রচুর মানুষের বাড়ি দেওয়া হয় নি।ফলে,প্রচুর গরীব লোক খুব কষ্টে আছে।

মূল ইস্যু এবং প্রতিশ্রুতি-মূল ইস্যু বলতে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন। এই ৫ বছরে হরিরামপুর বিধানসভা এলাকায় প্রকৃত উন্নয়ন বলতে কিছুই হয় নি।বেকারদের কর্মসংস্থান না থাকায় প্রচুর বেকার ছেলে ভিন রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে

মারা যাচ্ছে।এই সমস্যা এখন আমাদের বিধানসভা এলাকা শুধু নয়,সারা রাজ্যেরই প্রধান সমস্যা।আমি জিতলে এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সমস্যাগুলি মেটানোর চেষ্টা করবো।

প্রার্থীর মন্তব্য-জনগন এই সরকারের অপশাসনের হাত থেকে মুক্তি চাইছে।জনতা জনার্দন আমাকে জেতালে আমাকে সবসময় তারা পাশে পাবেন এবং তাদের আপদে বিপদে আমি সর্বক্ষণ পাশে থাকবো।হরিরামপুর বিধানসভা এলাকায় উন্নয়নই হবে আমার ব্রত।

ভোটার তালিকা ইস্যুতে উত্তেজনা, নারায়ণপুরে পথ অবরোধে স্তব্ধ যোগাযোগ

নয়া জামানা, মালদা ঃ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে মালদার নারায়ণপুর এলাকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ন'টা নাগাদ নারায়ণপুর বিএসএফ ক্যাম্পের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। আগে ভোটার,

পরে ভোট স্লোগান তুলে প্ল্যাকার্ড ও জাতীয় পতাকা হাতে আন্দোলনকারীরা ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এর জেরে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে। রাস্তায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুরাতন মালদা থানার আইসি-সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে প্রায় চার ঘন্টা পরে বিক্ষোভ প্রত্যাহার করা হয়। যদিও বিক্ষোভকারীদের হুঁশিয়ারি তাদের দাবি না মানা হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংঘটিত হবে।

মালদহের মোথাবাড়ি কান্ডে আইএসএফ প্রার্থী সহ গ্রেপ্তার ১৮

নয়া জামানা, মালদা ঃ মোথাবাড়ি এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে আইএসএফ প্রার্থী শাহজাহান আলি কাদরী-সহ মোট ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের মালদহ জেলা আদালতে পেশ করা হয়।ঘটনার সূত্রপাত বুধবার, কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের মোথাবাড়ি-সহ একাধিক এলাকায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার অভিযোগে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা।

১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধের জেরে কয়েক ঘণ্টা যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। পাশাপাশি বিডিও অফিস ঘেরাও করে আধিকারিকদের আটকে রাখার অভিযোগও ওঠে। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তির ঘটনাও ঘটে। এরপর রাতভর অভিযান চালিয়ে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায় পুলিশ এবং গ্রেপ্তার করা হয় ১৮ জনকে।ধৃতদের দশ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি।এদিকে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভুয়ো খবর নিয়ে সতর্ক করেছে মালদহ জেলা প্রশাসন।সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে,পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং কোনো বড় ধরনের হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। একজন কনস্টেবল ও এক স্থানীয় ব্যক্তি সামান্য আহত হলেও তারা বর্তমানে স্থিতিশীল।এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে মোতায়েন রয়েছে বিপুল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রশাসনের তরফে সকলকে শান্ত থাকার আবেদন জানানো হয়েছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-04-2026 04:38 Page 6

কে এই প্রার্থী ?

আইয়ুব আলী ।। নয়া জামানা ।। ভারতপুর

প্রার্থীর পরিচয়

নাম ঃ মুস্তাফিজুর রহমান (সুমন)
দল ঃ সর্বভারতীয় তৃনমূল কংগ্রেস
কেন্দ্র ঃ ৬৯ ভরতপুর বিধানসভা

ব্যক্তিগত তথ্য

বয়স ঃ ৪০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্নাতক
পেশা ঃ ব্যবসা
বৈবাহিক অবস্থা ঃ বিবাহিত
শখ ঃ মানুষের সেবা করা

আজকের প্রচার

সালু অঞ্চলে মাঘলতর, কাটুন্দি ও গোপগ্রাম-এ জনসংযোগ এবং সেখানে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা চোখে পড়ার মত।

জনতার মুড

৬৯ বিধমসভার অধিকাংশ জনগন অধীর অপেক্ষায় প্রতিক্ষারত যে ২৩শে এপ্রিল ভোটের দিন তারা চতুর্থ বারের মত মা মাটি মানুষের সরকারদের-প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। কারণ বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এ জনমুখী পরিসেবা পৌঁছে গিয়েছে। মানুষের নূন্যতম চাহিদা একমাত্র মমতা বন্দোপাধ্যায়-ই মিটিয়েছেন। তাই তারা উচ্ছোসিত আনন্দিত।

এলাকার প্রধান সমস্যা

এলাকায় সাধারণত বড় ধরনের কোনও সমস্যা নাই। কারণ আমরা ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ কাজই করে রেখেছি।

মূল ইস্যু ও প্রতিশ্রুতি

৬৯ ভরপুর বিধান সভার মানুষের বহুদিনের আকাঙ্খা বাবলা নদীর উপর লহদহ ঘাটে একখানি ব্রিজ ও টেয়া ঘাটে একখানি ব্রিজ তাতে আমাদের বিধানসভার ও পার্শ্ববর্তী বিধানসভার বাহু মানুষের উপকার হবে। এই দুটি ব্রিজ ছাড়াও পূর্বতন বিধায়করা এই বিধানসভার মানুষদের কাছে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিন্তু তার কিছুই পালন করেননি। তাই নতুন করে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কিছু নেই, তাঁদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি পালন করাই হবে আমার মূল লক্ষ্য।

প্রার্থীর মন্তব্য

পশ্চিমবাংলার মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এ উন্নয়ণ এবং পশ্চিমবাংলার সবুজ সেনাপতি-যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়- এর সংগ্রামকে কে সামনে রেখে মানুষের দ্বারে দ্বারে ভোট প্রার্থনা করা এবং ৬৯ ভরতপুর বিধানসভার সার্বিক উন্নতি সাধন ও একটি সুন্দর সমাজ গঠন করাই হবে আমার মূল লক্ষ্য।

বামদুর্গে উন্নয়নকে সামনে রেখে প্রচার হুমায়ুন কবীর

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ডোমকল বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে গতি আনলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হুমায়ুন কবীর। হুডখোলা গাড়িতে চড়ে ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচার শুরু করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধানের প্রতিনিধি সৌরভ হোসেন। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা উল্লেখ যোগ্যভাবে বেড়েছে। ডোমকল, যা একসময় বামেদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল, বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। এবারের নির্বাচনে দল প্রাক্তন পুলিশ কর্তা হুমায়ুন কবীরকে প্রার্থী করে চমক দিয়েছে। প্রচারের শুরুতেই তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে উন্নয়নকে সামনে আনেন। প্রচারের সময় হুমায়ুন কবীর বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজ এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগঠনিক দক্ষতাই তৃণমূলের প্রধান শক্তি। এই দুইয়ের ভিত্তিতেই ডোমকলে দল আরও শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছবে বলে তাঁর দাবি। তিনি জানান, ডোমকলে ইতিমধ্যেই একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে এবং আগামী দিনে তা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। বিশেষ করে ডোমকল থেকে নোয়াখালি-বহরমপুর সংযোগকারী রাস্তার দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রায় ৩৫ বছর ধরে এই রাস্তার তেমন উন্নতি হয়নি। ক্ষমতায় এলে দ্রুত সেই রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন। এছাড়া এলাকার যুব সমাজের উন্নয়নে একটি আধুনিক কোচিং সেন্টার তৈরির পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। সেখানে ইউপিএসসি, ডব্লিউবিসিএস এবং ক্ল্যারিক্যাল পরীক্ষার প্রস্তুতির সুযোগ থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রশাসনিক পরিষেবার উন্নতির লক্ষ্যে বর্তমান বিডিও অফিস বাগডাঙ্গায় স্থানান্তরের চেষ্টা করা হবে বলে জানান হুমায়ুন কবীর। পাশাপাশি, বর্তমান বিডিও অফিসের ভবনকে মিউনিসিপ্যালিটি বিল্ডিং হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনাও রয়েছে।

কে এই প্রার্থী ?

মিলন সারোয়ার ।। নয়া জামানা ।। লালগোলা

প্রার্থীর পরিচয়

নাম ঃ মোঃ বাবলুজ্জামান
দল ঃ সিপিআইএম
কেন্দ্র ঃ ৬১ লালগোলা বিধানসভা

ব্যক্তিগত তথ্য

বয়স ঃ ৪৯ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম.এ.
পেশা ঃ কৃষিকাজ
বৈবাহিক অবস্থা ঃ বিবাহিত
শখ ঃ মানুষের সাথে থাকা

আজকের প্রচার

বাহাদুরপুর অঞ্চল থেকে রামচন্দ্রপুর এবং যশোইতলা অঞ্চল বালুটুঙ্গি।

জনতার মুড

বর্তমান সরকারের দুর্নীতি চাকরি চুরি, কয়লা চুরি আর আমরা চাই না। আমরা আবারও সিপিআই(এম)-কে ফিরে পেতে চাই।আমাদের প্রার্থী বাবলুজ্জামান একজন মাটির মানুষ, সবসময় মানুষের পাশে থাকেন। তাই এবারের ভোটটা আমরা সিপিআইএমকেই দেব।

এলাকার প্রধান সমস্যা

রাস্তাঘাট এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল ও ভাঙ্গন

মূল ইস্যু ও প্রতিশ্রুতি

খুব দ্রুত লালগোলার তারানগর এর পদ্মা ভাঙ্গন রোদ কৃষ্ণপুর হাসপাতাল এর উন্নতির কাজ শুরু হবে এবং রাস্তাঘাট পানীয় জল শিক্ষা ব্যবস্থা বেহাল অবস্থা পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা জনগণকেও সেই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

প্রার্থীর মন্তব্য

জনগণের সমস্যা সমাধান করার লক্ষ্য নিয়েই আমি রাজনীতিতে এসেছি, আর মানুষের পাশে থাকা আমার নেশা ও দায়িত্ব। লালগোলায় নানা সমস্যার মধ্যে তারানগরের ভাঙ্গন সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয়। আমি বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হলে সবার আগে এই ভাঙ্গন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেব। পাশাপাশি এলাকার বেহাল শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নেও গুরুত্ব দিয়ে কাজ করব, যাতে লালগোলার মানুষ একটি নিরাপদ ও উন্নত ভবিষ্যৎ পায়।

কেউ দাঙ্গায় যাবেন না -এটাই বিজেপির পরিকল্পনা, শান্তির বার্তা মমতার

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ সুতি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বৃহস্পতিবার নির্বাচনী জনসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্র আক্রমণ শানালেন নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে। একইসঙ্গে উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে রাজ্যের মানুষের কাছে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দেন তিনি। সাগরদিঘি ও সুতিতে পরপর দুটি সভা করেন সুতির সভা থেকে তৃণমূল প্রার্থী ইমানি বিশ্বাসের সমর্থনে ভোটের আহ্বান জানান।সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে বহু বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, হিন্দু-মুসলমান মা-বোনেদের ভোট কেটে দেওয়া হয়েছে। এটা মহিলাবিরোধী মানসিকতার পরিচয়। ভবানীপুর কেন্দ্রের উদাহরণ টেনে তিনি দাবি করেন, সেখানে প্রায় ৪০ হাজার ভোটারের নাম বাদ পড়েছে।এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর বিরুদ্ধে সরাসরি চক্রান্তের অভিযোগ তোলেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর দাবি, বিজেপি ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন তৈরি করে নির্বাচনে ফায়দা তুলতে চাইছে। ধর্ম নিয়ে ভাগাভাগি করবেন না। কেউ দাঙ্গায় যাবেন না;এটাই বিজেপির পরিকল্পনা, বলেন তিনি। একইসঙ্গে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, অমিত শাহ-মোদীর দল গণতন্ত্রকে শেষ করে দিতে পারে।মালদহের সাম্প্রতিক অশান্তির প্রসঙ্গ টেনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বার্তা দেন যে, তিনি কোনওভাবেই হিংসাকে সমর্থন করেন না। তাঁর বক্তব্য, যাঁরা গণ্ডগোল করেছেন, তাঁরা আমাদের দলের নন। আমি জানি কোন রাজনৈতিক শক্তি এর পেছনে রয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, ইচ্ছাকৃতভাবে রাজ্যের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে।এছাড়াও বিচারব্যবস্থার মর্যাদা রক্ষার ওপর জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। মালদহে বিচারক ও জুডিশিয়াল অফিসারদের ঘিরে ধরার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, জাজেদের গায়ে কেউ হাত দেবেন না। আন্দোলন গণতান্ত্রিক অধিকার, কিন্তু আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া চলবে না।সভা থেকে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনের আগে ইডি ও সিবিআইয়ের মতো সংস্থাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক চাপে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, সুতির মঞ্চ থেকে উন্নয়ন, সম্প্রীতি ও গণতন্ত্র রক্ষার ডাক দিয়ে ভোটারদের পাশে থাকার বার্তাই তুলে ধরলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে অধীর

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বহরমপুরে কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরীর মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, মনোনয়ন কেন্দ্রের সামনে তাঁকে ঘিরে গো ব্যাক ও জয় বাংলা স্লোগান তোলেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা। পাল্টা স্লোগান দিতে শুরু করেন কংগ্রেস কর্মীরাও, যার জেরে অল্প সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুই পক্ষের মধ্যে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগেই পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী হস্তক্ষেপ করে। তাঁদের তৎপরতায় দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এর মধ্যেই অধীর চৌধুরী মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন।ঘটনার পর অধীর চৌধুরী তৃণমূলের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, মনোনয়ন কেন্দ্রে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী অশান্তি সৃষ্টি করেছে। কংগ্রেস কর্মীরা পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারত। তৃণমূল রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে, তাই অশান্তি তৈরি করে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করছে। তিনি আরও জানান, কংগ্রেস কোনও প্ররোচনায় পা দেবে না। অন্যদিকে, তৃণমূলের তরফে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। ওই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন, অধীর চৌধুরীকে ঘিরে কোনও বিক্ষোভ দেখানো হয়নি। তাঁর অভিযোগ, অধীরবাবুই নিজের কর্মীদের দিয়ে পরিকল্পিতভাবে প্ররোচনা সৃষ্টি করেছেন। ভোটের আগে খবরে থাকতে মিথ্যা অভিযোগ করছেন তিনি। নাড়ুগোপাল আরও দাবি করেন, বহরমপুরে কংগ্রেস এখন আর প্রাসঙ্গিক নয় এবং অধীর চৌধুরী অতীতের অধ্যায়ে পরিণত হয়েছেন। তাঁর কথায়, এই ধরনের রাজনীতিতে কোনও লাভ হয় না।

জগন্নাথদেবকে সঙ্গে নিয়ে চার বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়ন জমা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ কান্দি মহকুমায় বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শক্তি প্রদর্শনে নেমে চারজন বিজেপি প্রার্থী বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। পাখমাড়া ডোব এলাকা থেকে শুরু হওয়া এই শোভাযাত্রা কান্দি শহর জুড়ে গেরুয়া আবহ তৈরি করে। প্রার্থীদের হাতে পদ্মফুল থাকলেও ভরতপুরের প্রার্থী অনামিকা ঘোষের হাতে প্রভু জগন্নাথ দেবের প্রতিমা বিশেষভাবে নজর কাড়ে।এদিন কান্দি, খড়গ্রাম, ভরতপুর ও বড়ঞা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীরা একসঙ্গে মনোনয়ন জমা দেন।

প্রার্থীরা হলেন গার্গী দাস ঘোষ, মিতালি মাল, অনামিকা ঘোষ এবং সুখেন বাগদি। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই চারজনের মধ্যে তিনজনই মহিলা প্রার্থী, যা এ বছরের নির্বাচনে বিজেপির নারী প্রতিনিধিত্বের দিকটি তুলে ধরছে।মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা। গেরুয়া পতাকা, স্লোগান এবং মিছিলের ভিড়ে কান্দি শহর কার্যত রাজনৈতিক রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। এবার হবে পরিবর্তন;এই স্লোগানকে সামনে রেখে তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই এলাকায় নিজেদের উপস্থিতি জোরালো করার বার্তা দেয় বিজেপি।বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি মলয় মহাজন জানান, কান্দি মহকুমার চারজন প্রার্থী একযোগে মনোনয়ন জমা দিয়ে দলের ঐক্য ও শক্তি প্রদর্শন করেছেন। তাঁর দাবি, গেরুয়া ঝড় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং আগামী দিনে বাংলায় বিজেপি সরকার গঠন করবে।ভরতপুরের প্রার্থী অনামিকা ঘোষ বলেন, মোদিজির নেতৃত্বে বাংলায় পরিবর্তন আসন্ন। প্রভু জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ নিয়েই আমরা মনোনয়ন জমা দিলাম। আমাদের বিশ্বাস, ভরতপুরে এবার পদ্মফুল ফুটবেই। খড়গ্রামের প্রার্থী মিতালি মাল জানান, নারী শক্তির প্রতিনিধিত্বে সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তাঁরা এই লড়াইয়ে নেমেছেন। অন্যদিকে গার্গী দাস ঘোষ দাবি করেন, কান্দিতে তৃণমূলকে পরাজিত করেই বিজেপি এগোবে এবং ভবিষ্যতে রেললাইন ও গার্লস কলেজ তৈরির প্রতিশ্রুতিও দেন।

মানুষের আস্থাই ভরসা, মনোনয়ন জমা দিলেন সিপিআই(এম) প্রার্থী অলক কুমার দাস

নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ সিপিআই(এম) প্রার্থী অলক কুমার দাস এদিন মনোনয়নপত্র জমা দিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমর্থক নিয়ে হাজির হন।

যদিও তাদের মিছিল অন্যান্য বড় দলের মতো জাঁকজমকপূর্ণ ছিল না, তবুও উপস্থিত জনসমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রার্থীর বক্তব্য, তাদের কাছে বিপুল অর্থ না থাকলেও গরিব ও মেহনতি মানুষের অকৃত্রিম সমর্থনই তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।

তিনি আরও জানান, বড় বড় গাড়ি, ব্যান্ড-বাজনা বা আড়ম্বরপূর্ণ প্রচার না থাকলেও দলের একনিষ্ঠ কর্মীরাই তাদের মনোবল দৃঢ় রাখে।

সাধারণ মানুষের পাশে থাকা এবং তাদের সমস্যা-অভিযোগ নিয়ে লড়াই করাই তাদের মূল লক্ষ্য। খেটে খাওয়া মানুষের আস্থা নিয়েই তারা এই নির্বাচনী লড়াইয়ে এগিয়ে যেতে চান।অলোক কুমার দাসের দাবি, মানুষের ভালোবাসা ও সমর্থনই শেষ পর্যন্ত জয়ের পথ প্রশস্ত করবে।

তাই প্রচারের চাকচিক্যের চেয়ে মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ও বিশ্বাস অর্জনকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

বাস-ডাম্পার সংঘর্ষে রক্তাক্ত ৩৫, সংকটজনক ৭

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ নবগ্রামে তৃণমূল সুপ্রিমোর সভা শেষে ফেরার পথে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় জখম হলেন অন্তত ৩৫ জন কর্মী-সমর্থক। তাঁদের মধ্যে সাত জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। বুধবার রাতে জাতীয় সড়কে একটি বাস ও ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে, যা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নির্বাচনী সভা শেষে প্রায় ৪০-৪৫ জন কর্মী-সমর্থক একটি বাসে করে বাড়ি ফিরছিলেন। সভাটি হয়েছিল।নবগ্রামের ভোলাডাঙা আদিবাসী ফুটবল ময়দানে, তৃণমূল প্রার্থী প্রণবচন্দ্র দাসের সমর্থনে। সভা মিটতেই কর্মীরা নিজ নিজ গ্রামে ফিরতে রওনা দেন।

সেই সময় নবগ্রামের পমিয়া মোড়ের কাছে জাতীয় সড়কে আচমকাই একটি ডাম্পারের সঙ্গে বাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় বাস ও ডাম্পারের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। বাসে থাকা প্রায় সকল যাত্রীই কমবেশি আহত হন। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও অ্যাম্বুল্যান্স। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে নিকটবর্তী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।চিকিৎসকদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে জানা যায়, আহতদের মধ্যে সাত জনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁদের দ্রুত মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।তৃণমূল সূত্রে খবর, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটির অধিকাংশ যাত্রীই নবগ্রামের রাইন্ডা গ্রামের বাসিন্দা। তাঁরা সকলে দলীয় সভায় অংশ নিতে গিয়েছিলেন এবং ফেরার পথেই এই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হলেও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিজেপির মনোনয়ন ঘিরে জনসমাগমে উৎসবের আবহ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুরে বিজেপির মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে ঘিরে দেখা গেল এক জাঁকজমকপূর্ণ ও বর্ণাঢ্য মিছিল। ঢাক-ঢোল, গান-বাজনা এবং বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো।

একাধিক গাড়ির বহর এবং বিপুল জনসমাগম এই মিছিলে আলাদা মাত্রা যোগ করে। গোটা এলাকা যেন উৎসবের আবহে ভরে উঠেছিল।এই বিশাল মিছিলের মাধ্যমে বিজেপি নেতৃত্ব স্পষ্ট বার্তা দিতে চেয়েছে যে, জঙ্গিপুরে আগামী দিনে বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং জনতার ঢল দেখে দলের আত্মবিশ্বাসও অনেকটাই বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে যুবসমাজ;সব স্তরের মানুষের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। মিছিলে বিজেপির একাধিক প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপির দুই সভাপতি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেত্রীবৃন্দ। তাঁদের উপস্থিতি কর্মীদের মধ্যে আরও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং গোটা কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। বিজেপির ক্যান্ডিডেট ফারাক্কার তিনি প্রায় একশোর ওপর গাড়ি এনে চমক দিলেন মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের বড় আকারের শক্তি প্রদর্শন নির্বাচনের আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। এটি শুধু দলের সাংগঠনিক শক্তিকেই তুলে ধরে না, বরং ভোটারদের মনেও প্রভাব ফেলে। জঙ্গিপুরে বিজেপির এই কর্মসূচি সেই দিক থেকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।সব মিলিয়ে, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিনটি বিজেপির কাছে শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং শক্তি প্রদর্শনের এক বড় মঞ্চে পরিণত হয়েছিল। এখন দেখার বিষয়, এই জনসমর্থন ভোটের ফলাফলে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-04-2026 04:38 Page 7

নদীয়া বীরভূম
নয়া জামানা

এইমস নয়, জেলা হাসপাতালে হলো সফল অস্ত্রপ্রচার

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ চোখ ও মুখের জটিল অস্ত্রপ্রচারে সাফল্য পেল জেলা হাসপাতাল। প্রসঙ্গত, পুরো চিকিৎসাটাই হয়েছে বিনামূল্যে। তিন মাস পরে অস্ত্রপ্রচারে চোখ ফিরে পেয়ে যুবক জানান, তিনি যেন নতুন জীবন পেলেন। এইমস নয়, বরং এই অসাধ্য সাধন করল কল্যাণীর জওহরলাল নেহেরু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়ার বাসিন্দা বিশ্বনাথ দাস চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে গাড়ি চালানোর সময় একটি ডাম্পারের সঙ্গে ধাক্কা খান। এই পথ দুর্ঘটনায় তার চোখ এবং চোখের উপরের অংশ গুরুতরভাবে আহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভর্তি করা হয় নদীয়ার কল্যাণীর জেএনএম মেডিকেলে।

তবে উন্নত চিকিৎসার জন্য পরিবারের সদস্যরা পরে তাকে কল্যাণীর এইমসে ভর্তি করেন।সেখানে চোখের উপরের অংশের চিকিৎসা হলেও ভেতরের অংশের কোনো চিকিৎসা হয়নি, এমনটাই দাবি রোগীর পরিবারের। সেই সময় এইমস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল হাসপাতালে যোগ্য চিকিৎসক নেই। পরবর্তীতে দিন পেরোতে থাকে এবং চোখের সমস্যা আরও বেড়ে যায়।কেন্দ্রীয় হাসপাতালে ঠিকঠাক চিকিৎসা না পেয়ে বিশ্বনাথের পরিবার তাকে পুনরায় জেএনএম মেডিকেলে ভর্তি করায়। হাসপাতালের ইএনটি বিভাগ সমস্যার শনাক্তকরণের পরে চিকিৎসকদের একটি বিশেষ দল গঠন করে। অবশেষে দুর্মূল্য টাইটেনিয়াম প্লেট ব্যবহার করে প্রায় তিন ঘন্টার অস্ত্রপ্রচারের পরে চোখের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুনর্গঠন সম্ভব হয়।সফল অস্ত্রপ্রচারে খুশি রোগী এবং তার পরিবারের সদস্যরা। তবে পাশাপাশি এই ঘটনায় এখন প্রশ্ন উঠছে এইমস হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে।

কে এই প্রার্থী ?

।। নয়া জামানা ।।

কে এই প্রার্থী?

প্রার্থীর পরিচয়

নাম-উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় ।
দল-সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ।
কেন্দ্র-সিউড়ি বিধানসভা ।

ব্যক্তিগত তথ্য

বয়স-৫৬ বছর ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা-মাধ্যমিক পাশ ।
পেশা-ব্যবসায়ী ।
শখ-পুরনো বাংলা ও হিন্দি গান শোনা।
প্রিয় খাবার-ভাত, আলু পোস্ত ও মাছ।

আজকের প্রচার- আজ সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় নিবিড় জনসংযোগ করেন। তৃণমূল সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

জনতার মুড- এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে তৃণমূলের নতুন প্রার্থী হিসেবে তাঁর স্বচ্ছ ভাবমূর্তি এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা ভোটারদের ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছে।

এলাকার প্রধান সমস্যা-সিউড়ি এলাকার পানীয় জলের সুব্যবস্থা আরও উন্নত করা, নিকাশি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা এখানকার অন্যতম প্রধান দাবি।

মূল ইস্যু ও প্রতিশ্রুতি- মূল ইস্যু হলো 'উন্নয়ন' । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী প্রকল্পগুলো যাতে প্রতিটি ঘরের মানুষ পান, তা নিশ্চিত করা। এছাড়া সিউড়ির পরিকাঠামো উন্নয়ন ও নাগরিক পরিষেবা আরও গতিশীল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

প্রার্থীর মন্তব্য- ' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শকে সামনে রেখে এবং মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে আমি এবার লড়াই করছি। এই প্রথমবার বিধানসভায় লড়াই করার সুযোগ পেয়েছি, জয়ী হয়ে সিউড়ির মানুষের সেবা করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য।'

কে এই প্রার্থী ?

।। নয়া জামানা ।।

কে এই প্রার্থী?

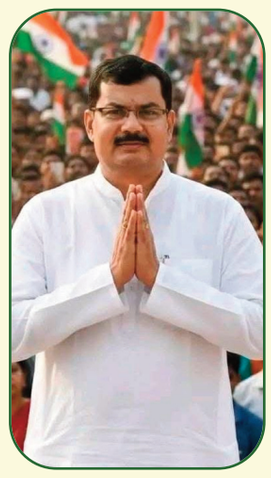

প্রার্থীর পরিচয়

নাম-নরেশ চন্দ্র বাউড়ি ।
দল-সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ।
কেন্দ্র-দুবরাজপুর ।

ব্যক্তিগত তথ্য

বয়স-৫৯ বছর ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা-এম.এ., বি.এড. ।
পেশা-শিক্ষক ।
শখ-রাজনীতি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বই পড়া ।
প্রিয় খাবার-ভাত, ডাল, পোস্ত এবং মাছের টক ।

আজকের প্রচার- প্রাক্তন বিধায়ক নরেশ চন্দ্র বাউড়ি আজ দুবরাজপুরের বিভিন্ন গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ করেন এবং বিগত দিনে তার করা উন্নয়নের খতিয়ান সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেন।

জনতার মুড- এলাকার মানুষের মধ্যে পরিচিত মুখ হিসেবে নরেশ বাবুর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। ২০১৬-২০২১ সময়কালে বিধায়ক থাকাকালীন তাঁর কাজের অভিজ্ঞতার কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া দেখা যাচ্ছে।

এলাকার প্রধান সমস্যা- মূলত গ্রামীণ রাস্তাঘাটের আরও উন্নয়ন, পানীয় জলের সুব্যবস্থা এবং স্থানীয় কৃষিজীবী মানুষের সমস্যার স্থায়ী সমাধান।

মূল ইস্যু ও প্রতিশ্রুতি- পুরানো কাজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দুবরাজপুরের অসম্পূর্ণ উন্নয়নমূলক কাজগুলো দ্রুত শেষ করা এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলো প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেওয়া।

প্রার্থীর মন্তব্য- ' মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি আবারও মানুষের সেবা করতে চাই। দুবরাজপুরের উন্নয়নই আমার একমাত্র লক্ষ্য।'

গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া বামেদের ! প্রধান যোগ দিল তৃণমূলে

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে আবারও সিপিআইএম পরিচালিত একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিলো শাসক শিবির।

এবার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানসহ আরও এক সদস্য যোগ দিল তৃণমূলে। নবদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভালুকা পঞ্চায়েতের সব হিসাব বর্তমানে উল্টে গিয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে এই গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছিল বামেরা। কিছুদিন আগেই এই পঞ্চায়েতের দুই সদস্য তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন, তারপর বৃহস্পতিবার সকালে পঞ্চায়েত প্রধান হবিজুল মন্ডল শাসক দলে যোগ দিলেন।তাঁর সঙ্গেই তৃণমূলে নাম লেখান অপর একজন সিপিআইএম সদস্য। এদিন তাদের হাতে জোড়া ফুলের পতাকা তুলে দেন নবদ্বীপ পুরসভার প্রধান বিমানকৃষ্ণ সাহা এবং নদীয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক তৃণমূলের সভাপতি দেবাশীষ গাঙ্গুলী। পূর্বে এই পঞ্চায়েতে তৃণমূলের সংখ্যা ছিল তিন। এই যোগদানে বর্তমানে তৃণমূলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো সাত।

সেই হিসাবে বোর্ড শাসকদলের হাতেই যেতে চলেছে। তৃণমূলের দাবি এই যোগদানের ফলে বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে নবদ্বীপ কেন্দ্রে দল আরও শক্তিশালী হলো।

বোলপুরে মনোনয়ন ঘিরে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি, মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী

নয়া জামানা,বীরভূম ঃ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার বীরভূমের বোলপুরে মনোনয়নপত্র জমা দেন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও বিরোধী দল বিজেপির প্রার্থীরা। এদিন বোলপুর মহকুমা অফিসে তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীরা তাঁদের মনোনয়ন জমা দিতে উপস্থিত হন। তবে এই প্রক্রিয়াকে ঘিরেই দুপুর নাগাদ এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।জানা গেছে, উভয় দলের কর্মী-সমর্থকেরা নিজ নিজ প্রার্থীর সমর্থনে মিছিল করে বোলপুরের গীতাঞ্জলি সিনেমা হলের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পাল্টা তৃণমূল সমর্থকেরা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে শুরু করলে দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় স্লোগান যুদ্ধ। এতে কিছুক্ষণের জন্য এলাকায় উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়।পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত হস্তক্ষেপ করে পুলিশ প্রশাসন। বোলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তাঁদের তৎপরতায় বড় ধরনের সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়।ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে। বিজেপির দাবি, পুলিশের উপস্থিতিতেই তৃণমূল কর্মীরা ইচ্ছাকৃতভাবে উত্তেজনা ছড়িয়েছে, যা নিন্দনীয়। অন্যদিকে তৃণমূলের অভিযোগ, তারা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করছিল, কিন্তু বিজেপি কর্মীরাই উসকানিমূলক স্লোগান দিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে।যদিও এই অশান্তির আবহ কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত বোলপুর, নানুর ও লাভপুর;এই তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীরাই নির্বিঘ্নে তাঁদের মনোনয়ন জমা দেন।

পুলিশি অভিযানে উদ্ধার কার্তুজসহ আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেপ্তার ১

নয়া জামানা,নদীয়া ঃ বিধানসভা নির্বাচনে নির্ঘন্ট প্রকাশ হতেই অতি সক্রিয়তা বেড়েছে পুলিশের। দিকে দিকে চলছে নাকা চেকিং। এবার পুলিশের বড়সড় সাফল্য। নাকা চেকিং চলার সময় পুলিশি অভিযানে উদ্ধার হলো আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজসহ একাধিক অস্ত্রশস্ত্র।

পুলিশের জালে গ্রেপ্তার যুবক। মঙ্গলবার রাতে তাহেরপুর থানা এলাকা থেকে ওই যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিশ। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে চলছিল পুলিশের নাকা চেকিং। সেই সময় এক যুবককে সন্দেহ হওয়ায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে অসংগতি থাকায় চালানো হয় তল্লাশি। যুবকের পিঠে ছিল একটি ব্যাগ যেটাতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ উদ্ধার করে একটি আগ্নেয়াস্ত্র,
এক রাউন্ড কার্তুজ ও ধারালো অস্ত্র। সাথে সাথেই যুবককে গ্রেফতার করা হয় পুলিশের তরফে। বুধবার ধৃতকে তোলা হলো রানাঘাট বিচার বিভাগীয় আদালতে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে তৎপর রয়েছে পুলিশ প্রশাসন। এরই মাঝে আবারও এক যুবকের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কার্তুজ ও অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় আরও সক্রিয়তা বাড়লো পুলিশ প্রশাসনের।

আদানি-পরবর্তী তাজপুরে শিল্পায়ন, টেন্ডারের গেরোয় থমকে লক্ষ চাকরি

নয়া জামানা ঃ সমুদ্রের ধারে এখনো ঢেউ আছে, কাজ নেই;আর সেই ফাঁকেই বড় হয়ে উঠছে প্রশ্ন। তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্পকে ঘিরে এক লক্ষ কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি এখন রাজনৈতিক মঞ্চে উচ্চারিত হলেও, বাস্তবে প্রকল্প আটকে টেন্ডার প্রক্রিয়ার জটে। ভোট যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে চাপ। এই প্রকল্পকে শুরু থেকেই শিল্পায়নের বড় মোড় ঘোরানো উদ্যোগ হিসেবে তুলে ধরেছে শাসক দল। তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করছে, তাজপুর বন্দর চালু হলে সরাসরি ও পরোক্ষ মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। পূর্ব মেদিনীপুরের জনসভাগুলিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও এই দাবি সামনে এনে ভোটের প্রচারে জোর দিচ্ছেন। উপকূলবর্তী এলাকায় এই প্রতিশ্রুতিই এখন সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতির মাঝেই বড় ধাক্কা আসে আদানি গোষ্ঠীর বিদায়ে। দুই হাজার বাইশ সালের অক্টোবরে দেওয়া প্রাথমিক সম্মতিপত্র কার্যত বাতিল করে দেয় রাজ্য সরকার। আদানির আর্থিক বিতর্ক এবং পরবর্তী পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে মনে করা হচ্ছে। এরপর গত বছরের এক ডিসেম্বর নতুন করে বৈশ্বিক দরপত্র ডাকা হয়;প্রকল্পকে নতুনভাবে শুরু করার লক্ষ্যেই। নতুন টেন্ডারে বড় অফার;এক হাজার একর খাস জমি, নিরানব্বই বছরের লিজ। জানুয়ারিতে প্রাক-বৈঠক, ফেব্রুয়ারিতে দরপত্র জমা, আর তিন মার্চ দরপত্র খোলার সময়সূচি নির্ধারিত ছিল। প্রশাসনের লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট;বিধানসভা নির্বাচনের আগে একটি বিশ্বাসযোগ্য সংস্থাকে চূড়ান্ত করে উন্নয়নের বার্তা দেওয়া। কিন্তু সেই গতি বাস্তবে দেখা যায়নি। এপ্রিলের শুরু পর্যন্ত কোনও অপারেটরের নাম ঘোষণা হয়নি। ফলে পুরো প্রক্রিয়াই এখন অনিশ্চয়তায় ঝুলে। অন্যদিকে নতুন বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ থাকলেও সিদ্ধান্ত আসছে না। জেএসডব্লিউ ইনফ্রাস্ট্রাকচার পুনরায় অংশ নেওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি ডিপি ওয়ার্ল্ড এবং পোর্ট অফ সিঙ্গাপুর অথরিটির মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্ভাব্য অংশগ্রহণ নিয়ে ও প্রশাসনিক মহলে আলোচনা চলছে।

কাঁকুড়িয়াতে রাস্তা নির্মাণ ঘিরে উত্তেজনা, পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের সিউড়ি থানার অন্তর্গত কাঁকুড়িয়া গ্রামে রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে বুধবার রাতে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং অভিযোগ, একদল উত্তেজিত গ্রামবাসী পুলিশের উদ্দেশ্যে ইট ছুঁড়তে শুরু করে।এই হামলায় গুরুতর আহত হন সিউড়ি থানার আইসি শৈলেন্দ উপাধ্যায়-সহ একাধিক পুলিশ কর্মী। আহত আইসিকে তড়িঘড়ি সিউড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। অন্যান্য আহত পুলিশ কর্মীদেরও প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।ঘটনার পরপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। বর্তমানে এলাকায় টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে প্রশাসন।স্থানীয় সূত্রে খবর, রাস্তা নির্মাণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় মতবিরোধ চলছিল, যা এদিন হঠাৎ করেই হিংসাত্মক রূপ নেয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং দোষীদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে।

বীরভূমে মনোনয়ন ঘিরে উত্তেজনা, মুখোমুখি স্লোগান যুদ্ধে তৃণমূল-বিজেপি

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ নির্বাচনের আবহে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল সিউড়ি। বিজেপির মনোনয়নপত্র দাখিল করতে যাওয়ার মিছিলকে কেন্দ্র করে তৈরি হল চরম উত্তেজনা। অভিযোগ, মিছিল তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ের সামনে পৌঁছতেই শাসকদলের কর্মী-সমর্থকেরা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে শুরু করেন। এর পাল্টা হিসেবে বিজেপি কর্মীরা 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান তুললে পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।ঘটনাস্থলে আগে থেকেই মোতায়েন ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং সিউড়ি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। দুই পক্ষের স্লোগান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় উত্তেজনার পারদ চড়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তৎপর হয়ে ওঠে পুলিশ ও প্রশাসন।তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়, যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। প্রশাসনের তৎপরতায় বড়সড় সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হলেও, ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। ভোটের আগে এই ধরনের ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্কও বাড়ছে বলে মনে করছেন অনেকেই।

তালিকা থেকে নাম বাদ, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা নিয়ে সংশয়ে নদীয়ার ক্রীড়াবিদ

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ একাধিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন, পুরস্কারে পেয়েছেন গোল্ড মেডেল। এইবার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার জন্য জাপানে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। তবে তার আগেই বিপাকে ক্রীড়াবিদ। জাপানে যাওয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। কেননা ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়েছে তাঁর। নদীয়ার রানাঘাটে বাড়ি ক্রীড়াবিদ আতর আলীর। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় চরম বিপাকে পড়েছেন স্বর্ণপদক জয়ী এই ক্রীড়াবিদ। আতর আলী জানিয়েছেন, প্যারা অলিম্পিকে তার নাম নথিভুক্ত হয়েছে। কিন্তু ভোটার তালিকা থেকে নাম ডিলিট হওয়ার কারণে তিনি চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতিও শুরু করতে পারছেন না। ফলে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন তিনি। এই সমস্যা সমাধানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে ই-মেইলও করেছেন ক্রীড়াবিদ। পাশাপাশি স্থানীয় মহাকুমা শাসক এবং বিডিওর কাছে গিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়টির পর্যালোচনার জন্য আবেদনও করেছেন তিনি। এখন দেখার বিষয় আদৌ কি ভারতের ভবিষ্যত এই ক্রীড়াবিদ চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে অন্য দেশে পারি দেবেন, নাকি শেষমেষ তার নামের পাশেও জুড়বে অবৈধ ভোটার তকমা!

মনোনয়নের দিনেই 'সার' শুনানিতে হয়রানি শিকার আমজনতা

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বোলপুরে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের ট্রাইবুনাল কোর্টে আবেদন জানাতে শতাধিক মানুষ সকাল থেকে ভিড় করেন। বৃহস্পতিবার এই কার্যালয়ে মনোনয়ন জমা নেওয়ার প্রক্রিয়া থাকায় পুলিশ প্রশাসন তাঁদের দুপুর তিনটে নাগাদ প্রশাসনিক ভবনে প্রবেশের নির্দেশ দেন। এতটা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে তাঁরা চরম ক্ষোভ দেখান। উল্লেখ্য, এদিন মনোনয়ন পত্র জমা দেন বিজেপি ও তৃণমূল প্রার্থীরা। মহকুমা শাসকের দপ্তর জুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। ওই পথে যানবাহন সহ মানুষদের প্রবেশের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত ছিল। এমনকি অন্যান্য অফিসিয়াল কাজও বন্ধ ছিল বেলা তিনটে অবধি। আর তার ফলেই বোলপুর মহকুমায় দূর দূরান্ত থেকে আসা মানুষেরা হয়রানিতে পড়েন বলে জানান।এদিনে মূলত এসআইআর নাম বাদ যাওয়া প্রায় কয়েকশো ভোটার বাইরে এই দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। আর তারপরে একেবারে শেষ বেলায় ঢোকার সুযোগ দেওয়া হলে তাঁরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এদিন এসআইআর

এর লাইনে দাঁড়ানো নানুর পঞ্চায়েত সমিতির দুবারের সদস্য শেখ ইসমাইল বলেন, আমি নিজে দুবার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। আমার সমস্ত বৈধ নথি আছে। তাও তাও নাম বাদ গেছে। সারাদিন বোলপুরে এসে প্রচন্ড হয়রানি হল।এভাবে ভোটের আগে এসআইআর করার কোন মানে হয় না। অন্যদিকে, সৈয়দ গোলাম হোসেন ও সৈয়দ জাকির হোসেন তাঁদের মাকে নিয়ে এদিন সকাল ১১ টা থেকে এসেছিলেন। জানা গিয়েছে , মায়ের নামও বাদ পড়েছে। তিনি ঠিক করে হাঁটতে পারেন না। সেই দুই ছেলে ধরে তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন লাভপুর থেকে। অন্যদিকে নানুর থেকে আসা মোঃ রফিকুল্লাহ বলেন, আমার মেয়ে নাসিমা খাতুনের বিয়ে হয়েছিল বোলপুর থানার কাকুটিয়াতে। তার নাম ডিলিট হয়ে গেছে। দুবার সব কাগজ জমা দিয়েছি। কি ভুল হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছি না। সেই সকাল থেকে এসেছি। বারবার চরম হয়রানি হচ্ছে। বোলপুরের বাসিন্দা আশরাফ আলী বলেন, আমার ছেলে আসগর আলী, কাজের সূত্রে দিল্লিতে থাকে। তার সমস্ত নথি জমা দেওয়ার পরেও আবার অনলাইনে জমা করতে বলেছে। কিভাবে কি হবে? কিছুই পরিষ্কার করে বুঝতে পারছি না ।এদিন দফতরের সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় বহু মানুষকে। অনেক মা তাঁদের শিশুদের কোলে নিয়ে অপেক্ষা করেন। তাঁদের অভিযোগ, স্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় সাধারণ মানুষ চরম সমস্যায় পড়ছেন। এছাড়াও অনেকেই বলেন আমাদের ভোট নিয়েই তো রাজনৈতিক নেতারা লড়বে। এভাবে যদি নাম বাদ চলে যায়, তাহলে কিভাবে ভোট দেব? মনোনয়নের দিনে এসব কাজ বন্ধ রাখাই উচিত ছিল। তাহলে এমন হয়রানি হত না। যদিও এদিন এইসব বিষয়ে সমস্ত প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

৮
৩ এপ্রিল ২০২৬

পূর্ব ও পঃ বর্ধমান

নয়া জামানা

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নয়া জামানা, কাটোয়া ঃ তীব্র দাবদাহ ও বিধানসভা নির্বাচনের জন্য কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালের হেমরাজ ব্লাড সেন্টারে তীব্র রক্ত সংকট চলছে। রক্ত সংকট দূর করার জন্য কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট ডাঃবিপ্লব মণ্ডল বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠকদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। তার মানবিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে দাঁইহাট ব্লাড ডোনার অ্যাসোসিয়েশন পরপর কয়েকটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী কাটোয়া মহকুমার দাঁইহাট পৌরসভার চামপচা পাড়ার মা ওলাইচন্ডী কৃষ্ণকালী মন্দিরের ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে ও দাঁইহাট ব্লাড ডোনার অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতাতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। কৃষ্ণকালী মন্দিরের ভক্তবৃন্দ ও দাঁইহাট ব্লাড ডোনার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ সহ মোট শিবিরে সাতাশজন রক্তদান করলেন। হেমরাজ ব্লাড সেন্টার রক্ত সংগ্রহ করে। এ প্রসঙ্গে রক্তবন্ধু জয়দেব দত্ত ও মৃণাল দেবনাথ জানালেন ডাঃবিপ্লব মণ্ডল মহাশয় রক্তদান শিবির করার আহ্বান রেখেছেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কাছে আমরাও সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিয়মিত ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই রক্তদান

শিবিরের আয়োজন করে চলেছি। সারা বছরই পূর্ব বর্ধমান ছাড়াও পার্শ্ববর্তী মুর্শিদাবাদ বীরভূম ও নদিয়া জেলাতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকি। দাঁইহাট মা ওলাইচন্ডী কৃষ্ণকালী মন্দিরের ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে এবং দাঁইহাট ব্লাড ডোনার অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতাতে রক্তদান শিবির সুসম্পন্ন হল। ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির আহ্বান আঠারো বছর বয়সে ভোটদান আপনার অধিকার, আঠারো বছর বয়স থেকেই রক্তদান হোক আপনার দায়িত্বক্ষ্ম। পারিবারিক, সামাজিক এবং সকল অনুষ্ঠানে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে চলেছে দাঁইহাট ব্লাড ডোনার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ।

জোর কদমে তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রচার

নয়া জামানা,পাণ্ডবেশ্বর ঃ ভোটযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার পর পশ্চিম বর্ধমান জেলার গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জোরকদমে নির্বাচনী প্রচারে নামেন । নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই তার প্রচারের গতি ও ব্যাপ্তি বাড়ছে। উল্লেখ্য, বুধবার কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে ঢাকঢোল সহযোগে দুর্গাপুর প্রশাসনিক ভবনে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি। তার পরের দিন বৃহস্পতিবারও প্রতিদিনের মতো প্রচারে বেরিয়ে হরিপুর অঞ্চলের খোট্টাডিহি কোলিয়ারির লোটন চণ্ডী মন্দিরে পুজো দিয়ে জনসংযোগ শুরু করেন। এরপর খোট্টাডিহি কোলিয়ারি, বিলপাহাড়ি,

ভোটযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার পর পশ্চিম বর্ধমান জেলার গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জোরকদমে নির্বাচনী প্রচারে নামেন । নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই তার প্রচারের গতি ও ব্যাপ্তি বাড়ছে।

বাজারী, ভাটমুড়া, হরিপুর, সোনপুরসহ একাধিক গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পায়ে হেঁটে প্রচার চালান নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। কর্মী-সমর্থকরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রার্থীর মুখোশ পরে ও দলীয় প্রতীক সম্বলিত গেঞ্জি পরে উৎসাহে সামিল হন। প্রচারকে ঘিরে এলাকায় আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রার্থী জানান, মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তিনি আন্তরিক সাড়া পাচ্ছেন।

অনেকেই বাড়িতে ডেকে জল-শরবত খাওয়াচ্ছেন, বয়োজ্যেষ্ঠরা আশীর্বাদ করছেন। তার কথায়, তএটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।দ তিনি আরও বলেন, গত পাঁচ বছর মানুষের পাশে থাকার ফলেই আজ তার ডাকে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমেছেন। তার দাবি, এই সমর্থনই প্রমাণ করে আগামী দিনে পাণ্ডবেশ্বরে আবারও সবুজ ঝড় বইতে চলেছে।

সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে নাম ছাঁটাই , রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ নির্বাচন কমিশনের তালিকা প্রকাশের পর দেখা যায় পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর বিধানসভার মেমারি ২ ব্লকের বামুনিয়া এলাকায় ১৩০ নম্বর বুথের ১৩৭ জনের নাম ডিলিট হয়েছে। এর প্রতিবাদে বুধবার থেকে লাগাতার বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবারও বিক্ষোভ চলে। তারই মধ্যে এদিন নতুন করে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠে মেমারির বাবারি গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তায় এসে পথ অবরোধ শুরু করেন। তুমুল বিক্ষোভ দেখা দিলে উত্তেজনা তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিশ। একই সঙ্গে এদিন পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর এলাকাতেও মানুষজন রাস্তায় নেমে এসে বিক্ষোভে সামিল হন।ভোটারদের অভিযোগ কাগজপত্র সঠিক থাকলেও তাদের নাম বাদ যাওয়ায় বহু সমস্যার সম্মুখীন হবেন এমনটাই জানালেন গ্রামবাসীরা। গ্রামের বাসিন্দারা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। মেমারির বাবারি গ্রামে প্রায় তিনশোর কাছাকাছি ভোটারদের নাম বাদ গেছে। ফলে তারা একটানা বিক্ষোভ অবরোধ চালাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দার জানান, তাদের এলাকার যে সব ব্যক্তির নাম বাদ পড়েছে তাদের পরিবারের মধ্যে

২০০২ সালে অনেকের ভোটার তালিকায় বাবার নাম থাকলেও বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও ছেলেদের নাম বাদ দেয়া হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা সবাই মনে করছেন এটি নির্বাচন কমিশনের একটি ষড়যন্ত্র। বৈধ কাগজ থাকা সত্ত্বেও যাদের নাম বাদ পড়েছে, তারা হাতে পাসপোর্ট ও পুরনো দিনের দলিল ও অন্যান্য প্রমাণপত্র নিয়ে বিক্ষোভ দেখান।এদিন মেমারির পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর বিধানসভা এলাকায় নতুন করে বিক্ষোভ দানা বাঁধে। এখানকার দাদপুর, সেলিমডাঙ্গা সহ কয়েকটি এলাকায় বিক্ষোভ চলছে। তার মাঝে এদিন ময়না এলাকায় রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান ডিলিট হয়ে যাওয়া ভোটাররা । কোন কারণ ছাড়াই ডিলিটের তালিকায় চলে যাওয়াতে তুমুল বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। অভিযোগ শুনানিতে ডাকা হয়েছিল ২৪৯ জনকে। তার পর সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ হবার পর দেখা যাচ্ছে ২০৬ জনের নাম বাতিল করা হয়েছে। আশপাশের বুকের এই একই ভাবে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বৈধ ভোটারদের। ফলে অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। এদিকে এদিনই ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদের প্রতিবাদে রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে মন্তেশ্বরে। এখানকার কানপুর গ্রামের বাসিন্দারা একজোট হয়ে গ্রামে ঢোকার মুখে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। ফলে ওই ঘটনাও আলোড়ন ফেলেছে রাজনৈতিক মহলে। গ্রামবাসীদের বিজ্ঞপ্তি জারি করার পর অবশ্য কোন রাজনৈতিক দলের প্রচারে কোন প্রার্থীকেই দেখা যায়নি।

নামবাদের প্রতিবাদে মৌন মিছিল ডিলিট ভোটারদের

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট থেকে নাম বাতিল করার প্রতিবাদে এবার অভিনব প্রতিবাদে নামলেন ভোটাররা। বৃহস্পতিবার দুপুরে কয়েকশো গ্রামবাসী মিলিত হয়ে মৌন মিছিলে সামিল হলেন। পূর্ব বর্ধমানের বরশুল গ্রামে এই অভিনব প্রতিবাদ ঘিরে রীতিমতো আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে। তবে কোন রাজনৈতিক দলের ব্যানারে নয়, স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রচেষ্টায় তারা মিছিল বের করার পর বিডিও দপ্তরে গিয়ে ডেপুটেশন দেন। এসআইআরের মাধ্যমে বর্ধমান ২ ব্লকের বরশুল ও আশপাশের গ্রামের কয়েকশো গ্রামবাসীর নাম বাতিলের তালিকায় চলে গেছে। এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ চলার পর বৃহস্পতিবার দুপুরে মৌন মিছিলের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান ভোটাররা। বরশুল সহ কয়েকটি গ্রামের মানুষজন একজোট হয়ে এই মিছিলে সামিল হন। তাদের মূল দাবি তাদের পুনরায় ভোটার তালিকায় নাম তুলতে হবে। যে হেতু তারা আগের সবকটি ভোটেই অংশ নিয়েছিলেন। একই সঙ্গে তাদের কাছে বৈধ নথিপত্র আছে। অভিযোগ বেছে বেছে সংখ্যালঘু মুসলিম মানুষজনকে টার্গেট করা হয়েছে। তাদের ভোট বাতিলের চক্রান্ত করা হয়েছে কমিশনের পক্ষে। এই অভিযোগে অনেকেই সরব ছিলেন। এদিন বুকে কালো রিবন বেঁধে হাঁটতে দেখা যায় সকলকে। এমনকি অনেক বয়স্ক ভোটাররা প্রচন্ড গরম উপেক্ষা করেই মিছিলে পা মিলিয়েছেন। মৌন মিছিলের শেষে ভোটাররা বর্ধমান ২ ব্লক বিডিওর কাছে বেশ কয়েকটি দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন দেন। তার মধ্যে অন্যতম দাবি ছিল অবিলম্বে ট্রাইব্যুনালে ফর্ম জমা করার জন্য বিডিও দপ্তরেই ব্যাবস্থা করতে হবে। কারণ তা না হলে বরশুল সহ অন্যান্য গ্রামের বাসিন্দাদের এতটা দুরে গিয়ে শহর বর্ধমানে ফর্ম জমা দিতে চুড়ান্ত হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কয়েক হাজার ভোটারদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় শহর বর্ধমানে। বিভিন্ন গ্রাম থেকে কয়েক হাজার ভোটারদের লাইন পরে। এজন্য স্থানীয়ভাবে ফর্ম জমা নেবার আবেদন করা হয়েছে।

মমতা সভা ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বর্ধমান জেলায় রাজনৈতিক প্রচার তুঙ্গে। এরই মধ্যে পূর্বস্থলী ১ ব্লকে প্রচারে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্বস্থলী দক্ষিণ কেন্দ্রে এবারও প্রার্থী রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। সূত্রের খবর, আগামী ৬ এপ্রিল নিমতলা মাঠে জনসভায় যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন, পাশাপাশি একাধিক হেভিওয়েট নেতা-নেত্রীর উপস্থিতির সম্ভাবনাও রয়েছে। ব্লক তৃণমূল সভাপতি রাজকুমার পান্ডে জানান, মুখ্যমন্ত্রীর সভাকে ঘিরে হেলিপ্যাডসহ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন।

এদিকে জেলাজুড়ে তৃণমূলের প্রচার আরও জোরদার হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও অভিনেতা-সাংসদ দেব ও সায়নী ঘোষ প্রচারে আসতে পারেন বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যেই সায়নী ঘোষ খণ্ডঘোষ ও মেমারির বিভিন্ন এলাকায় প্রচারে অংশ নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার মেমারিতে প্রার্থী রাসবিহারী হালদারের সমর্থনে প্রচার করেন দেব।

অন্যদিকে, আগামী ৫ এপ্রিল রায়নায় মহিলা প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে আসতে পারেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মনোনয়ন জমা দিয়ে বিরোধীদের নিশানা তৃণমূল প্রার্থীর

রাকেশ লাহা, নয়া জামানা , পশ্চিম বর্ধমান ঃ 'এখানে আমরাই হিরো আছি, এবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার নয়টি বিধানসভাতেই তৃণমূল জয়ী হবে';বৃহস্পতিবার আসানসোল জেলা অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসে এমনই আত্মবিশ্বাসী মন্তব্য করলেন জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং। এ বছর রাজ্যে দুই দফায় বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে, যার প্রথম দফা ২৩ এপ্রিল। ইতিমধ্যেই জেলার অধিকাংশ প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এদিন জামুড়িয়া কেন্দ্রের প্রার্থী হরেরাম সিং নিজ এলাকায় থেকে বিশাল র‍্যালি করে আসানসোলে পৌঁছান। তার আগে মা ঘাগরবুড়ি মন্দিরে পুজো দিয়ে তিনি জেলা অফিসে মনোনয়ন জমা

দেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে হরেরাম সিং বলেন, তাকে টক্কর দেওয়ার মতো কেউ নেই এবং তিনি এবার ৩০ হাজারের বেশি ভোটে জিতবেন। তার কথায়, তজামুড়িয়ায় বিরোধী বলে কিছু নেই। আগেরবার ৮ হাজার ভোটে জিতেছিলাম, এবার ব্যবধান আরও বাড়বে।দ তিনি আরও বলেন, মন্দিরে আশীর্বাদ নিয়েছেন যাতে আগামী পাঁচ বছর এলাকাবাসীর সেবা করতে পারেন। উন্নয়নের প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেন, '৩৫ বছরে সিপিএম যা করতে পারেনি, তার অনেকটাই গত ৫ বছরে তৃণমূল করেছে। বাকি কাজ আগামী দিনে সম্পূর্ণ হবে।'

নাম বাদ পড়ায় আতঙ্ক, হৃদরোগে মৃত্যু প্রৌঢ়

অত্রি চক্রবর্তী, নয়া জামানা ,বর্ধমান ঃ পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার পাটুলি এলাকায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়াকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত অরুণ রক্ষিত (৫৫) পেশায় একজন হকার ছিলেন। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, ভোটার তালিকা থেকে নাম মুছে যাওয়ার পর থেকেই তিনি চরম মানসিক চাপে ভুগছিলেন এবং সেই চাপের জেরেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি প্রকাশিত ভোটার তালিকায় অরুণ রক্ষিতের নাম আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। যদিও একই পরিবারের অন্যান্য সদস্য;মা, মেয়ে, ছেলে , স্ত্রী ও ভাইয়ের নাম তালিকায় ছিল, কিন্তু শুধুমাত্র তাঁর নাম বাদ পড়ে। এই ঘটনায় তিনি গভীরভাবে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন বলে পরিবারের দাবি।

অভিযোগ, নিজের নাম পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য তিনি একাধিকবার অনলাইনে আবেদন জানানোর চেষ্টা করেন। এমনকি মৃত্যুর আগের দিনও তিনি নাম তোলার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, কিন্তু তাতেও তিনি সফল হননি। এই ব্যর্থতার পর তিনি আরও হতাশ হয়ে পড়েন। পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য অনুযায়ী, নাম বাদ যাওয়ার পর থেকেই অরুণবাবু প্রায়ই আশঙ্কা প্রকাশ করতেন যে তাঁকে হয়তো

বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে। এই ভয় ও অনিশ্চয়তা তাঁকে মানসিকভাবে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। তাঁদের দাবি, এই আতঙ্ক ও চাপই শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।স্থানীয় বাসিন্দারাও জানিয়েছেন, অরুণ রক্ষিত নিয়মিত তাঁদের কাছে নিজের উদ্বেগের কথা জানাতেন এবং নাম বাদ যাওয়া নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন। তাঁদেরও অভিযোগ, এই মানসিক অস্থিরতার ফলেই তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। বিষয়টি দ্রুত রাজনৈতিক রং নেয় এবং বিভিন্ন দলের নেতারা প্রতিক্রিয়া জানান। মৃতের বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বসুন্ধরা গোস্বামী বলেন, অরুণবাবু দীর্ঘদিন ধরে নিজের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু সফল হননি। এই মানসিক চাপ থেকেই এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। এই প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছে;আর কত মানুষ এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ?অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী গোপাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, যে কোনও মৃত্যুই অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা মৃতের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। এছাড়াও সিপিআইএম প্রার্থী প্রদীপ কুমার সাহা বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে আরও বহু মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে।এই ঘটনাকে ঘিরে প্রশাসনিক ভূমিকা ও ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুরো বিষয়টি এখন রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে তীব্র আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

এস আই আর করেও বিজেপির হাড় নিশ্চিত বার্তা তৃণমূল প্রার্থী

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা , আসানসোল ঃ ঘড়ির কাঁটার দিকে নজর রেখে বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা ২০ মিনিটের আগেই আসানসোলের মহকুমাশাসক (সদর) অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা রাজ্যের বিদায়ী আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। এসডিও তথা রিটার্নিং অফিসারের হাতে তিনি মনোনয়নপত্র তুলে দেন। তার সঙ্গে ছিলেন আসানসোল পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর এক সাক্ষাৎকারে মলয় ঘটক বলেন, উন্নয়নের নিরিখেই তিনি মানুষের কাছে যাচ্ছেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার

আবেদন জানাচ্ছেন। তার দাবি, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আসানসোলে জেলা হাসপাতাল, নতুন প্রশাসনিক ভবন, ডিএম অফিস, সিপি অফিস ও সিবিআই আদালত গড়ে উঠেছে, যা মানুষের সামনে দৃশ্যমান। এসআইআর প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি অভিযোগ করেন, সংখ্যালঘু ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তবে তার দাবি, এসআইআর করেও বিজেপি কোনওভাবেই জয়ী হতে পারবে না।

মলয় ঘটকের সমর্থনে অভিনেতা দেবের রোডশো জনজোয়ার

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মলয় ঘটকের সমর্থনে বৃহস্পতিবার আসানসোলে এলেন সাংসদ অভিনেতা দেব। প্রায় একঘন্টা পরে বেলা সোয়া বারোটা নাগাদ আসানসোলের এসবি গড়াই রোডে রামসায়ের ময়দানে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নামে দেবের হেলিকপ্টার। সেখানে তাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানান মলয় ঘটক। এরপর দেব মলয় ঘটকের সঙ্গে হুড খোলা গাড়িতে চাপেন দেব। রামসায়ের ময়দান থেকে বেলা সাড়ে বারোটা থেকে শুরু দেবের রোড শো। দেবকে দেখতে ভিড় ছিলো চোখে পড়ার মতো। আসানসোল গ্রাম ঘুরে দেবের রোড শো এসবি গড়াই রোড হয়ে আসানসোল আদালত সংলগ্ন ঘড়ি মোড়ে শেষ হবে।

মেমারিতে অভিনেতা দেবের প্রচার জনজোয়ার

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারিতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি রাসবিহারী হালদারের সমর্থনে জোরদার প্রচার চালালেন অভিনেতা-সাংসদ দীপক অধিকারী অর্থাৎ অভিনেতা দেব। বৃহস্পতিবার তার উপস্থিতিকে ঘিরে মেমারির গন্তারের মাঠে কয়েক হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। নীল-সাদা বেলুন, তৃণমূলের ত্রিবর্ণ পতাকা এবং গগনভেদী স্লোগানে এদিন মেমারি বিধানসভা কেন্দ্র উৎসবের আবহে মেতে ওঠে। নির্ধারিত সময়ের কিছুটা দেরিতে হেলিকপ্টারে এসে মাঠে নামেন দেব। তাকে একঝলক দেখতে এবং মোবাইলে সেই মুহূর্ত বন্দী করতে ভিড় ছিল উপচে পড়া। মঞ্চে দেবের

পাশে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে মানুষের আশীর্বাদ নেন প্রার্থী রাসবিহারী হালদার। দেবের উপস্থিতিতে নির্বাচনী প্রচার কার্যত জনউৎসবে পরিণত হয়। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে দেব জানান, তিনি কেবল ভোট প্রার্থনা করতে আসেননি, বরং রাসবিহারী হালদারের জন্য মানুষের আশীর্বাদ ও সমর্থন নিশ্চিত করতেই এসেছেন। এই প্রচারকে ঘিরে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভোটার তালিকা থেকেই উধাও প্রাক্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট !

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ যিনি একসময় বিভিন্ন নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক হিসেবে কাজ করেছেন, তারই নাম এবার নেই ভোটার তালিকায়;এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলায়। জামালপুরের তুরুক-ময়না গ্রামের প্রাক্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মহম্মদ মতিন-সহ ২০০-র বেশি বাসিন্দার নাম 'এসআইআর' প্রক্রিয়ায় বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ। ৭৬ বছরের মহম্মদ মতিন দীর্ঘ প্রশাসনিক জীবনে নির্বাচন কমিশনের অধীনে ভোটার তালিকা সংশোধন, নতুন নাম অন্তর্ভুক্তি ও শুনানির মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। পঞ্চায়েত থেকে বিধানসভা ও লোকসভা;প্রতিটি নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। অথচ তার নিজের নামই তালিকা থেকে বাদ যাওয়ায় প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নিয়ে। শুধু মতিন নন, তার পরিবারের একাধিক সদস্যের নামও বাদ পড়েছে। পাশাপাশি তুরুক-ময়না গ্রামের প্রায় দুই শতাধিক বাসিন্দার নাম মুছে যাওয়ায় এলাকায় ক্ষোভ ও উদ্বেগ ছড়িয়েছে। মতিন জানান, তিনি শুনানিতে উপস্থিত হয়ে চাকরির পরিচয়পত্র, পুরনো ভোটার তালিকার কপি, পাসপোর্ট ও পেনশন সংক্রান্ত নথি জমা দিয়েছেন।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-04-2026 04:38 Page 9

বিষ্ণুপুরের মঞ্চে কড়া বার্তা মমতার ঃ অহংকার নয়, সবাইকে নিয়ে চলতে হবে

রাখি গ রাই ।। নয়া জামানা ।। বিষ্ণুপুর

নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে রাজ্যে। আর সেই আবহেই বিষ্ণুপুরের জনসভা থেকে দলীয় নেতৃত্বকে কড়া বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী । তাঁর বক্তব্য ঘিরেই এখন জোর রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয়েছে। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর হাই স্কুল মাঠে তৃণমূল প্রার্থী তন্ময় ঘোষের সমর্থনে আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলীয় নেতাদের উদ্দেশে সরাসরি সতর্কবার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, সবাই সবাইকে নিয়ে চলবে। আমি কোনও অশান্তি বা বিভাজনের কথা শুনতে চাই না।

কারও মধ্যে অহংকার বা ঔদ্ধত্য থাকা চলবে না। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। অনেকের মতে, তাঁর এই বক্তব্য থেকেই ইঙ্গিত মিলছে যে দলের ভেতরে কোথাও না কোথাও মতবিরোধ বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেই কারণেই সম্ভবত জনসভা থেকেই নেতাকর্মীদের উদ্দেশে এমন বার্তা দিতে হয়েছে তাঁকে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধী শিবিরও আক্রমণ শানাতে শুরু করেছে। তাদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরমহলে সব কিছু স্বাভাবিক নেই। বিরোধীদের মতে, দীর্ঘদিন ধরেই দলের ভেতরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও নেতৃত্বের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে, আর সেই সমস্যাই এখন প্রকাশ্যে চলে এসেছে। এই প্রসঙ্গে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপিও। বিষ্ণুপুরের বিজেপি মুখ পাত্র দেবপ্রিয়া বিশ্বাস বলেন, এটাই তৃণমূলের প্রকৃত চিত্র। বাইরে ঐক্যের কথা বলা হলেও ভিতরে ভাঙন স্পষ্ট। দলীয় নেতাদের মধ্যে সমন্বয় নেই বলেই মুখ্যমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে এমন বার্তা দিতে হচ্ছে। তবে তৃণমূলের একাংশের দাবি, নির্বাচনের আগে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যেই এই বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো এবং ভোটের লড়াইয়ে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানাতেই তাঁর এই বক্তব্য। ভোটের আগে এই ধরনের কড়া বার্তা রাজনৈতিকভাবে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে এখন জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। এটা কি সত্যিই দলের ভেতরের অশান্তির ইঙ্গিত, নাকি শুধুই সংগঠনকে চাঙ্গা করার চেষ্টা;সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে।

ভোটের উত্তাপে সৌজন্যের মুহূর্ত ঃ মুখোমুখি হয়ে প্রণাম দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর

বংশীধর সিংহ, নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ রাজনৈতিক লড়াই যতই তীব্র হোক, বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সৌজন্য ও পারস্পরিক সম্মানের যে ঐতিহ্য এখনও বেঁচে আছে, তারই এক সুন্দর ছবি ধরা পড়ল বৃহস্পতিবার পুরুলিয়ায়। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার ব্যস্ততার মাঝেই দুই ভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরের প্রার্থীর সৌজন্য বিনিময় নজর কেড়েছে সকলের। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এদিন ছিল মনোনয়ন জমা দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিন। দুপুরের দিকে বলরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শান্তিরাম মাহাতো দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে পুরুলিয়া সদর মহকুমা শাসকের দপ্তরে পৌঁছন

মনোনয়নপত্র জমা দিতে। সেই সময় প্রশাসনিক দপ্তরের চত্বর ছিল রাজনৈতিক কর্মী ও সমর্থকদের ভিড়ে সরগরম। কিছুক্ষণ পর সেখানে পৌঁছন পুরুলিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআই(এম) মনোনীত প্রার্থী সায়ন্তন ঘোষ । দুই ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করলেও মুখোমুখি হতেই এক অন্য ছবি দেখা যায়। একে অপরকে দেখেই দুই প্রার্থী হাতজোড় করে প্রণাম জানিয়ে সৌজন্য বিনিময় করেন। মুহূর্তের মধ্যেই সেই দৃশ্য উপস্থিত সকলের নজর কেড়ে নেয়। নির্বাচনের সময়ে প্রায়শই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হয়ে ওঠে এবং কখনও কখনও তা তিক্ততার রূপও নেয়। কিন্তু এদিনের এই ছোট্ট সৌজন্য বিনিময় যেন অন্য এক বার্তা দিল;রাজনীতি প্রতিপক্ষ তৈরি করতে পারে, কিন্তু শত্রুতা নয়। মতের অমিল থাকতে পারে, কিন্তু পারস্পরিক সম্মান ও মানবিকতা বজায় থাকাই প্রকৃত গণতন্ত্রের শক্তি। উপস্থিত অনেকেই মনে করেন, এই ধরনের দৃশ্যই সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশের পরিচয় দেয়। মনোনয়ন জমা দেওয়ার ব্যস্ততা, দলীয় স্লোগান এবং কর্মীদের উচ্ছ্বাসের মাঝেও কয়েক সেকেন্ডের এই সৌজন্য মুহূর্ত পুরুলিয়ার রাজনৈতিক মহলে ইতিবাচক বার্তা দিয়েছে।

খড়্গপুরে 'চা চক্র' ঘিরে বিক্ষোভ, পুরী গেটে ঘেরাও বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ

নয়া জামানা, খড়্গপুর ঃ খড়্গপুরের পুরী গেট এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ-কে ঘিরে। 'চা চক্র' কর্মসূচিতে অংশ নিতে বেরোতেই বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য চরম উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। সূত্রের খবর, সকালে স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে 'চা চক্র'-এ যোগ দিতে পুরী গেট এলাকায় পৌঁছন দিলীপ ঘোষ। সেই সময়ই কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা তাঁর কনভয় ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অভিযোগ, এলাকায় রেলের তরফে উচ্ছেদ নোটিশ জারি হওয়ার সময় বিজেপির কোনো নেতা বা প্রতিনিধি

পাশে দাঁড়াননি। অথচ নির্বাচন ঘোষণা হতেই নেতারা প্রচারে নেমেছেন;এই অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিক্ষোভকারীরা। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁরা প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু সেই সময়ে কোনো কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায়নি। তাই নির্বাচনের আগে হঠাৎ নেতাদের সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। বিক্ষোভ বাড়তে থাকায় পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। যদিও উত্তেজনার মাঝেও দিলীপ ঘোষের কনভয় সেখানে না থেমেই এলাকা ছেড়ে চলে যায়। এরপর তাঁর সঙ্গে থাকা বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে কথাকাটাকাটি বাড়তে থাকায় এলাকায় অস্থিরতা তৈরি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। কিছু সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয় বলে জানা গেছে। তবে এই ঘটনাকে ঘিরে খড়্গপুরের রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর আলোচনা।

প্রতিপক্ষের পতাকা তুলে সম্মান, সাঁকরাইলে প্রচারে চমক বিজেপি প্রার্থী রাজেশ মাহাতের

শংকর বারিক, নয়া জামানা, ঝাড়গ্রাম ঃ উত্তপ্ত নির্বাচনী আবহে যখন রাজনীতির ময়দানে চলছে কড়া বাকযুদ্ধ ও পাল্টা আক্রমণ, ঠিক সেই সময় ভিন্ন এক বার্তা দিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এলেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ মাহাত । প্রতিপক্ষের পতাকাকেও সম্মান জানিয়ে তিনি যেমন মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, তেমনি দলবদলের দাবিতে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে এলাকায়। বুধবার সাঁকরাইল ব্লকের ধানঘোরী অঞ্চলের দুধিয়ানালা গ্রামে জনসংযোগে গিয়ে এক ব্যতিক্রমী ঘটনার সাক্ষী থাকেন স্থানীয় মানুষজন। ঝড়-বৃষ্টির দাপটে রাস্তায় পড়ে ছিল অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস-এর একটি পতাকা। সাধারণ রাজনৈতিক রীতির বাইরে গিয়ে সেটিকে মাটি থেকে তুলে নিজেই সসম্মানে আবার গেঁড়ে দেন রাজেশ মাহাত।

এই দৃশ্য দেখে অনেকেই অবাক হন এবং ঘটনাটি দ্রুতই এলাকাজুড়ে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, 'রাজনীতিতে মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রতীককেও সম্মান জানানো সত্যিই প্রশংসনীয়।' এই ঘটনাকে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়াতেও নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। এরপর দিনভর সাঁকরাইল ব্লকের একাধিক এলাকায় জোর প্রচার চালান বিজেপি প্রার্থী। দুধিয়ানালা, সোনাকুন্দ্রা, পালোইডাঙ্গা, জড়িডিহা, ডাহিচক ও বনপুরা সহ বিভিন্ন গ্রামে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন তিনি। কর্মী-সমর্থকদের ভিড়েও ছিল উল্লেখযোগ্য উচ্ছ্বাস। দিনের শেষে কুবদা, ডাহিপাল, চাঁদপাল, কুলডিহা ও কুণ্ডরদা এলাকায় মিছিল ও জনসংযোগ করে প্রচার আরও জোরদার করেন রাজেশ মাহাত। প্রচারের মাঝেই তিনি দাবি করেন, 'দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ও বঞ্চনার কারণে প্রায় ৩০টি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছে।' এই ঘটনাকে ঘিরে গোপীবল্লভপুর এলাকায় এখন রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। মানবিকতার বার্তা নাকি কৌশলী রাজনীতি;তা নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। ভোট যত এগোচ্ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে এই লড়াই শুধু ভোটের নয়, ভাবমূর্তি ও জনমতেরও।

পটের গানেই ভোটের ডাক! পিংলায় শিল্পীদের অভিনব প্রচারে তৃণমূল

ভরত বেরা , নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ নির্বাচন মানেই প্রচারের ঝড়। মাইক, সভা, মিছিল; এসব তো থাকেই। তবে এবার সেই প্রচারের ভিড়ে এক অভিনব উদ্যোগ নজর কেড়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলায়। ঐতিহ্যবাহী পটচিত্র ও পটের গানকে সামনে রেখে নির্বাচনী প্রচারে নেমেছেন এলাকার পটশিল্পীরা। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সবং বিধানসভা কেন্দ্রের পিংলার পটপাড়ায় শুরু হয়েছে এই বিশেষ প্রচার।

এখানকার শিল্পীরা তাঁদের ঐতিহ্যবাহী পটচিত্রে তুলে ধরছেন ভোটের বার্তা। শুধু ছবি নয়, পটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গাওয়া হচ্ছে গানও। সেই গান ও ছবির মাধ্যমে

সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার বার্তা। পটশিল্পীদের এই প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন সবং বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী মানস রঞ্জন ভুঁইয়া । শিল্পীদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে তিনি এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং নানা উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। তাই তাঁকে আবারও বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানাচ্ছেন তাঁরা। পাশাপাশি শিল্পীরা তাঁদের গান ও চিত্রকলায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী -এর কাজকর্মের কথাও তুলে ধরছেন। তাঁদের দাবি, আগামী দিনেও রাজ্যের নেতৃত্বে তাঁকেই দেখতে চান সাধারণ মানুষ। সেই কারণেই শিল্প ও সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে তৃণমূলের বার্তা। এই অভিনব প্রচার ইতিমধ্যেই পিংলা ও আশপাশের এলাকায় বেশ সাড়া ফেলেছে। অনেকেই থেমে দাঁড়িয়ে পটের ছবি দেখছেন, শুনছেন পটের গান। ফলে নির্বাচনী প্রচারে এক অন্যরকম পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, বাংলার ঐতিহ্যবাহী পটশিল্পের সঙ্গে রাজনীতির এই মেলবন্ধন সত্যিই ব্যতিক্রমী।

শিল্প ও সংস্কৃতিকে সামনে রেখে করা এই প্রচার নির্বাচনী আবহে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

পুজো দিয়ে শুরু, মনোনয়নে আত্মবিশ্বাস- সবংয়ে জয়ের লড়াইয়ে নামলেন মানস ভুঁইয়া

নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিনটি ধর্মীয় আচার ও আত্মবিশ্বাসের সুরে শুরু করলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মানস রঞ্জন ভুঁইয়া । সকালেই তিনি প্রথমে নিজের মা-বাবার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এরপর সবং তৃণমূল কার্যালয় থেকে বেরিয়ে পিংলার জামনা চণ্ডী মন্দিরে পুজো দেন। সেখান থেকে মেদিনীপুরের বড়তলা চকের কালীমন্দিরে পুজো সেরে খড়্গপুরের উদ্দেশে রওনা দেন। প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ তিনি খড়্গপুরে পৌঁছে মহকুমা শাসকের দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের মনোনয়নপত্র জমা দেন। মনোনয়ন প্রক্রিয়া শেষ করে বাইরে বেরিয়ে তিনি সবং বিধানসভার সিপিএম প্রার্থীর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন, যা উপস্থিত অনেকের নজর কেড়ে নেয়। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে নিজের মতামত জানান। বিজেপি প্রার্থী

অমল পণ্ডা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ব্যক্তিগত মন্তব্য এড়িয়ে তিনি বলেন, গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে এবং কাউকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। তবে সিপিএমকে আক্রমণ করতে পিছপা হননি তিনি। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘ ৩৪ বছরের শাসনকালে সিপিএম রাজ্যে সন্ত্রাস ও অত্যাচারের রাজনীতি চালিয়েছে। খুন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এবং মহিলাদের উপর নির্যাতনের মতো একাধিক ঘটনার উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, সেই সময় বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তিনি আরও বলেন, সিপিএমের বহু কর্মী এখন বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। আগে যারা লাল পতাকা হাতে নিয়ে ঘুরতেন, এখন তারাই পদ্মফুলের পতাকা নিয়ে মিছিল করছেন, মন্তব্য করেন তিনি। দলের আদর্শের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী -এর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্যের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। সবশেষে আত্মবিশ্বাসী সুরে তিনি জানান, সবংয়ে জয়ের লক্ষ্য নিয়েই তারা নির্বাচনের ময়দানে নেমেছেন।

মানবাজারে বিজেপির নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন, জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো

নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মানবাজারে জোরদার প্রস্তুতি শুরু করল বিজেপি। বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া জেলার মানবাজারের ইন্দকুড়ি এলাকায় দলের নির্বাচনী কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। ফিতে কেটে এই কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো এবং ছত্তিশগড়ের কেবিনেট মন্ত্রী নিলু শর্মা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মানবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ময়না মুর্মু সহ দলের একাধিক নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। এদিন কার্যালয় উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে এলাকায় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহের পরিবেশ দেখা যায়। দলীয় সূত্রে জানা যায়, এই নির্বাচনী কার্যালয় থেকেই আগামী দিনে মানবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন সাংগঠনিক ও নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। প্রচার পরিকল্পনা, কর্মী বৈঠক, ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ;সবকিছুই এখান

থেকেই নিয়মিতভাবে পরিচালিত হবে বলে জানানো হয়েছে। উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো বলেন, মানবাজার বিধানসভা এলাকায় বিজেপির সংগঠন দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের ইচ্ছা স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে বলেও তিনি দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য, এই আসনে তৃণমূল কংগ্রেসকে আমরা পঁচিশ হাজারেরও বেশি ভোটে হারাব। তিনি আরও জানান, বিজেপি কর্মীরা ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন এবং কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথাও তুলে ধরছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতারা আশা প্রকাশ করেন, এই নির্বাচনী কার্যালয়কে কেন্দ্র করেই মানবাজারে বিজেপির নির্বাচনী প্রচার আরও গতি পাবে।

পুরুলিয়ায় খো-খো উৎসবের সূচনা, সিধো-কানহো-বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বাঞ্চল আন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা

নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার সিধো কানহো বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে শুরু হল পূর্বাঞ্চল আন্ত বিশ্ববিদ্যালয় পুরুষদের খো-খো চ্যাম্পিয়নশিপ। এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিসের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়। পাঁচ দিনব্যাপী এই ক্রীড়া আসরে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ৪৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের দল অংশগ্রহণ করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত স্পোর্টস অফিসার অধ্যাপক রাজকুমার মোদক জানান, প্রতিদিন গড়ে প্রায় দশটি করে খেলা অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এত বড় মাপের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এই প্রথমবার আয়োজন করা হচ্ছে বলে তিনি জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক পবিত্র কুমার চক্রবর্তী। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি মহারাজ স্বামী শিবপ্রদানন্দজি, এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজের নিযুক্ত অবজারভার ড. দিলীপ তিরকে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস অফিসার ড. আমিনুল হক। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কলা বিভাগের ডিন অধ্যাপক (ড.) অর্ণবি সেন, বিজ্ঞান ও কমার্স বিভাগের ডিন অধ্যাপক (ড.) অসীম কুমার নাথ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী রেজিস্ট্রার ড. গুরুদাস মণ্ডল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। উপাচার্য অধ্যাপক পবিত্র কুমার চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্যে বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলাকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়েই ছাত্রছাত্রীদের স্পোর্টস সায়েন্স পড়ার সুযোগ রয়েছে। স্বামী শিবপ্রদানন্দজি বলেন, খো-খো ভারতের ঐতিহ্যবাহী খেলা, যা ছাত্রছাত্রীদের দলগত লড়াই ও শৃঙ্খলার শিক্ষা দেয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাঁওতালী নাচ, রবীন্দ্রসংগীতসহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সবশেষে অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করে সমাপ্তি ঘোষণা করেন কার্যকরী রেজিস্ট্রার ড. গুরুদাস মণ্ডল।

রোদ মাথায় নিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচার, জয় নিয়ে '১০০ শতাংশ' আত্মবিশ্বাসী অজিত মাহাত

শঙ্কর বারিক, নয়া জামানা,ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রামে নির্বাচনের উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে। সেই আবহেই প্রচারের ময়দানে রোদকে উপেক্ষা করে একের পর এক গ্রামে জনসংযোগে ব্যস্ত তৃণমূল প্রার্থী অজিত মাহাত। বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম গ্রামীণ ব্লকের নেদাবহড়া অঞ্চলে তাঁর প্রচার ঘিরে ছিল ব্যাপক তৎপরতা ও উৎসাহ। রোদ মাথায় নিয়ে সকাল থেকেই প্রচারে নেমে পড়েন তিনি। প্রথমে নেদাবহড়া গ্রামে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন। এলাকাবাসীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে তুলতেই এই ধরনের জনসংযোগ কর্মসূচিকে তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে জানা যায়। এরপর তিনি পৌঁছন জারুলিয়া গ্রামে। সেখানে একটি মিছিলের মাধ্যমে প্রচার কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে হরিনাম সংকীর্তনে অংশ নিয়ে এক ভিন্ন আবহও তৈরি হয়। গ্রামবাসীর সঙ্গে এই আন্তরিক যোগাযোগ প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে মত স্থানীয়দের একাংশের। পরবর্তীতে ঘৃতখাম গ্রামে গিয়ে কোঁদাবুড়ি থানে পুজো দেন তৃণমূল প্রার্থী। এলাকার উন্নয়ন, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা করেন স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে। দিনভর টানা প্রচারের পর অজিত মাহাত আত্মবিশ্বাসী সুরে বলেন, 'আমুষের যে ভালোবাসা এবং সমর্থন পাচ্ছি, তাতে জয় নিয়ে আমি একশো শতাংশ নিশ্চিত।দ ভোটের আগে এইভাবে গ্রামে গ্রামে সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে সমর্থন আদায়ের কৌশলেই এগোচ্ছে তাঁর প্রচার অভিযান।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-04-2026 04:38 Page 10

ভোটের উত্তাপে ভক্তির মেলবন্ধন ঃ রায়মনিখাকিতে হনুমান মন্দির প্রতিষ্ঠা ঘিরে সম্প্রীতির উৎসব

গোপাল শীল ।। নয়া জামানা ।। দক্ষিণ ২৪ পরগনা

নির্বাচনের আবহে যখন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে, ঠিক সেই সময় দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি বিধানসভার অন্তর্গত দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়মনিখাকি চড়া গঙ্গা মহাশ্মশান এলাকায় দেখা গেল এক ভিন্ন ছবি।

শ্রী শ্রী হনুমান মন্দির প্রতিষ্ঠা ও পতাকা পূজাকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠল এক অনন্য সম্প্রীতির পরিবেশ, যেখানে ধর্মীয় ভক্তি আর সামাজিক ঐক্য যেন একসঙ্গে মিলেমিশে গেল। স্থানীয় মানুষের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন দাতা নীলরতন সামন্ত, শর্মিষ্ঠা সামন্ত এবং প্রিয়তোস সামন্ত। তাঁদের সহযোগিতা ও প্রচেষ্টাতেই মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং দিনভর নানা ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। ভোরের আলো ফোটার আগেই শুরু হয় প্রভাত ফেরী। হাতে ভগবান রামের মূর্তি এবং মুখে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি-এই স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতিতে প্রভাত ফেরী যেন এক উৎসবের রূপ নেয়। তবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে জানানো হয়, এই ধ্বনি কোনো রাজনৈতিক বার্তা নয়; বরং এটি ভক্তি ও বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। প্রভাত ফেরীতে অংশ নেওয়া স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, এটা আমাদের ধর্মীয় আবেগের বিষয়। এখানে রাজনীতির কোনো স্থান নেই।

সবাই মিলে ভগবানের নাম নিয়েই এই শোভাযাত্রা। দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের ভিড় আরও বাড়তে থাকে। দুপুরে আয়োজন করা হয় অন্নভোগের। কয়েক হাজার মানুষ একসঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করেন। ধনী-গরিব, জাতি-ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে সবাই এক সারিতে বসে ভোগ গ্রহণ করেন, যা সামাজিক সমতার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। রান্না থেকে পরিবেশন-সব ক্ষেত্রেই স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি এই উদ্যোগ। সন্ধ্যার পর এলাকার দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। নতুন পোশাক পেয়ে অনেকের মুখেই ফুটে ওঠে আনন্দের হাসি। আয়োজকদের মতে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার কথাও মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় রামের নামসংকীর্তন। ঢাক, করতাল আর ভজনের সুরে সারা রাত ভক্তিমূলক পরিবেশে মুখর হয়ে থাকে পুরো এলাকা। বহু মানুষ রাত জেগে এই নামসংকীর্তনে অংশ নেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, নির্বাচন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। কিন্তু মানুষের হৃদয়ে ধর্ম, ভক্তি ও মানবিকতার যে জায়গা রয়েছে, তা কোনো রাজনৈতিক বিভাজনে ম্লান হয় না। রায়মনিখাকির এই অনুষ্ঠান সেই বার্তাই নতুন করে তুলে ধরল। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা যেন শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় আচার নয়, বরং মানুষের মধ্যে ঐক্য, সহমর্মিতা ও সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

মিছিলের মধ্যেই মনোনয়ন জমা, গোসাবা ও ক্যানিং পশ্চিমে এসইউসিআই প্রার্থীদের লড়াইয়ের বার্তা

নয়া জামানা , ক্যানিং ঃ আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ক্যানিংয়ে মনোনয়ন জমা দিলেন এসইউসিআই-এর দুই প্রার্থী। বৃহস্পতিবার দুপুরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে একটি বড় মিছিল করে তাঁরা ক্যানিং মহকুমা শাসকের দফতরে পৌঁছান। মিছিল ঘিরে গোটা এলাকায় রাজনৈতিক উচ্ছ্বাস ও কৌতূহলের আবহ তৈরি হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে পুরো কর্মসূচি উৎসবের আবহেই সম্পন্ন হয়। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ১২৭ নম্বর গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন হরিপদ মন্ডল।

অন্যদিকে ১৩৮ নম্বর ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রামপ্রসাদ মিস্ত্রী। নির্ধারিত নিয়ম মেনে এদিন তাঁরা রিটার্নিং অফিসারের কাছে নিজেদের মনোনয়ন পত্র জমা দেন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর প্রার্থীরা জানান, এলাকার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা, উন্নয়ন ও স্থানীয় নানা ইস্যুকেই সামনে রেখে তাঁরা নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেছেন। মানুষের অধিকার রক্ষা এবং এলাকার উন্নয়নের প্রশ্নেই তাঁদের এই লড়াই বলে দাবি করেন তাঁরা। এদিনের মিছিল ও মনোনয়ন জমা কর্মসূচিতে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি দেখা যায়। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় প্রশাসনের পক্ষ থেকেও স্বস্তি প্রকাশ করা হয়েছে। নির্বাচনের আগে এই মনোনয়ন জমা ঘিরে এসইউসিআই শিবিরে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। দলীয় কর্মীদের আশা, মানুষের সমর্থন নিয়ে আসন্ন নির্বাচনে তারা উল্লেখ যোগ্য লড়াই দিতে পারে।

গোসাবায় রাজনৈতিক চমক! তৃণমূল-বিজেপি ছেড়ে ৫০ পরিবারের আরএসপিতে যোগদানের দাবি

কুতুব উদ্দিন মোল্লা, নয়া জামানা, গোসাবা ঃ প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ১২৭ নম্বর গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে ক্রমশই জমে উঠছে নির্বাচনী লড়াই। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জোরকদমে প্রচারে নেমেছে। এই কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস , ভারতীয় জনতা পার্টি , ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস , রেভোলুশেনারী সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং সোশ্যালিস্ট ইনিটি সেন্টারে অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)। ফলে গোসাবার রাজনৈতিক ময়দান এখন বেশ উত্তপ্ত। বৃহস্পতিবার প্রচারে বেরিয়ে আমতলি পঞ্চায়েতের পূর্ব আমতলি এলাকায় জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন আরএসপি প্রার্থী আদিত্য যোদ্ধার । সেই কর্মসূচির মধ্যেই রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন চমক দেখা যায়। আরএসপি সূত্রের দাবি, বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রায় ৫০টি পরিবারের প্রায় ২০০ জন সদস্য ওই দিন আনুষ্ঠানিকভাবে আরএসপিতে যোগ দেন। এ বিষয়ে প্রার্থী আদিত্য জোদ্ধার জানান, গোসাবা একসময় আরএসপির শক্ত ঘাঁটি ছিল। কিন্তু বিগত দিনে আমরা মানুষের কাছে সেভাবে পৌঁছাতে পারিনি। সেই কারণে অনেকেই আমাদের থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। এখন মানুষ আবার আমাদের উপর আস্থা রেখে ফিরে আসছেন। তিনি আরও দাবি করেন, তৃণমূল ও বিজেপির রাজনীতিতে মানুষ দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনা ও চাপের মধ্যে ছিলেন। সেই অসন্তোষের ফলই এখন দলবদলের মাধ্যমে সামনে আসছে এবং তার প্রতিফলন ভোটবাক্সেও দেখা যাবে। নতুনভাবে আরএসপিতে যোগ দেওয়া কর্মী-সমর্থকদের বক্তব্য, কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজনীতিতে এক ধরনের

বোঝাপড়া চলছে। সাধারণ মানুষ এতে অসন্তুষ্ট। তাই পরিবর্তনের আশায় আমরা আরএসপির সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। তবে এই যোগদানের দাবিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি। দলের এক স্থানীয় নেতা বলেন, আমতলিতে বিজেপি কর্মীরা আরএসপিতে যোগ দিয়েছে;এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফেও অভিযোগ করা হয়েছে, নিজেদের কর্মীদেরই আরএসপিতে যোগদান করিয়ে ছবি তুলে নির্বাচনে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা চলছে। তবে স্থানীয়দের মতে, নির্বাচনের আগে এই ঘটনাকে ঘিরে গোসাবায় রাজনৈতিক তরজা আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।

বারাসতে বিজেপির অন্দরে টানাপোড়েন, প্রার্থী বদলের দাবিতে সরব তাপস মিত্র

নয়া জামানা,বারাসত ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বারাসত কেন্দ্রে বিজেপির অন্দরে কোন্দল ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে। দলের ঘোষিত প্রার্থীকে ঘিরে অসন্তোষ তৈরি হওয়ায় প্রার্থী বদলের দাবি উঠেছে দলের একাংশের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে। এই বিরোধিতার নেতৃত্ব দিচ্ছেন বারাসত সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি তাপস মিত্র। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, অবিলম্বে বারাসতে বিজেপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে তিনি ইতিমধ্যেই কেন্দ্র এবং রাজ্য নেতৃত্বকে চিঠি পাঠিয়েছেন। দাবি পূরণ না হলে তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবেও নির্বাচনে লড়তে পারেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতির দায়িত্ব পান তাপস মিত্র। তবে ২০২৩ সালের অগস্ট মাসে দল তাঁকে সেই পদ থেকে সরিয়ে দেয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, সেই সময় থেকেই দলের অভ্যন্তরে

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গত বিধানসভা নির্বাচনে বারাসত কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়।

তাপস মিত্র তখনই রাজ্য নেতৃত্বকে শঙ্করকে প্রার্থী না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে পরাজিত হন শঙ্কর। এরপর ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বারাসত থেকে বিজেপি প্রার্থী করা হয় বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদারকে। তাতেও আপত্তি তুলেছিলেন তাপস। সেই নির্বাচনেও বিজেপি পরাজিত হয়। এবারও নিজেকে বারাসতের 'ভূমিপুত্র' দাবি করে তাপস মিত্র টিকিটের দাবিদার ছিলেন। কিন্তু দল ফের শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়কেই প্রার্থী করায় বিজেপির একাংশ কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় শঙ্করের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়তেও দেখা গেছে। যদিও এই পরিস্থিতির মধ্যেই প্রচার শুরু করেছেন শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, তদল আমাকে প্রার্থী করেছে। আমি প্রচার চালিয়ে যাচ্ছি। বাকিটা দলের বিষয়।দ তবে প্রার্থীকে ঘিরে দলের ভেতরের এই টানাপোড়েন নির্বাচনের আগে বারাসতে রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়িয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মনোনয়ন জমা দিয়ে রাস্তায় এস ইউ সি আই (সি), ডায়মন্ড হারবারে মিছিল ও আন্দোলনের ডাক

নুরউদ্দিন, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার মহকুমায় রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। সেই আবহেই বৃহস্পতিবার, ২ এপ্রিল এস ইউ সি আই (সি) দলের ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলা কমিটির উদ্যোগে একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীরা আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন। মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়দিঘি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে গুনসিন্ধু হালদার, মন্দিরবাজার থেকে শিশির মণ্ডল, মগরাহাট পূর্ব থেকে সোমনাথ নস্কর, মগরাহাট পশ্চিম থেকে গোরা জমাদার এবং কুল্পী বিধানসভা কেন্দ্র থেকে যমুনা তাঁতী প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেন। ডায়মন্ড হারবার মহকুমাশাসকের দপ্তরে নির্ধারিত নিয়ম মেনেই এই মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়

প্রার্থীরা এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথাও তুলে ধরেন। বিশেষ করে সার প্রক্রিয়ার জেরে বহু সাধারণ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। এই ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলেও দাবি করেন দলের নেতারা। এস ইউ সি আই (সি) নেতৃত্বের দাবি, ভোটাধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। এই সমস্যার সমাধানের দাবিতে আগামী দিনে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার ডাকও দেওয়া হয়েছে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে ডায়মন্ড হারবার শহরে একটি সুসজ্জিত মিছিল বের করা হয়। মিছিল শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে এবং সেখানে কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা যায়। পুরো কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন দলের জেলা সম্পাদক বিশ্বনাথ সরদার। নির্বাচনের প্রাক্কালে এস ইউ সি আই (সি)-এর এই কর্মসূচি রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন অনেকেই।

প্রচারে বাধা অভিযোগে উত্তাল ডায়মন্ড হারবার, আগুন জ্বালিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ বিজেপির

নয়া জামানা,ডায়মন্ড হারবার ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে নির্বাচনী উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। বৃহস্পতিবার সকালে সেই উত্তেজনা নতুন মাত্রা পায়, যখন প্রচারে বাধার অভিযোগ তুলে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদার এবং তাঁর সমর্থকেরা। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন সকালে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের মানখন্ড এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে যান বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদার। অভিযোগ, সেখানে তাঁর প্রচারে বাধা দেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকেরা। শুধু বাধা নয়, তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভও দেখানো হয় বলে দাবি বিজেপি প্রার্থীর। এই ঘটনায় এলাকায় দ্রুত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দীপক হালদারের অভিযোগ, নির্বাচনী প্রচার করতে গেলে বারবার বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে বিজেপি কর্মীদের। এমনকি এলাকায় দেয়াল লিখন করতেও বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি তাঁর। তিনি আরও অভিযোগ করেন, পুলিশ প্রশাসনের একাংশ শাসকদলকে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করছে। তাঁর কথায়, গণতন্ত্রে সব দলের সমান অধিকার থাকার কথা। কিন্তু এখানে বিরোধী দলকে কার্যত কোণঠাসা করে রাখা হচ্ছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা ডায়মন্ড হারবার প্রশাসনিক ভবনের কাছে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করলে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ওই গুরুত্বপূর্ণ সড়কে গাড়ির দীর্ঘ লাইন পড়ে এবং সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডায়মন্ড হারবার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে অবরোধ তুলে নেওয়া হয় এবং ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে নির্বাচনের আগে এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। অনেকের মতে, রাজনৈতিক সংঘাতের জেরে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষই।

মনোনয়ন ঘিরে মিছিল, বারুইপুরে প্রার্থীদের নিয়ে পথে এসইউসিআই(সি)

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক কেন্দ্রে প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দিল এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দল। বৃহস্পতিবার বারুইপুর মহকুমা শহরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ মিছিলের মধ্য দিয়ে চারজন প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দেন। দলীয় সূত্রে জানা যায়, জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নিরঞ্জন নস্কর, কুলতলী কেন্দ্র থেকে শঙ্কর নস্কর, সোনারপুর উত্তর কেন্দ্র থেকে অনিন্দ্য রায় চৌধুরী এবং সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে মিনতি মিত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেশ করেন। মনোনয়ন জমাকে ঘিরে এদিন সকাল থেকেই বারুইপুরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। এই উপলক্ষে বারুইপুর রেল ময়দান থেকে বারুইপুর এসডিও অফিস পর্যন্ত একটি সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খল মিছিলের আয়োজন করা হয়। দলীয় পতাকা ও

ব্যানার হাতে নিয়ে কর্মী-সমর্থকরা স্লোগান দিতে দিতে মিছিলে অংশ নেন। মিছিলে চারজন প্রার্থী নিজে উপস্থিত থেকে কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটেন। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কুলতলী বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদার সহ দলের একাধিক জেলা নেতৃত্ব ও সংগঠকরা।

তাঁদের বক্তব্য, সাধারণ মানুষের দাবি, অধিকার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার লক্ষ্যেই এসইউসিআই(সি) এই নির্বাচনী লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছে। মানুষের সমস্যা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আগামী দিনেও আন্দোলন জারি থাকবে বলেও তাঁরা জানান।

এদিনের মিছিলে প্রায় দুই শতাধিক কর্মী ও সমর্থকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

শোভাযাত্রায় শক্তি প্রদর্শন, বারুইপুরে জনসংযোগে তৃণমূল প্রার্থী বিমান ব্যানার্জি

জাহেদ মিস্ত্রি , নয়া জামানা, বারুইপুর ঃ বারুইপুর পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিমান ব্যানার্জি। বৃহস্পতিবার এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও জনসংযোগ কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি এলাকার মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন। কাউন্সিলর আশীষ দেব রায়ের সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়ে। শোভাযাত্রাটি শুরু হওয়ার পর থেকেই গোটা এলাকা উৎসবের আবহে মেতে ওঠে। রঙিন পতাকা, ব্যানার ও ঢাক-ঢোলের তালে তালে এগিয়ে চলে মিছিল। বিশেষ আকর্ষণ ছিল আদিবাসী নৃত্য এবং ধামসা-মাদলের তালে তালে পরিবেশিত সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এসবের মধ্য দিয়ে পুরো এলাকা এক উৎসবমুখর পরিবেশে পরিণত হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এই শোভাযাত্রা উপভোগ করেন এবং প্রার্থীকে শুভেচ্ছা জানান। দলীয় সূত্রে জানা যায়, কয়েক হাজার কর্মী ও সমর্থক এই শোভাযাত্রায় অংশ নেন। ফলে প্রচার কর্মসূচি কার্যত এক জনসমুদ্রে রূপ নেয়।

বিভিন্ন পাড়া ও রাস্তা ঘুরে শোভাযাত্রা এগিয়ে গেলে সাধারণ মানুষের সাড়া ছিল চোখে পড়ার মতো। এই জনসংযোগ কর্মসূচির সময় প্রার্থী বিমান ব্যানার্জি এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি মনোযোগ দিয়ে শোনেন।

ভোট স্পেশাল

নয়া জামানা

রোদ গরম উপেক্ষা করে বাড়ি বাড়ি প্রচার চালাচ্ছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার বিধানসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী হাসিনা খাতুন। প্রতিটি মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাকে জয়ী করার আবেদন রাখছেন। ছবি ঃ আমিনুর রহমান । নয়া জামানা । বর্ধমান

নদীয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভার পলাশী সুগার মিল এলাকায় সিপিআইএম প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিন সেখ ভোট প্রচার করেন।। নয়া জামানা। কালীগঞ্জ।।

তৃণমূল প্রার্থী মলয় ঘটক এর সমর্থনে প্রচারে অভিনেতা সাংসদ দেব। ছবি ঃ সীতারাম মুখার্জি । নয়া জামানা । আসানসোল

চেংমারিতে ভোটের প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রাজীব তির্কি।। ছবি ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, নয়া জামানা

নদীয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ দেবগ্রামে ভোট প্রচারে।। নয়া জামানা । কালীগঞ্জ।।

বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে মনোনয়নের আগে তৃণমূল প্রার্থী অর্পিতা ঘোষ বোল্লা কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে আশীর্বাদ নেন। ছবি ঃ সাজাহান আলী । নয়া জামানা, পতিরাম

ভোটের আগে জনতার দরজায় তৃণমূল, পারুলিয়া বাজারে প্রচারে বসুন্ধরা। ছবি ঃ অত্রি চক্রবর্তী। নয়া জামানা । পূর্বস্থলী

দিনহাটা মহকুমা শাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়। ছবি ঃ প্রদীপ কুণ্ডু, নয়া জামানা

প্রার্থীর হয়ে পোস্টার লাগাচ্ছেন দলের এক নিষ্ঠাবান কর্মী। ছবি ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, নয়া জামানা

জামুড়িয়ার জয়নগর অঞ্চলের বিভিন্ন বুথে জনসংযোগে বিজেপি প্রার্থী বিজন মুখার্জি। এলাকার মানুষজনের স্বাস্থ্যেরও খবর নিলেন প্রার্থী । ছবি ঃ রাকেশ লাহা,নয়া জামানা, জামুড়িয়া

তুরতুরী চা বাগানে নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি প্রার্থী মনোজ কুমার উড়াও। ছবি ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, নয়া জামানা

তৃণমূলের প্রতীক নিয়ে শোভাযাত্রায় একজন প্রবীণ কর্মী। ছবি ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, নয়া জামানা

বালুরঘাটে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার আগে বিজেপির বর্ণাঢ্য মিছিল। ছবি ঃ নয়া জামানা । পতিরাম

আলিপুরদুয়ার মহকুমা শাসকের দপ্তরে মনোনয়ন জমা দিলেন ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃনমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুভাষ চন্দ্র রায়। ছবি ঃ সুকমল ঘোষ, নয়া জামানা

মহাকুমা শাসকের হাতে মনোনয়নপত্র তুলে দিলেন মাটিগাড়া নকশালবাড়ি তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শংকর মালাকার। ছবি ঃ উত্তম সিংহ, নয়া জামানা

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-04-2026 04:38 Page 12

ইরান যুদ্ধ যেভাবে আমিরাতের লিবেরাল মুখোশ খুলে দিয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সম্প্রতি একটি ইরানি ড্রোন দুবাই বন্দরে কুয়েতের একটি তেলবাহী জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেয়। জাহাজটির নাম আল সালমি। সেটিতে ছিল ২০ লাখ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল। খবরটি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু অবাক করা বিষয় হলো ; জ্বলন্ত জাহাজের কোনো ভিডিও বা ছবি প্রায় কেউই দেখতে পায়নি। শুধু একটি দূর থেকে তোলা ছবি সামনে এসেছিল, যেখানে ধোঁয়া উঠছিল পানির উপর দিয়ে। আজকের দিনে যেকোনো হামলার ছবি স্মার্টফোনে তুলে মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে। ইরান, ইসরায়েল, লেবাননেও তা হয়েছে। কিন্তু দুবাইয়ে হয়নি। এর কারণ কী? কারণটা সহজ। সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার ইরান যুদ্ধের খবর নিয়ন্ত্রণে রাখতে মাঠে নেমেছে। যে কেউ হামলার ছবি বা ভিডিও শেয়ার করলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। গত ১২ মার্চ দুবাইয়ের ক্রিক হারবার এলাকায় একটি আবাসিক ভবনে ইরানি ড্রোন আঘাত করে। সেই ভবনের তিনজন বাসিন্দা শুধু পরিবারকে জানাতে নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের ছবি ব্যক্তিগত বার্তায় পাঠিয়েছিলেন। তাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর আগে একটি প্রাইভেট গ্রুপ চ্যাটে হামলার খবর শেয়ার করায় ২১ জনকে আটক করা হয়।দেশটির সাইবার অপরাধ আইনে বলা আছে, 'মিথ্যা খবর, গুজব বা উত্তেজনামূলক কিছু প্রচার করলে' শাস্তি হবে। শাস্তি হিসেবে

রয়েছে দুই বছরের জেল, দেশ থেকে বহিষ্কার এবং ২০ হাজার থেকে ২ লাখ দিরহাম পর্যন্ত জরিমানা।'ডিটেইনড ইন দুবাই' নামের একটি সংস্থা আছে, যারা বিদেশে বিপদে পড়া মানুষদের আইনি সহায়তা দেয়। তাদের প্রধান রাধা স্টার্লিং বলেন, 'যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এই আইনে শত শত সাধারণ মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছে। এটা সম্ভবত কম হিসাব।' তিনি আরও জানান, নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা রাস্তায় মানুষকে থামিয়ে তাদের ফোন তল্লাশি করছে, এমনকি বাড়িতে গিয়েও একই কাজ করছে। স্টার্লিং বলেন, 'ফিলিপিনো গৃহকর্মী থেকে শুরু করে কোটিপতি পর্যন্ত সবাই এর শিকার। এটা সত্যিই কঠোর ও ব্যাপক প্রয়োগ।'আমিরাতের অ্যাটর্নি জেনারেল হামাদ সাইফ আল শামসি বলেছেন, হামলার ছবি শেয়ার করলে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াতে পারে এবং 'দেশের আসল পরিস্থিতি সম্পর্কে ভুল ধারণা' তৈরি হতে পারে।

কিন্তু অনেক দেশি-বিদেশি সাংবাদিকও এই নিয়মের কারণে দিনের পর দিন আটক থেকেছেন বলে জানা গেছে।কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস-এর মধ্যপ্রাচ্য বিভাগের পরিচালক সারা কুদাহ বলেন, আমিরাতে কাজ করা সাংবাদিকরা গোপনে তাকে জানিয়েছেন যে 'তারা কী ঘটছে সে বিষয়ে কিছু প্রকাশ করতে বা কোনো মিডিয়ায় কথা বলতে পারছেন না ; কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।'দুবাই নিজেকে সবসময় 'বিশ্বের নিরাপদতম শহর' বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু এই যুদ্ধে সেই ভাবমূর্তিতে বড় আঘাত লেগেছে। আমিরাত-র প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে দেশটিতে ১,৯৭৭টি ড্রোন, ১৯টি ক্রুজ মিসাইল এবং ৪৩৩টি ব্যালিস্টিক মিসাইল আঘাত করেছে।অনেক বিদেশি নাগরিক দুবাই ছেড়ে চলে গেছেন। স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইনে চলছে। দুবাই বিমানবন্দর এখনো মাত্র ৬০ ক্ষমতায় চলছে।শহরের একজন ব্রিটিশ প্রবাসী (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বলেন, 'আমিরাত সবসময় তার ভাবমূর্তি নিয়ে খুব সচেতন। তারা সেটা রক্ষা করতে চাইছে। মানুষ মেনে নেবে যে এটা পশ্চিমের চেয়ে বেশি কর্তৃত্ববাদী। কিন্তু নিরাপত্তা কমে গেলে মানবে না।'শারজাহর আমেরিকান ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক শ্রেয়া মিত্র বলেন, 'ভারত বা পাকিস্তান থেকে আসা মানুষের কাছে দুবাই এখনো অনেক বেশি নিরাপদ মনে হতে পারে।' তিনি আরও জানান, দক্ষিণ এশিয়ার ইনফ্লুয়েন্সাররা রাত ২টায় রমজানের খাবার উৎসব থেকে পোস্ট করে বলছেন, 'আমি এখানে আছি, দিল্লিতে এটা সম্ভব হতো না।' রাধা স্টার্লিং এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলেন, 'যদি তারা শুধু মিসাইল ও ড্রোন ঠেকানোর দিকে মনোযোগ দিত, তাহলে দীর্ঘমেয়াদে তাদের ভাবমূর্তি আরও ভালো হতো। কিন্তু সাইবার অপরাধ আইনে মানুষ ধরে ধরে গ্রেপ্তার করায় দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হয়ে গেছে।'সারা কুদাহও একমত। তিনি বলেন, 'বিশ্বের প্রতিটি সরকারকে বুঝতে হবে যে সেন্সরশিপ আর নিষেধাজ্ঞায় কোনো কাজ হয় না। বরং এটা সেই দেশগুলোর ভাবমূর্তি নষ্ট করে দেয়।'

হরমুজ টপকাতে এবার দিতে হবে মোটা কর!

আমেরিকা-ইজরায়েলের জাহাজে নিষেধাজ্ঞা ইরানের

বিশ্বের মোট অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের প্রায় ২০ শতাংশ ইরান ও ওমানের মাঝে অবস্থিত এই গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী দিয়ে পরিবাহিত। নতুন টোলের বিষয়ে বিস্তারিত না জানা গেলও জাহাজ পিছু টোলের পরিমাণ জাহাজ পিছু এই খরচের পরিমাণ প্রায় ২০ লক্ষ ডলার, যা ভারতীয় মুদ্রায় ১৮ কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে বলে খবর। যুদ্ধের খরচ তোলার জন্য ইরান এই নতুন নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।ফেলো কড়ি মাখো তেলখ। এ ক্ষেত্রে অবশ্য মাখার কথা নয়, বয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা বাজা ইস্তক আলোচনার কেন্দ্রে হরমুজ প্রণালী।

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিশ্বের মোট অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের প্রায় ২০ শতাংশ ইরান ও ওমানের মাঝে অবস্থিত এই গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী দিয়ে পরিবাহিত। নতুন টোলের বিষয়ে বিস্তারিত না জানা গেলও জাহাজ পিছু টোলের পরিমাণ জাহাজ পিছু এই খরচের পরিমাণ প্রায় ২০ লক্ষ ডলার, যা ভারতীয় মুদ্রায় ১৮ কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে বলে খবর। যুদ্ধের খরচ তোলার জন্য ইরান এই নতুন নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।ফেলো কড়ি মাখো তেলখ। এ ক্ষেত্রে অবশ্য মাখার কথা নয়, বয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা বাজা ইস্তক আলোচনার কেন্দ্রে হরমুজ প্রণালী। এবার সেই হরমুজ দিয়ে তেল বহনের জন্য টোল ট্যাক্স অর্থাৎ বহন কর বসানোর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েই নিল ইরান। হরমুজ দিয়ে যাতায়াতে আমেরিকাকেও নগদ কড়ি খসিয়েই পার করতে হবে জাহাজ।ইতিমধ্যে হরমুজ সংলগ্ন অঞ্চলে ভারতের পতাকাবাহী ১৮টি জাহাজ আটকে রয়েছে। ভারতকে বন্ধু দেশের তকমা দিয়ে হরমুজ পার হওয়ার অনুমোদন দিয়েছে তেহরান। কিন্তু তার পরেও তা সম্ভব হচ্ছে না সহজে। আরও দশটি জাহাজ পারস্য সাগরে আটকে রয়েছে। ফলে বড় প্রভাব পড়ছে ভারতের বাজারে। ইতিমধ্যে অপরিশোধিত তেল বহন করে ভারতে পৌঁছেছে মাত্র চারটি জাহাজ, যা দেশের চাহিদার তুলনায় খুবই কম। ভারতের জাহাজগুলি-সহ প্রায় পাঁচশো জাহাজ ওই অঞ্চলে আটকে রয়েছে বলে সূত্রের খবর। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই ইরান হরমুজ দিয়ে জাহাজ চলাচলার উপর টোল বসানোর পরিকল্পনা করে রেখেছিল। এবার তা বাস্তবায়িত হল। হরমুজে জাহাজ যাতায়াতের জন্য চড়া হারে টোল আদায়ের সিদ্ধান্ত নিল ইরান। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ এটি। ইরান-ইজরায়েল সংকটের মধ্যে এই অংশটি নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। আর ঠিক এহেন পরিস্থিতিতেই তেহরানের সিদ্ধান্ত, ওই জলপথ দিয়ে যাতায়াতকারী জাহাজগুলির উপর বেশি হারে টোল আরোপ করা হতে পারে। ওমানের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে ইরান এই ব্যবস্থা কার্যকর করবে।পাশাপাশি আমেরিকা ও ইজরায়েলের জাহাজগুলিকে এই প্রণালী ব্যবহার করতে দেবে না বলেও সাফ জানিয়ে দিল ইরান। ফলে আন্তর্জাতিক জ্বালানির বাজারে নতুন করে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ইরানের পার্লামেন্টের নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি ইতিমধ্যেই এই পরিকল্পনায় সবুজ সংকেত দিয়েছে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, শুধু টোল নয়, এর সঙ্গে জাহাজ চলাচলের নতুন প্রোটোকল, পরিবেশ সুরক্ষা এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তার মতো বিভিন্ন বিষয়ও জড়িয়ে রয়েছে। একইসঙ্গে যেসব দেশ ইরানের বিরুদ্ধে একতরফা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, তাদের জাহাজগুলি নিয়েও কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভাবনা চিন্তা চলছে বলে জানা গিয়েছে।বিশ্বের মোট অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের প্রায় ২০ শতাংশ ইরান ও ওমানের মাঝে অবস্থিত এই গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী দিয়ে পরিবাহিত। নতুন টোলের বিষয়ে বিস্তারিত না জানা গেলও জাহাজ পিছু টোলের পরিমাণ জাহাজ পিছু এই খরচের পরিমাণ প্রায় ২০ লক্ষ ডলার, যা ভারতীয় মুদ্রায় ১৮ কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে বলে খবর। যুদ্ধের খরচ তোলার জন্য ইরান এই নতুন নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ইরান যুদ্ধে প্রেমে কাঁটা!

লাটে উঠল ভারতের কন্ডোম শিল্প,

আকালের জেরে বাড়তে পারে দাম

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ রান্নাঘরের পাশাপাশি ইরান যুদ্ধের প্রভাব এবার বেডরুমেও। হরমুজ বন্ধে পর্যাপ্ত কাঁচামালের অভাবে লাটে ওঠার জোগাড় ভারতের ৮৬০ মিলিয়ন ডলারের কন্ডোম শিল্প। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে অনুমান করা হচ্ছে, একলাফে অনেকটা বেড়ে যেতে পারে কন্ডোমের দাম। যার প্রভাব অত্যন্ত গুরুতর হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।ভারতের কন্ডোম প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি প্রতি বছর ৪০০ কোটি ইউনিটের বেশি কন্ডোম তৈরি করে। তবে যুদ্ধের জেরে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে পেট্রোকেমিক্যাল ও লুব্রিকেন্টের সরবরাহ। যার জেরে ধুঁকছে সংস্থাগুলি। এই তালিকায় রয়েছে সরকারি কন্ডোম প্রস্তুতকারী সংস্থা এইচএলএল লাইফকেয়ার লিমিটেড। প্রতি বছর এই সংস্থা ২২১ কোটি কন্ডোম নির্মাণ করে। বিপাকে পড়েছে ম্যানকাইন্ড ফার্মা, কুপিড লিমিটেডের মতো সংস্থাগুলিও।কন্ডোম নির্মানের প্রধান দুটি উপকরণ হল সিলিকন তেল এবং অ্যামোনিয়া। এরমধ্যে সিলিকন তেল হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লুব্রিক্যান্ট। যুদ্ধের জেরে এর উৎপাদনে ব্যাপক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। কাঁচা ল্যাটেক্সকে শোধন করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী হল অ্যামোনিয়া। এই সব পণ্যের

দাম ৪০-৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে মনে করা হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, কন্ডোমের প্যাকেজিং উপকরণের দাম বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রভাবিত হচ্ছে আমদানি। এই ঘটনায় কর্নাটক ড্রাগস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের জতিশ এন শেঠ বলেন, 'যুদ্ধের জের পেট্রোকেমিক্যালের সঙ্গে জড়িত যে কোনও শিল্পই প্রভাবিট হবে। আমরাও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।'কন্ডোম উৎপাদন সংস্থার এক আধিকারিক বলেন, পিভিসি ফয়েল, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ও প্যাকেজিং উপকরণের মতো কাঁচামালের সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় ও দাম ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় এর প্রভাব উৎপাদনের উপর পড়েছে। সিলিকন তেল, অ্যামোনিয়ার দাম ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষজ্ঞদের দাবি অনুযায়ী, এই সংকটের প্রভাব শুধুমাত্র শিল্পক্ষেত্রে পড়বে না, সামাজিকভাবেও অত্যন্ত খারাপ প্রভাব পড়বে। পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় ভারতে অনেক কম লাভে তৈরি করা হয় কন্ডোম। দেশের ১৪০ কোটি মানুষের জন্য কন্ডোমকে সহজলভ্য করে তুলতে এবং জনসংখ্যায় লাগাম পরাতেই এই উদ্যোগ। তবে উৎপাদনের খরচ বাড়লে দাম বাড়ানো ছাড়া উপায় থাকবে না। সেক্ষেত্রে কন্ডোমের বিক্রি কমে আসতে পারে। পরিবার পরিকল্পনায় যার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

জীবিকার টানে নরকে! ভিনদেশে প্রতিদিন ২০ ভারতীয় শ্রমিকের মৃত্যু, চাঞ্চল্যকর তথ্যপ্রকাশ কেন্দ্রের

গত পাঁচ বছরে প্রতিদিন বিদেশে কর্মরত ২০ জন ভারতীয় শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। অধিকাংশ মৃত্যু ঘটেছে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে। ইরান যুদ্ধের জেরে মধ্যপ্রাচ্যের অস্থায়ী বাসিন্দা ভারতীয়দের নিয়ে যখন উদ্বেগ বাড়ছে, সেই সময় অস্বস্তিকর তথ্য সামনে আনল বিদেশ মন্ত্রক। সংসদে বিরোধীদের লিখিতে প্রশ্নের জবাবে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছেন বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং। তিনি জানিয়েছেন, ২০২১ সাল থেকে ২০২৫-এর মধ্যে বিদেশে ৩৭৭৪০ জন ভারতীয় শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ২০২১ সালে সবচেয়ে বেশি ৮২৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর সংখ্যা ২০২২ সালে কমে হয় ৬৬১৪ জন। পরবর্তী তিন বছরে, যথাক্রমে ২০২৩ (৭৯২১), ২০২৪ (৭৭৪৭) এবং ২০২৫ (৭৮৫৪) সালে তা বাড়তে থাকে। মোট মৃত্যুর ৮৬ শতাংশই ঘটেছে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে। সবচেয়ে বেশি আরব আমিরশাহী (১২৩৮০) এবং সৌদি আরবে (১১৭৫৭)। পাঁচ বছরের সময়পর্বে ভারতীয় হাইকমিশনে কর্মক্ষেত্রে হেনস্তা, শোষণের মতো ৮০৯৮৫ টি অভিযোগ জমা পড়ে। ২০২১-'২৫-এর মধ্যে সবচয়ে বেশি অভিযোগ (১৬৯৬৫) আরব আমিরশাহীতে। এর পর রয়েছে কুয়েত এবং সৌদি আরব। কমনওয়েলথ মানবাধিকার সংগঠনের তথ্য বলছে, ২০১২-'১৮ সালের মধ্যে প্রতিদিন ১০ জন ভারতীয় শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে। অন্যদিকে ২০২১ থেকে ২০২৫ এই পাঁচ বছরে এই অঞ্চলে প্রতিদিন ১৮ জন কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশ মিলিয়ে এই হিসাবে করলে দিনে ২০ জন ভারতীয় শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং দাবি করেছেন, হাইকমিশন অভিযোগ পাওয়া মাত্র বিদেশ মন্ত্রকের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, তার পরেও এই পরিমাণ মৃত্যু কীভাবে?কীর্তির জবাব, আইনি সহায়তা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্যে, ভারতীয় শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় সরকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে শ্রম ও জনশক্তি সহযোগিতা বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে।

মানুষের কথা বলাতেই কণ্ঠরোধের চেষ্টা! আপের পদ খুইয়ে নীরবতা ভাঙলেন রাঘব চাড্ডা

আম আদমি পার্টি তাঁকে রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। আর তারপরই এদিন এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টের মাধ্যমে নীরবতা ভাঙলেন রাঘব চাড্ডা। কিন্তু সেই পোস্টে কী দেখা গেল? শোনা যাচ্ছিল, আপের সঙ্গে ক্রমেই দূরত্ব বাড়ছে রাঘবের। পার্টির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে তাঁর নাকি কোনওরকম যোগাযোগ নেই। এমনকী কেজরিওয়াল মুক্তি পাওয়ার পরও তাঁর সঙ্গেও দেখা করেননি তিনি। এর মধ্যেই আপের তরফে রাজ্যসভায় একটি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, রাঘবের বদলে ডেপুটি লিডার করা হবে অশোক মিত্তলকে। শুধু তাই নয়, আপের বরাদ্দ সময় থেকে বলার জন্য সময়ও দেওয়া হবে না চাড্ডাকে। এই পরিস্থিতিতে এক্স হ্যান্ডলে একটি মন্তাজ ভিডিও পোস্ট করেছেন রাঘব। সেখানে অবশ্য তাঁরই রাজ্যসভার বিভিন্ন মুহূর্ত দেখা গিয়েছে। যদিও পরিষ্কার নয়, এই ভিডিও পোস্ট করে ঠিক কী বার্তা দিতে চাইলেন তিনি। এমনিতে সংসদে জনতার ইস্যু তুলে ধরে ইদানিং সোশাল মিডিয়ায় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন তিনি। এদিনের শেয়ার করা ভিডিও-মুহূর্তও

যেন সেদিকেই নির্দেশ করছে। মোবাইল সংস্থাগুলির ট্যারিফ ৩০ দিনের পরিবর্তে ২৮ দিন কেন প্রশ্ন তোলা থেকে গিগ কর্মীদের পাশে দাঁড়ানো, পিতৃত্বকালীন ছুটির মতো নানা ইস্যুতেই তাঁকে সওয়াল করতে দেখা যাচ্ছে কোলাজ ভিডিওয়। তাহলে কি নিজের সক্রিয়তার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাঁকে ডেপুটি লিডারের পদ থেকে সরানো নিয়েই পালটা খোঁচা দিলেন রাঘব। এদিকে আপের এক সূত্র দাবি করেছে, তিনি মানুষের কথা বলছেন বলেই দল তাঁকে সরিয়ে দিয়েছে। তবে আলাদা করে সেই দাবির সমর্থনে রাঘব-ঘনিষ্ঠ কেউ কোনও কথা বলেননি। তবে অনেকেরই মতে, রাঘবের পোস্ট যেন সেকথাই বলছে। এদিকে সেই ভিডিওটি শেয়ার করেছেন রাঘবের স্ত্রী অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়াও। প্রসঙ্গত, আপের তরফে চিঠিতে যাকে নতুন ডেপুটি লিডার করতে বলা হয়েছে,

সেই অশোক মিত্তল দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ। তবে রাঘবকে সরানোর পাশাপাশি যেভাবে তাঁকে বলতে সময় না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, সেটা রাঘবের জন্য বড় ধাক্কা।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-04-2026 04:38 Page 13

ইডেনেও হাসি ফিরল না রাহানেদের, আইপিএলে টানা দ্বিতীয় হার কেকেআরের

ইডেনেও হাসি ফিরল না অজিঙ্ক রাহানেদের। বলা ভালো, ঘরের মাঠে মুখ ব্যাজার করে থাকতে হল কলকাতা নাইট রাইডার্সকে। প্রথম ম্যাচে ২২০ তুলেও হারের পর চেহারাটা বিশেষ বদলায়নি নাইটদের। বৃহস্পতিবাসরীয় ম্যাচেও হোম অ্যাডভান্টেজ নিতে ব্যর্থ বলিউড বাদশার দল। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের দেওয়া ২২৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে কেকেআর গুটিয়ে গেল মাত্র ১৬১ রানে। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে হারতে হল কেকেআর-কে। শুরুটা অবশ্য খারাপ করেননি ফিন অ্যালেন। প্রথম ওভারে ২৪ রান করলেন কিউয়ি তারকা। যদিও ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেন না তিনি। ৮ বলে ২৭ রান সাজঘরে ফিরলেন হর্ষ দুবের অসাধারণ ক্যাচে। চার ওভারে ৫০ পার হলেও ব্যাট হাতে ব্যর্থ নাইট অধিনায়ক রাহানে। তাঁর সংগ্রহ ১০ বলে মাত্র ৮ রান। এরপর হাস্যকর রান আউটের শিকার ২৫ কোটির অজি তারকা ক্যামেরন গ্রিন। এই ম্যাচেও বল তো করলেনই না, ব্যাট হাতেও 'দায়িত্ব নিয়ে' ডোবালেন। ঈশান মালিঙ্গার বলে সোজা মারেন অঙ্গকৃষ রঘুবংশী। পা দিয়ে আটকান মালিঙ্গা। কিন্তু ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন দুই ব্যাটার। রান আউট করেন বোলার। প্রথমে রঘুবংশী সাজঘরের দিকে পা বাড়ালেও দেখা যায় ব্যাটাররা ক্রস করেননি। ফলে আউট হন গ্রিন। ৩ উইকেট পড়লেও লড়াই থেকে সরে আসেনি কেকেআর। নবম ওভারে ১০০ পার করে তারা। গত ম্যাচের ফর্ম এ ম্যাচেও বজায় রাখেন নাইট উইকেটকিপার অঙ্গকৃষ। তবে ২৭ বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করলেও তাঁর ইনিংস বেশি দূর নিয়ে যেতে পারেননি। রিঙ্কু সিংয়ের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট তিনিও। বলা চলে দু'টি রান আউটই কেকেআরের কাছ থেকে জয় ছিনিয়ে নিল। ব্যর্থ হলেন অনুকূল রায়ও। নীতীশ কুমার রেড্ডির বলে শূন্য রানে আউট হলেন তিনি। এরপর কিছুটা লড়লেন রিঙ্কু সিং। কিন্তু যে ফিনিশারের ভূমিকায় এত দিন তাঁকে দেখে অভ্যস্ত ক্রিকেট মহল, সেই রিঙ্কু কোথাও যেন উধাও। ম্যাচ শেষ করে হিরো হয়ে ওঠার সুবর্ণ সুযোগ হারালেন এই বাঁহাতি তারকা। করলেন ২৫ বলে ৩৫। অর্থাৎ স্ট্রাইক রেটও আহামরি হয়। মাত্র ১৪০। নীতীশই ফেরালেন নাইটদের সহ-অধিনায়ককে। এরপর তেড়েফুঁড়ে উঠে জোড়া ছক্কা হাঁকালেন সুনীল নারিন। ব্যস, ওইটুকুই। মালিঙ্গার বলে সাজঘরে ফেরেন তিনি। আর বাকি ব্যাটাররা? আয়ারাম গয়ারাম। শেষ পর্যন্ত ১৬১ রানে অলআউট কেকেআর। ঘরের মাঠে ৬৫ রানে বড় হার কেকেআরের। প্রথমত, নাইট অধিনায়ককে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতেই হবে। এদিন তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল মাত্র ৮০। যেখানে পাহাড়প্রমাণ রান তাড়া করতে হবে, সেখানে এমন 'শান্ত' ব্যাটিং সত্যিই বেমানান। দ্বিতীয়ত, রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীর হলটা কী, সেটাও একটা রহস্য। শনির দশা সেই বিশ্বকাপের দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ থেকে চলছে। যা কবে কাটবে, কেউ জানে না। তাছাড়াও ক্যামেরন গ্রিনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ হতে হবে কেকেআর ম্যানেজমেন্টকে। সব মিলিয়ে নাইটদের প্রথম জয়ের অপেক্ষা বাড়ল।

১২০/৩ থেকে যেভাবে ধসে গেল কেকেআর ইনিংস, তাতে রীতিমতো আত্মসমীক্ষা প্রয়োজন। নাহলে সমূহ বিপদ। উল্লেখ্য, প্রথমে ব্যাট করতে নেমে 'রণংদেহি' মেজাজে শুরু করেছিলেন সানরাইজার্স ওপেনার ট্যাভিস হেড এবং অভিষেক শর্মা। ২১ বলে ৪৬ করেন হেড। ২১ বলে ৪৮ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন অভিষেক। হাইনরিখ ক্লাসেন ও নীতীশ রেড্ডির জুটিতে ওঠে ৮২ রান। ২৪ বলে ৩৯ রান করে সাজঘরে ফেরেন নীতীশ। ৩৪ বলে হাফসেঞ্চুরি করে হায়দরাবাদকে বড় রানে নিয়ে গেলেন ক্লাসেন। ৮ উইকেটে ২২৬ রানে থামল সানরাইজার্স ইনিংস। জবাবে ১৬১ রানের বেশি এগোয়নি নাইটদের ইনিংস।

কেন ছাঁটাই হয়েছিলেন মুস্তাফিজুর?

কেকেআরের পাশে দাঁড়িয়ে জবাব আইপিএল চেয়ারম্যানের

৯.২ কোটি টাকায় বাংলাদেশের মুস্তাফিজুর রহমানকে দলে নিয়েছিল কেকেআর। যদিও বিসিসিআইয়ের নির্দেশে আইপিএল খেলা হয়নি তাঁর। যা নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। তবে বাংলাদেশি পেসারকে দলে না থাকায় নাইটদের পেস আক্রমণে প্রভাব পড়েছে। যা নিয়ে অবশেষে মুখ খুলেছেন আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমাল। মুস্তাফিজুরের আইপিএলে না খেলা নিয়ে নিয়ে সংযত প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সংবাদমাধ্যমকে ধুমাল বলেন, তআমি শুধু এটুকুই বলব, বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক। এর বাইরে আমার বিশেষ কিছু জানা নেই।দ পাশাপাশি তিনি আরও যোগ করেন, তআমি মনে করি না সরকার প্রতিদিনের ক্রিকেটের পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনও ভূমিকা বা বক্তব্য রেখেছে। সরকার সার্বিকভাবে ক্রিকেটকে সমর্থন করে। তবে হ্যাঁ, কখনও কখনও আমাদের চারপাশে এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমি নিশ্চিত, সকলের শুভবুদ্ধির উদয় হবে। এমন পরিস্থিতি আর তৈরি হবে না। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মালম্বী সংখ্যালঘুদের উপরে অত্যাচারের কারণে

কেকেআরের বাংলাদেশি ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানের আইপিএল খেলা নিয়ে সরব হয়েছিলেন দেশের বিজেপি নেতাদের কেউ কেউ। তীব্র আক্রমণ করা হচ্ছিল কেকেআর মালিক শাহরুখ খানের সঙ্গে ভারতীয় বোর্ডকে। বলাবলি চলছিল, বাংলাদেশে যখন নির্বিচারে হিন্দু নিপীড়ন চলছে, তখন কোন যুক্তিতে মুস্তাফিজুরকে এখনও দলে রেখে দিয়েছে কেকেআর? কেন তাঁর সঙ্গে চুক্তি এখনই ছিন্ন করা হচ্ছে না? এই পরিস্থিতিতে বিসিসিআইয়ের তরফে কেকেআর-কে বলা হয়, মুস্তাফিজুরকে ছেড়ে দিতে। এরপর নিরাপত্তার দোহাই দেখিয়ে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে না আসার সিদ্ধান্ত নেয় বিসিবি। সমস্যা সমাধানে বিসিবি'র সঙ্গে আইসিসি'র আলোচনাও চলছে। তবে জট এখনও ছাড়েনি। তৎকালীন ইউনুস সরকারের চাপে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে না আসার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ড। পরে বিশ্বকাপের সূচি থেকে বাংলাদেশকে সরিয়ে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে আইসিসি। তবে এ ব্যাপারে এতদিন বিসিসিআই কর্তারা নীরব থাকলেও অবশেষে মুখ খুলেছেন আইপিএল চেয়ারম্যান।

২৫০ কোটি নিয়েও খেলতে আসেনি আর্জেন্টিনা, মেসিদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ কেরলের অর্থমন্ত্রীর

লিওনেল মেসি এবং আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন কেরলের অর্থমন্ত্রী ভি আবদুররহিম। তাঁর দাবি, গত বছর আর্জেন্টিনা কেরলে খেলতে আসার নামে তাঁদের কাছ থেকে ২৫০ কোটি টাকা নিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেসি বা আর্জেন্টিনা দল কেরলে আসেনি, যা প্রতারণার শামিল। আসলে গত বছর নভেম্বরে কেরলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ খেলার কথা ছিল লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনার। কিন্তু সেই ম্যাচ আয়োজিত হয়নি। সব প্রস্তুতি সারা হয়ে গেলেও ফিফার থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি না মেলায় ওই ম্যাচ সম্ভব হয়নি।

সেসময় বলা হয় নভেম্বরে না হলেও এ বছর মার্চের আন্তর্জাতিক উইনডো-তে অবশ্যই কেরলে আসবে আর্জেন্টিনা। স্বাভাবিকভাবেই মেসি আসছেন বলে প্রচার করা শুরু করে দেয় কেরলের বাম সরকার। এমনিতেই কেরলে প্রচুর ফুটবলভক্ত, মেসি এবং আর্জেন্টিনাকে নিয়ে আলাদা পাগলামো আছে। ভোটের ঠিক আগে আগে মেসিকে আনতে পারলে সেটার প্রভাব ভোটেও পড়বে বলে আশাবাদী ছিল কেরল সরকার। কিন্তু বিধি বাম। শেষপর্যন্ত

মার্চেও মেসি এলেন না। ফলে এখন কেরল সরকারকে অস্বস্তিতে পড়তে হচ্ছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মেসিকে আনার নামে সাধারণ মানুষকে ঠকানোর অভিযোগ তুলছে কংগ্রেস। এই পরিস্থিতিতেই বিস্ফোরক দাবি করলেন কেরলের অর্থমন্ত্রী। ভি আবদুররহিম বললেন, তআমরা স্পনসর জোগাড় করে ফেলেছিলাম। ২৫০ কোটি টাকা তুলেছিলাম। সেই টাকা আর্জেন্টিনা দলকে দেওয়াই হয়েছিল। কিন্তু তারপর আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে।দ হতাশার সুরে কেরলের অর্থমন্ত্রী বলছেন, তএমনটা হতে পারে, আমি ভাবতেও পারছি না। এখন কার কাছে যাব, কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না।

আচমকাই ধোনি-কপিলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী যুবরাজ, কী এমন দোষ করলেন?

দুই বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব এবং মহেন্দ্র সিং ধোনির কাছে ক্ষমা চাইলেন যুবরাজ সিং । তাও আবার তাঁর বাবার বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য। এতে ভারতীয় ক্রিকেটে দীর্ঘদিনের বিতর্ক নয়া মোড় নিয়েছে। বহু বছর ধরে কপিল ও ধোনিকে নিশানা করে বিতর্কিত মন্তব্য করে আসছেন যোগরাজ। যা নিয়ে অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন যুবি। সম্প্রতি একটি পডকাস্টে যুবরাজকে বলতে শোনা যায়, আমি কাপিল দেব এবং এমএস ধোনির কাছে ক্ষমা চাইতে চাই। এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই ক্রিকেটমহলে আলোড়ন পড়েছে। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে যোগরাজ সিং বিভিন্ন সময়ে সংবাদমাধ্যমে ধোনির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, যুবরাজের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার হঠাৎ থেমে যাওয়ার নেপথ্যে ধোনির বড় ভূমিকা ছিল। যদিও এতদিন এই বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলেননি যুবি। এবার প্রথমবার নিজ অবস্থান স্পষ্ট করলেন তিনি। পডকাস্টের তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, বাবার ইন্টারভিউ দেখলে কি খারাপ লাগে? যুবরাজ জানান, বাবার এমন মন্তব্যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অস্বস্তি বোধ করেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি বাবাকে জানিয়েওছেন। তআমি বাবাকে বলেছি, এটা ঠিক নয়,দ বলেন প্রাক্তন বাঁহাতি তারকা। কেবল ধোনি নন, '৮৩ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কাপিল দেবও যোগরাজের সমালোচনার মুখে পড়েছেন।

নিজের ক্রিকেটজীবনের শুরুতে দল থেকে বাদ পড়ার জন্য এখনও কাপিলকেই দায়ী করেন যোগরাজ। এমনকী তাঁর চাঞ্চল্যকর দাবি, একসময় নাকি পিস্তল নিয়ে কাপিল দেবের বাড়িতে গিয়েছিলেন। কপিলের মা ছিল বলে বড়সড় কিছু হয়নি। তবে এই সমস্ত বিতর্কে বরাবরই সংযত থেকেছেন কাপিল দেব। একবার প্রতিক্রিয়ায় তিনি হালকা সুরে প্রশ্ন তুলেছিলেন, যোগরাজ সিং কে? তবুও এই মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক থামেনি। তবে শেষ পর্যন্ত বাবার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলেন যুবরাজ। এখন দেখার, এতে দুই প্রজন্মের ক্রিকেটারদের মধ্যে সম্পর্কের বরফ গলে কিনা।

ফুটবল বিশ্বকাপ ফাইনালের টিকিটের দাম ১০ লক্ষ! আঁতকে উঠেছেন সমর্থকরা

এবারের ফুটবলের মহাযজ্ঞ শুরু হচ্ছে আগামী ১১ জুন, আর ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ১৯ জুলাই। তার আগে ফাইনালের টিকিটের দাম দেখে আঁতকে উঠেছেন সমর্থকরা। সেখানে প্রত্যেক ক্যাটাগরির টিকিটের দাম অনেকটাই বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আকাশছোঁয়া দাম ও জটিল বিক্রি প্রক্রিয়া নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ফুটবল সমর্থকরা। ফাইনালের 'ক্যাটাগরি ১' টিকিটের দাম ছাড়িয়েছে প্রায় ১০,৯৯০ ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা ১০ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। ভারত তো বটেই, পাশাপাশি বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের কাছেই এই দাম অত্যন্ত চড়া। জানা গিয়েছে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ইংল্যান্ড, জার্মানি এবং আয়োজক মেক্সিকোর ম্যাচগুলির টিকিটেও বেড়েছে দাম। এখানেই শেষ নয়। ফাইনালের দ্বিতীয় ক্যাটাগরির টিকিটের দাম বেড়ে ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। তৃতীয় বিভাগের দাম ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। ফিফার 'ডায়নামিক প্রাইসিং' নীতির ফলে চাহিদা অনুযায়ী টিকিটের দাম ওঠানামা করছে। যা সাধারণ সমর্থকদের ক্ষোভ আরও বাড়িয়েছে। এই নীতির বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের করেছে ফুটবল সাপোর্টার্স ইউরোপ (এফএসই)। বুধবার রাতে গ্রুপ পর্বের ৭২টি ম্যাচের মধ্যে ১৭টি ম্যাচের টিকিট ছেড়েছিল ফিফা। নকআউট ম্যাচের টিকিট এখনও ছাড়া হয়নি। কেবল মূল্যবৃদ্ধিই নয়, টিকিট বিক্রির প্রক্রিয়াও প্রশ্নের মুখে। লটারি পদ্ধতি ও 'ফার্স্ট-কাম-ফার্স্ট-সার্ভ' ব্যবস্থার কারণে লক্ষ লক্ষ সমর্থক অনলাইনে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও টিকিট পাননি।

অভিযোগ উঠেছে, বহু ইউজার ভুল কিউ-তে চলে গিয়েছেন বা তাঁরা প্রযুক্তিগত ত্রুটির মুখে পড়েছেন। এক আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'লাস্ট-মিনিট সেলস ফেজ'-এর লিঙ্কে ক্লিক করেও অনেক সমর্থক সঠিক পেজে ঢুকতেই পারেননি। ফলে সোশাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন অসংখ্য ফুটবলপ্রেমী। এক নেটিজেন বলছেন, 'এই দামে সাধারণ মানুষের পক্ষে বিশ্বকাপ দেখা সম্ভব নয়। বিশ্বকাপ এখন শুধুই ধনীদের ইভেন্ট।'

ফিট হয়েও মিলছে না আইপিএলে খেলার অনুমতি, বোর্ডের বিরুদ্ধে মামলা শ্রীলঙ্কা পেসারের

তিনি ফিট। এমনকী দরকার পড়লে জাতীয় দল থেকে অবসর ঘোষণা করে দিতেও রাজি। তাও শ্রীলঙ্কা বোর্ড তাঁকে আইপিএলে খেলতে দিতে নারাজ। এই অভিযোগ তুলে এবার বোর্ড কর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিলেন শ্রীলঙ্কার পেসার নুয়ান থুসারা। এবারের আইপিএলে ১.৬০ কোটি টাকায় শ্রীলঙ্কার তারকা পেসারকে দলে নিয়েছিল আরসিবি। আইপিএলের আগে তাঁর চোটের সমস্যাও ছিল না। তা সত্ত্বেও দ্বীপরাষ্ট্রের বোর্ডের তরফ থেকে আইপিএল খেলার ছাড়পত্র দেয়নি শ্রীলঙ্কা বোর্ড। সূত্রের খবর, বিদেশি লিগে খেলতে আগ্রহী ক্রিকেটারদের জন্য ফিটনেসের বিশেষ মাপকাঠি সাজিয়েছে দ্বীপরাষ্ট্রের বোর্ড। সেই মান পর্যন্ত পৌঁছতে না পারলে ছাড়পত্র পাবেন না শ্রীলঙ্কার কোনও ক্রিকেটার। সেখানেই আটকে গিয়েছেন থুসারা। সে অর্থে বড়সড় চোট না থাকলেও এবারের আইপিএলে খেলা হচ্ছে না তাঁর। থুসারার দাবি, তাঁর ফিটনেস কেরিয়ারের শুরু থেকে একই রকম। এতদিন খেলতে কোনও সমস্যা হল না। এতদিন জাতীয় দলের হয়েও খেলেছেন, তখনও কোনও সমস্যা হয়নি।

অথচ আইপিএলের সময় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁকে আটকে দেওয়া হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, থুসারার দাবি, শ্রীলঙ্কা বোর্ডের সঙ্গে তাঁর চুক্তি শেষ হয়েছে মার্চ মাসেই। তিনি আর সেই চুক্তির নবীকরণ করতে চান না। অবসর ঘোষণা করে দিতে চান। কিন্তু তাও তাঁকে আইপিএলে খেলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। থুসারার মনে হচ্ছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁকে আটকে দেওয়া হচ্ছে। সেই অভিযোগে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শাম্মি সিলভা এবং সচিব বান্দুলা দিশানায়েকের বিরুদ্ধে মামলা করে দিয়েছেন। দাবিটা পরিষ্কার, তাঁকে আইপিএলে খেলার অনুমতি দিতে নির্দেশ দেওয়া হোক বোর্ডকে। থুসারার ওই মামলার দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকবেন কেকেআর পেসাররাও। কারণ কেকেআর পেসার মাথিশা পাথিরানাকেও একই যুক্তিতে এনওসি দিচ্ছে না শ্রীলঙ্কা বোর্ড। থুসারা শেষ পর্যন্ত খেলার অনুমতি পেলে পাথিরানাও পেতে পারেন। সেক্ষেত্রে নাইটদের অপেক্ষার অবসান ঘটবে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-04-2026 04:38 Page 14

নবদ্বীপ হালদার

লোক হাসিয়ে বিশ্বযুদ্ধের তহবিলে টাকা তুলেছিলেন এই অভিনেতা

গ্রামে যাত্রার আসর এসেছে। অ্যাক্টো করতে কলকাতা থেকে যাত্রাদলও চলে এসছে। কিন্তু মঞ্চে উঠে সংলাপটাই ভুলে গেলেন অভিনেতা। হাঁড়ি খুলে দেখি মাংস নেই-এর পরিবর্তে তিনি বললেন, হাঁড়ি খুলে দেখি , বাবা নেই। ব্যাস ! এতেই কেল্লা ফতে। দর্শক পচা আলু ছোঁড়ার পরিবর্তে হো হো করে হাসতে শুরু করলো। পরে জানা গেল অভিনেতার সংলাপ ভুলে যাওয়ার বিষয়টা ইচ্ছাকৃত। লোক হাসানোর জন্যই এমনটা করতেন স্বর্ণযুগের বাংলা সিনেমার অন্যতম গুণী কৌতুকাভিনেতা নবদ্বীপ হালদার। যাঁরা তাঁর ছবি দেখেছেন, অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছেন, তাঁদের কাছে নবদ্বীপ হালদার মানেই চওড়া হাসি সহ বিচিত্র কণ্ঠে বলে ওঠা; বাবু, আমি চাকর মনিষ্যি। বাংলা চলচ্চিত্রের ‘স্বর্ণযুগ’। পর্দা কাঁপাচ্ছেন মহারথীরা। রুপোলি পর্দায় দেখা দিচ্ছেন যে সব ছায়াপুরুষ-ছায়া-মানবীরা, তাঁদের নখদর্পণে বিভিন্ন রকম চরিত্রে অভিনয়ের দক্ষতা। এঁদের মধ্যে অনেকেই চিহ্নিত হয়ে রয়েছেন নিছক ‘কমেডিয়ান’ হিসেবে। নবদ্বীপ হালদার শুধু পর্দাতেই নয়, গ্রামোফোন রেকর্ডেও আসর মাতিয়েছেন এক কালে। তাঁর বহুবিধ কণ্ঠে গাওয়া কৌতুকগীতি ‘আর খেতে পারিনে বাপু প্যান্তাফ্যাচাং তরকারি’ মধ্যবিত্ত বাঙালির দিনযাপনে আজও নির্মম সত্য। তাঁর শ্রুতিনাটকগুলোর নামগুলোও বেশ মজার - যুদ্ধ বিভ্রাট, রসগোল্লায় ইঁদুর, ইনজেকসান বিভ্রাট, হুলো বেড়াল, আদালতে গড়গড়ি, যাত্রা বিভ্রাট, লুচি বিভ্রাট, মামা ভাগ্নে, পণ্ডিত মশাই।১৯৪১ সাল। ব্রিটিশ আমল। সারা ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তুমুল ভাবে চলছে। বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পিলপিল করে মানুষ পালাচ্ছে গ্রাম-গঞ্জের দিকে। ঠিক সেই সময়ে ওয়ার ফান্ডে টাকা তোলার জন্যে তমলুক শহরের রাজবাড়ির ময়দানে এক বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সরকারের তরফ থেকে। তখনকার দিনে বিচিত্রানুষ্ঠান বলে কোনও শব্দের তখনও আমদানি হয়নি। ওটাকে বলা হত জলসা। সারা মেদিনীপুর জেলা জুড়ে সরকারের তরফে বড়ো বড়ো পোস্টার পড়েছিল ‘বিরাট জলসা’র। এই জলসা আরও বিশেষ কারণ তমলুকের মানুষ তার আগে কোনও জলসা চাক্ষুস করেনি। সারা শহর একটা হইচই পড়ে গিয়েছিল। রাজবাড়ির মাঠে প্যান্ডেল বাঁধা দেখবার জন্যে দলে দলে মানুষ এসে ভিড় জমাত। তিনজন উর্দিপরা পুলিশ সেই ভিড় সামলাত।জলসার টিকিটের দাম ধার্য হয়েছিল এক টাকা এবং দু টাকা। ওই দাম শুনে মানুষ চমকে উঠেছিল। তখন চালের দাম ছিল আড়াই টাকা থেকে তিনি টাকা মণ। এক মণ মানে চল্লিশ কেজি। দুটো টাকায় একটা পরিবারের সারা মাসের দু'মুঠো ভাতের সংস্থান হয়ে যেত। সেই জলসায় গান গেয়েছিলেন পঙ্কজ মল্লিক আর শচীনদেব বর্মন।

নেচেছিলেন অরুণা দাস আর শ্যামসুন্দর। কমিক করেন নবদ্বীপ হালদার। সেই জলসায় নবদ্বীপ হালদার মঞ্চে উঠে কথা বলা শুরু করতে লোকজনের সন্দেহ হয় তিনিই আসল নবদ্বীপ কিনা। কারণ, পর্দায় বা রেকর্ডের গলার স্বরের সঙ্গে বাস্তবে তাঁর কণ্ঠস্বরের কোনও মিল ছিল না। যদিও সেটাই ছিল তাঁর আসল কণ্ঠস্বর। কমিক করার সময় নিঁখুত বাচনভঙ্গিতে একাধিক চরিত্র রূপায়িত করতেন একার কণ্ঠস্বরের মধ্যে দিয়ে। সেই সময় নবদ্বীপ হালদার একেবারে হট পপুলার। যাঁদের গ্রামোফোন ছিল তাঁদের প্রত্যেকের বাড়িতেই কাননবালা, পঙ্কজ মল্লিক, কানাকেষ্ট, সায়গল কিংবা যূথিকা রায়ের গানের রেকর্ডের সঙ্গে দু-চারটে নবদ্বীপ হালদারের কমিকের রেকর্ড অবশ্যই থাকত।

তখনকার দিনে একটা দিন ঠিক করে মফস্সল শহরে বিত্তবানদের বাড়িতে গ্রামোফোন কেনার আসর বসতো। সেসময়কার বিভিন্ন জনপ্রিয় রেকর্ড শোনার পর সবার শেষে থাকত নবদ্বীপ হালদারের কমিক। তাঁর অন্তত চার-পাঁচখানা রেকর্ড শ্রোতাদের না শোনাতে পারলে গৃহস্থের বদনাম হত। পঞ্চাশর (১৯৩১), গ্রহের ফের (১৯৩৭), সোনার সংসার (১৯৩৬), সর্বজনীন বিবাহউৎসব (১৯৩৮), শহর থেকে দূরে (১৯৪৩), দুঃখে যাদের জীবন গড়া (১৯৪৬), কালো ছায়া (১৯৫৮), সাধারন মেয়ে (১৯৪৮), কুয়াশা (১৯৪৯), সন্ধ্যাবেলার রূপকথা (১৯৫০), কাঁকনতলা লাইট রেলওয়ে (১৯৫০), বৈকুণ্ঠের উইল (১৯৫০), মর্যাদা (১৯৫০), হানাবাড়ি (১৯৫২), মানিকজোড় (১৯৫২), সাড়ে চুয়াত্তর (১৯৫৩), লাখ টাকা (১৯৫৩), ময়লা কাগজ (১৯৫৪), ছেলে কার (১৯৫৪), নিষিদ্ধ ফল (১৯৫৫), সাহেব বিবি গোলাম (১৯৫৬), দুই বেচারা (১৯৬৯), কঠিন মায়া (১৯৬১), মরুতৃষা (১৯৬৪) -শতাধিক ছবিতে নানা ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ব্যতিক্রমী গলার আওয়াজ আর অভিনয় গুণে দর্শকদের পেটে কাতুকুতু দিয়েছেন সিংহভাগ ছবিতেই। তাঁর হাস্যকৌতুকের লং প্লেয়িং রেকর্ড বের করেছিল বেশ কয়েকটি সংস্থা।

কিছু কিছু ইউটিউবে শোনা যায়। ২০১২ সাল ছিল নবদ্বীপ হালদারের জন্ম শতবর্ষ। কেউ মনে না রাখলেও তাঁকে উদযাপন করার এই উপলক্ষটি ভুলে যায়নি বর্ধমানের সোনাপলাশি গ্রামের মানুষ। এখানেই জন্মেছিলেন নবদ্বীপবাবু। সেসবছর তাঁর স্মরণে দু'দিন ধরে সভা করেন গ্রামবাসীরা। বর্ধমান জেলার কথ্য ভাষাকে তিনি তাঁর কমিকের মাধ্যমে জনপ্রিয় করে রেখে গেছেন।

মাটির মানুষ ছিলেন, একজন প্রকৃত শিল্পীর মতো সারাজীবন অভিনয় নিয়েই ভেবে গিয়েছিলেন তাই বাড়ি-গাড়ি গুছিয়ে যাওয়া হয়নি তাঁর। এমনকী একটিমাত্র ভাঙা দেওয়াল ছাড়া তাঁর সোনাপলাশির জন্মভিটেটিতেও আজ আর কিছু নেই। তাঁর সংলাপ পরিবেশনের ধরন ও সময় জ্ঞান, শারীরিক ভঙ্গিমা বারবার মনে করিয়ে দেবে বাংলা সিনেমার একজন আন্তর্জাতিক মানের কৌতুকাভিনেতা ছিল। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

গ্রামে যাত্রার আসর বসেছে। অ্যাক্টো করতে কলকাতা থেকে যাত্রাদলও চলে এসেছে। কিন্তু মঞ্চে উঠে সংলাপটাই ভুলে গেলেন অভিনেতা। হাঁড়ি খুলে দেখি মাংস নেই-এর পরিবর্তে তিনি বললেন, হাঁড়ি খুলে দেখি , বাবা নেই। ব্যাস ! এতেই কেল্লা ফতে। দর্শক পচা আলু ছোঁড়ার পরিবর্তে হো হো করে হাসতে শুরু করলো। পরে জানা গেল অভিনেতার সংলাপ ভুলে যাওয়ার বিষয়টা ইচ্ছাকৃত। লোক হাসানোর জন্যই এমনটা করতেন স্বর্ণযুগের বাংলা সিনেমার অন্যতম গুণী কৌতুকাভিনেতা নবদ্বীপ হালদার। যাঁরা তাঁর ছবি দেখেছেন, অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছেন, তাঁদের কাছে নবদ্বীপ হালদার মানেই চওড়া হাসি সহ বিচিত্র কণ্ঠে বলে ওঠা; বাবু, আমি চাকর মনিষ্যি। বাংলা চলচ্চিত্রের ‘স্বর্ণযুগ’। পর্দা কাঁপাচ্ছেন মহারথীরা। রুপোলি পর্দায় দেখা দিচ্ছেন যে সব ছায়াপুরুষ-ছায়া-মানবীরা, তাঁদের নখ দর্পণে বিভিন্ন রকম চরিত্রে অভিনয়ের দক্ষতা। এঁদের মধ্যে অনেকেই চিহ্নিত হয়ে রয়েছেন নিছক ‘কমেডিয়ান’ হিসেবে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।